পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 3 Wednesday, 3 December, 2025 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩ সংখ্যা ❋ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, বুধবার, ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

উন্নয়নের পাঁচালি

সাড়ে ১৪ বছরে রাজ্যে কী কী কাজ হয়েছে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট। তবে এসআইআর ইস্যুতে ইতিমধ্যেই বাংলায় যেন ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। ক্রমেই চড়ছে রাজনীতির পারদ। এমন আবহে নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বিগত সাড়ে ১৪ বছরে তাঁর সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ক্ষমতায় আসার আগে জনগণকে আমরা কী বলেছিলাম, আর এই সময়ে আমরা কী কী কাজ করেছি, সেটা মানুষকে জানানো আমাদের নিজেদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বলে মনে করি। তাই এই রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হল। ২০১১ থেকে ২০২৫। তখতে বসার পর থেকেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, কৃষক বন্ধু, পড়ুয়াদের ক্রেডিট কার্ড-সহ মোট ৯৪টি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করেছে সরকার। কীভাবে রাজ্যের স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ করে চলেছে এদিনের বৈঠকে সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি। বৈঠকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘জিএসটি বাবদ কেন্দ্র রাজ্যেরও টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে। তারপরও রাজ্যের প্রাপ্য প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রয়েছে। তা সত্ত্বেও নিজস্ব উদ্যোগে আমরা কর্মশ্রী, বাংলার বাড়ির মতো প্রকল্পগুলি চালু রেখেছি।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ‘‘গ্রামীণ সড়ক, গ্রামীণ আবাসযোজনা,১০০ দিনের কাজ এই প্রকল্পগুলিতে আমরা পর পর চারবছর এক নম্বরে ছিলাম। তাই তো ওরা বাংলার টাকা বন্ধ করে রেখেছে।’’ একই সঙ্গে কেন্দ্রের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আশা করব, আমাদের প্রাপ্য টাকাটা দেবেন। ইলেকশন তো চলে এল। আর কবে টাকা দেবেন? ফেব্রুয়ারিতে দেবেন? যাতে কাজ করতে না পারি। তারপর আবার টাকাটা ফের নিয়ে নেবেন। চালাকিটা আমরাও বুঝি!’’ বিরোধীরা কথায় কথায় বলেন, বাংলায় উন্নয়ন হয়নি। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, একদিকে রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান অন্যদিকে কেন্দ্রের বঞ্চনার

প্রসঙ্গ টেনে পরোক্ষে বিরোধীদের তোলা সেই অভিযোগেরও জবাব দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে ভিডিও প্রকাশ করে ১৪ বছরে সরকারের ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ তুলে ধরা হয়। উন্নয়নের পাঁচালীর ওপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী ইমন চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘আগেকার দিনে সন্ধ্যেয় গ্রামে পাঁচালি পড়া হত। গ্রামের দিকে এখনও হয়তো হয়, হারিয়ে যেতে বসা সেই গৌরবকে ধরে রাখতে এমন পাঁচালির ভাবনা।’’ সরকারি তথ্য অনুযায়ী-রাজ্যের উন্নয়নের পাঁচালীর বিবরণ- সাড়ে ১৪ বছরে রাজ্যের জিএসডিপি বেড়ে হয়েছে ২০ লক্ষ ৩১ হাজার কোটি টাকা। রাজ্যের কর আদায় বেড়েছে ৫.৩৩ গুণ। দারিদ্র সীমার বাইরে আনা হয়েছে ১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে। বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ কমেছে। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে ৯.১৬ গুণ। কৃষক বন্ধু প্রকল্পে ১ কোটি ৬০ হাজার কৃষক উপকৃত হয়েছে। শিল্পে দুই কোটির বেশি লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। দু’লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দেউচা পাচামিতে এক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। শুধুমাত্র স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে এক কোটি ৩০ লক্ষের বেশি মানুষ কাজ করেন। ৬৬০টির বেশি এমএসএমই ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। ৪২ লক্ষ ছেলেমেয়েকে স্কিল ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এক কোটি মহিলা কন্যাশ্রী পাচ্ছেন। ৩১ লক্ষ ৭৭ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক যাদের অনেককে অত্যাচার করা হয়েছে তাদের ৫০০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। লক্ষীর ভান্ডার পাচ্ছেন ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলা। এজন্য এখনও পর্যন্ত ৭৪ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমাদের বাজেট ১৪ বছরে ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ পরিবারকে এর আওতায় আনা হয়েছে। আইসিসিইউ মডেলে ১০১টা স্বাস্থ্য বন্ধু ভ্যান ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, আরো হাতে রয়েছে ১১০টা, সবমিলিয়ে ২১১টা এমন ভ্যান। বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ৬৭ লক্ষ ৬৯ হাজার বাড়ি অলরেডি দেওয়া হয়েছে। আরও ১৬ লক্ষ দেওয়া হবে। এছাড়াও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা প্রায় এক কোটির কাছাকাছি হয়ে যাবে। পথশ্রী প্রকল্পে মোট ১ লক্ষ ৯০ কিমি রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। গঙ্গাসাগরের জন্য বুড়িগঙ্গা নদীর উপর ১৭০০ কোটি টাকা দিয়ে গঙ্গাসাগর সেতু করা হচ্ছে। এটার টেন্ডার ফাইনাল হয়ে গেছে। খাদ্য সাথি ৯ কোটি মানুষ পায়। এরজন্য রাজ্যের খরচ হয় ১ কোটি টাকা। দুয়ারে রেশন ৭ কোটি ৪১ লক্ষ মানুষ পায়। সংখ্যালঘু উন্নয়নে ৪.৮৫ কোটি ছাত্র-ছাত্রীরা আর্থিক সুবিধা পেয়েছে। দশ গুন বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে এই দফতরে। ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ৬ কোটি ৫৬ লক্ষ পাট্টা দেওয়া হয়েছে। সব উদ্বাস্তু কলোনিগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের দাবি, শুধু ২০২৫ এর অক্টোবরে ২৪ কোটি দেশি বিদেশি পর্যটক এসেছে বাংলা। পর্যটকের সংখ্যায় দেশের মধ্যে বাংলা এখন দ্বিতীয়। নবান্ন সভাঘরের এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব-সহ প্রতিটি দফতরের মন্ত্রী, সচিব, আমলা, প্রতিটা জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার।

ভোটের কাজের সাথে সাধারণ মানুষের কাজও দেখতে হবে

জেলাশাসকদের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ ভোট এখনও দেরি কয়েকমাস। তবে তার আগে থেকেই এসআইআর-এর কাজ করতে গিয়ে প্রশাসনিক কর্তা ও কর্মীদের চাপ বেড়েছে বহুগুণ। তবে ইলেকশনের কাজ করতে গিয়ে কোনও অবস্থাতেই যেন সাধারণ মানুষের কাজগুলিকে অবহেলা না করা হয়, তা নিয়ে ফের জেলাশাসকদের সতর্ক করলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এদিন নবান্নের বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘জেলাশাসকদের বলছি, আপনারা ইলেকশনের যে কাজ করছেন করুন। কিন্তু মাথায় রাখবেন, সাধারণ মানুষের কাজগুলোও।’’ এখানেই না থেমে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, ‘‘আপনারা যারা ভাল কাজ করবেন তাঁদের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। মন্ত্রীদের বলব আপনারাও লক্ষ রাখবেন।’’ মানুষের উন্নয়নের কর্মকাণ্ড ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা দেখতে দশজন অবজারভার জেলায় জেলায় পাঠানো হচ্ছে বলেও এদিনের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, সোমবার নবান্নের প্রশাসনিকর বৈঠক থেকেও জেলাশাসক, মহকুমা শাসক ও বিডিওদের আশ্বস্ত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘‘এসআইআর-এর জন্য আপনাদের যে চাপ যাচ্ছে, বুঝতে পারছি। তবে বাংলার বাড়ি, রাস্তা সহ উন্নয়নের কাজও যাতে উপেক্ষিত না হয় সেটা দেখতে হবে।’’ একই সঙ্গে তিনি এও জানান, এসআইআর-এ যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারকে দু’লক্ষ টাকা করে সাহায্য করবে সরকার। এসআইআর এর কাজ করতে গিয়ে যে সব বিএলও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাদের জন্য এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘তাঁরা যেন মনে করে যে সরকার তাঁদের পাশে আছে।’’ এসআইআর ইস্যুতে শুরু থেকেই কেন্দ্রকে কথা শুনিয়ে এসেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে হাত করে বিজেপি আদতে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে এই প্রক্রিয়া শুরু করিয়েছে। আবার বিজেপি মমতা এবং তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতির অভিযোগ তুলে পাল্টা অভিযোগ করে বলেছে - তারা ভুয়ো ভোটারদের তালিকায় রাখার চেষ্টা করতেই এসআইআরের বিরোধিতা করছে। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে কেন্দ্রকে কড়া বার্তা দিয়ে আকার-ইঙ্গিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পুরো প্রক্রিয়াটিই জোর করে চাপানো। মমতা বলেন, ‘‘ডিটেনশন ক্যাম্প করে মানুষকে দুর্ভোগে ফেলি না। কেন্দ্র সরকারকে বলব, আপনারা ব্রিটিশ সরকারের মতো ফোর্সফুলি কিছু চাপিয়ে দেবেন না। যদি কিছু বলার থাকে রাজ্যকে সরাসরি বলুন।’’ মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা- ‘‘আমি কমিউনাল পলিটিক্স করি না, আমি সেকুলার পলিটিক্স করি।’’

এসআইআর শেষ হলেই জনগণনা!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যে এই মুহূর্তে এসআইআরের কাজ চলছে। আর এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে দিল - জনগণনা কবে হবে। মঙ্গলবার সংসদের আলোচনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়েছেন। ২০২৭ সালের জনগণনা কবে এবং কীভাবে হবে, সে বিষয়ে নিত্যানন্দ রায় লোকসভায় জানান, আগামী জনগণনা হবে দুই দফায়। ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রথম দফা এবং ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় দফা। প্রথম দফায় বাড়ির তালিকা তৈরি করা হবে, বাড়ির গণনা হবে। দ্বিতীয় দফায় হবে নাগরিকদের সংখ্যার গণনা। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, প্রথম ধাপে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সুবিধামতো টানা ৩০ দিনের সময় বেছে নেওয়া যাবে। তবে লাদাখ ও জম্মু-কাশ্মীরের তুষারাবৃত অসামঞ্জস্যপূর্ণ এলাকাগুলিতে এবং হিমাচল ও উত্তরাখণ্ডের কিছু অংশে পরিস্থিতি বিবেচনায় গণনা এগিয়ে আনা হবে। সেখানে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই গণনা সম্পন্ন করা হবে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান, জনগণনার প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত হয় বিভিন্ন মন্ত্রক, দফতর, সংস্থা এবং তথ্য ব্যবহারকারীদের পরামর্শ নিয়ে। ১৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রতিটি গণনায় কাজে লাগে। এদিন আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট করেন, এই আদমশুমারিতে জাতিভিত্তিক গণনাও করা হবে, যার সিদ্ধান্ত হয়েছে এ বছরের ৩০ এপ্রিল রাজনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে।

এসআইআর মামলায় শীর্ষ আদালতের বিশেষ পর্যবেক্ষণ

‘ফর্ম আপলোড করার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া উচিত, সময় বাড়ানো উচিত’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বরঃ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চে উঠে এল বিশেষ পর্যবেক্ষণ। কর্ণাটকের এসআইআর-এর সময়সীমা আরও বাড়ানোর জন্য বিবেচনা করার নির্দেশ শীর্ষ

আদালতের। নির্বাচন কমিশনকে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চের পরামর্শ, মূল সময়সীমা ৪ ডিসেম্বর ছিল, যা ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ওই রাজ্যে নির্বাচনের স্থানীয় ভোট গ্রহণ ৯ ও ১১ ডিসেম্বর এবং গণনা ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যাঁরা স্থানীয় সংস্থা নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত, তাঁদের ফর্ম আপলোড করার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া উচিত। প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘সময় বাড়ানো উচিত। এতে যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁরা সুযোগ পান।’’ আবেদনকারীদের পক্ষে এসআইআর-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবী কপিল সিব্বল, অভিষেক মনু সিঙ্ঘভিরা। অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির তরফে আদালতে উল্লেখ করা হয়, জুন মাসের আগে ১১ টি ডকুমেন্ট ছিল না। তারপরে উল্লেখ করা হয়। নতুন নতুন নিয়ম করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের কোনও ক্ষমতাই সংবিধান অনুসারে নেই, নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়ার। সারা দেশে একসঙ্গে এস আই আর করা যায় না। তিনি তাঁর যুক্তি অব্যাহত রেখে বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশন শহুরে হওয়া এবং ঘনঘন অভিবাসনকে এসআইআর-এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করছে। কিন্তু এগুলো সাধারণ কারণ। ভারত ‘গ্রাম-শহুরে’ দেশ।’’ আইনজীবীর কথায়, ‘‘আমরা আর জানি না গ্রামের শেষ কোথায় এবং শহরের শুরু কোথায়।’’ তিনি উল্লেখ করেন যে, অভিবাসন একটি মানুষের স্বভাব, তাই এটিকে একটি সাধারণ ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। তখন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি আইনজীবীর কাছে জানতে চান, এসআইআর পরিচালনার নিয়মে নির্বাচন কমিশনের ওপর কি কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা আছে? নাকি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নিয়মে রদবদল করতে পারে কমিশন? অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির কথায়, ‘‘নির্বাচন কমিশনের কথা অনুযায়ী, প্রত্যেক নাগরিককে প্রমাণ করতে হবে, তাঁরা ভারতেই নাগরিক। আসলে এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব যাচাই-বাছাই করার ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।’’ তখন আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভারও বলেন, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এটাই নিশ্চিত করে যে, নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে সংসদের হাতে, নির্বাচন কমিশনের হাতে নয়। এখনও মামলা শুনছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

‘বঙ্গে কমেছে করদাতা’, অভিনন্দন জানিয়ে খোঁচা অমিত মালব্যর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ বাংলায় কমেছে করদাতার সংখ্যা। তথ্য দিয়ে এবার খোঁচা দিলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তাঁর বক্তব্য, বাংলায় নেই শিল্প, নেই কর্মসংস্থান। এরাজ্যে উপার্জন কম, রোজগার কম। মোদি সরকারের কর ছাড়ের সুবিধা পাচ্ছে বাংলা। সামাজিক মাধ্যমে এবার খোঁচা দিলেন অমিত মালব্য। এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ি। বিধায়ক অশোক বলেন, ‘‘২০২৪-২৫ সালে অ্যাসেসমেন্ট, যেটা গত মার্চ মাসে শেষ হয়েছে, তাতে যে বৃদ্ধি হয়েছিল ২ লক্ষ। তার আগের বছর বৃদ্ধি হয়েছিল ৩ লক্ষ। অর্থাৎ কমেছে। কারণ মোদি সরকার ইনকাম ট্যাক্সে ছাড় দিয়েছে। বাংলার মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য করে যদি ছাড় মেলে, তাহলে তো ট্যাক্স রিলিফ হল।’’ তাঁর মতে, এটা মোদি সরকারের উপহার।

‘অনুপ্রবেশকারীদের কি লাল কার্পেট বিছিয়ে দেব’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বরঃ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ মঙ্গলবার ঝাঁঝাল ভাষায় সুপ্রিম কোর্ট জানাল, ‘‘আমরা কি ওদের জন্য লাল কার্পেট বিছিয়ে স্বাগত জানাব?’’ দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এদিন বলে, ‘‘আপনারা কি চান ওদের (রোহিঙ্গা) জন্য রেড কার্পেট বিছিয়ে দেব আমরা?’’ একটি হেবিয়াস কর্পাস আবেদনে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা উধাও হয়ে যাচ্ছে। এর জবাবে আদালত রোহিঙ্গাদের জন্য অসাধারণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন তুলে একথা জানায়। বেঞ্চ বলেছে,

যারা দেশে অবৈধভাবে ঢুকে পড়েছে, তাদের জন্য বিচারসভা দারুণ কোনও রক্ষাকবচ দেবে, এটাই কি আবেদনকারীরা চান? আদালত বলেছে, রোহিঙ্গারা এদেশে ঢুকেছে চোরাপথে। আর এখন তারাই এখানে এদেশের অধিকার যেমন-খাদ্য ও আশ্রয়ের দাবি জানাচ্ছে। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট বলেন, ‘‘ওরা সুড়ঙ্গপথে এদেশে ঢুকে এখন খাবার ও আশ্রয়ের মতো অধিকারের দাবি তুলছে।’’ প্রধান বিচারপতি দেশের কল্যাণকর উৎসের সীমাবদ্ধতার চাপের বিষয়ে জোর দিয়ে জানতে চান, ‘‘আপনাদের গরিব শিশুরা কি এই সুবিধাগুলি পাওয়ার যোগ্য নয়? আমরা কি এবার ওদের জন্য আইনের পরিসীমা বাড়াতে যাব?’’ একইসঙ্গে বেঞ্চ দেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের বিষয়ে নিরাপত্তার বিপদ প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষত দেশের উত্তর সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিপদ নিয়ে শঙ্কিত আদালত। প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘উত্তর ভারতে আমাদের খুবই বিপজ্জনক সীমান্ত এলাকা রয়েছে। যদি কোনও অনুপ্রবেশকারী অবৈধভাবে দেশে ঢুকে পড়ে, তাহলে কি ওদের এখানে থাকাখাওয়া দেওয়ার কোনও দায়বদ্ধতা আমাদের থাকে?’’ প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

মৃতদের নাম তালিকায় রাখার অপচেষ্টা হচ্ছে! কুলতলির বিডিওর ‘গোপন মেসেজ’ দেখালেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ তৃণমূল কংগ্রেস শুরুতে এসআইআরের বিরোধিতা করেছিল। রাজ্যে এর কাজ শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত নানাবিধ অভিযোগ করে আসছে। বিজেপি প্রথম থেকেই দাবি করে আসছে যে, ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটারদের কার্ড কাজে লাগিয়ে ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে চাইছে তৃণমূল, তাই বিরোধিতা। এই অভিযোগেরই ‘প্রমাণ’ দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলির উদাহরণ তুলে ধরলেন তিনি। সোশ্যাল মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের একটি ছবি দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক। তিনি দাবি করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় বিডিওদের দিয়ে অপকর্ম করানো হচ্ছে। কী সেই কাজ? প্রশাসনকে অপব্যবহার করে

এসআইআর প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা। বিরোধী দলনেতার দাবি, কুলতলী, জয়নগর বিধানসভা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিএলও-দের চাপ দেওয়া হচ্ছে, যাতে মৃত ব্যক্তিদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে। কুলতলীর বিডিও যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে রয়েছেন তার কথোপকথন নমুনা হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি। যদিও পোস্টের সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। শুভেন্দু বলছেন, মৃত ব্যক্তিদের নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না পড়ে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে এবং যে ভোটাররা ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন তাদের তথ্যও অপরিবর্তিত রাখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিধায়কের প্রশ্ন- নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অমান্য করে প্রশাসন আদৌ কি এই রকম নির্দেশ দিতে পারে? এই ইস্যুটি খতিয়ে দেখে নির্বাচন কমিশনকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। সোমবারই সিইও অফিসে গিয়ে মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে সাক্ষা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এসআইআর সংক্রান্ত ইস্যুতে বৈঠক করেন এবং বেশকিছু দাবিও করেন তিনি। সিইও-র সঙ্গে বৈঠকের সময় আইপ্যাক-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন শুভেন্দু অধিকারী। কড়া সুরে বলেন, ‘‘আইপ্যাকের সাহস হয় কীভাবে, ডেটা এন্ট্রিতে ঢুকছে।’’ এর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি জানান তিনি। এর আগেই আইপ্যাক নিয়ে বড় অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু। দাবি ছিল, তৃণমূল আইপ্যাকের সাহায্য নিয়ে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার এবং মৃত ভোটারদের নাম রাখছে। এবার কুলতলীর ঘটনা নিয়েও সরব তিনি। একই সঙ্গে প্রশ্নও তুলেছেন, নির্বাচন কমিশন কি এই প্রশাসনিক অন্তর্ঘাত উপলব্ধি করতে পারছে না?

আদালতের নির্দেশের পরও বাংলায় কেন আটকে ১০০ দিনের কাজের টাকা? জবাব দিলেন মন্ত্রী

সংবাদ সংস্থা, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের প্রাপ্য ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। আদালতের নির্দেশের পরও টাকা দিচ্ছে না। এই নিয়ে সরব হয়ে এবার সংসদে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সাংসদরা। আদালতের নির্দেশের পরও টাকা আটকে রাখার কারণ জানতে চাইলেন তাঁরা। মঙ্গলবার লোকসভায় তৃণমূল সাংসদদের প্রশ্নের লিখিত জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কমলেশ পাসওয়ান। কী জবাব দিলেন তিনি? একশো দিনের কাজ নিয়ে লোকসভায় কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে একাধিক প্রশ্ন রাখেন চার তৃণমূল সাংসদ। মালা রায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কীর্তি আজাদ এবং সৌগত রায়। তাঁরা জানতে চান, কেন্দ্র কি রাজ্যকে একশো দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গ-সহ কোন রাজ্যে কত টাকা বাকি রয়েছে? সুপ্রিম কোর্ট যদি রাজ্যে একশো দিনের কাজ ফের শুরুর নির্দেশ দিয়ে থাকে, তাহলে বকেয়া টাকা কবে দেবে কেন্দ্র? এদিন লোকসভায় তৃণমূল সাংসদদের প্রশ্নের লিখিত জবাব দেন কমলেশ পাসওয়ান। সেখানে তিনি জানান, হাইকোর্ট বাংলায় একশো দিনের কাজ ফের শুরুর নির্দেশ দিয়েছে। হাইকোর্টের সেই নির্দেশ কীভানে কার্যকর করা যায়, তা খতিয়ে দেখছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। বাংলায় একশো দিনের টাকা আটকে রাখার কারণ হিসেবে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশ পালন করেনি রাজ্য। তাই টাকা আটকে রাখা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট, ২০০৫-র ২৭ ধারা অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ২০২২ সালের ৮ মার্চের হিসেবে অনুসারে, একশো দিনের কাজের প্রকল্পে ৩০৮২. ৫২ কোটি টাকা পাবে পশ্চিমবঙ্গ। এদিকে, এদিনও একশো দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, একশো দিনের কাজে দেশের এক নম্বরে ছিল রাজ্য। তারই টাকা আটকে রেখে কেন্দ্র রাজ্যের সঙ্গে বঞ্চনা করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

বাংলায় এসআইআর-এর মধ্যেই ভোটের প্রস্তুতিতে বড় বৈঠক করতে চলেছে কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে এসআইআর-এর আবহেই এবার ভোটের প্রস্তুতির লক্ষ্যে বড় বৈঠক ডাকলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। চলতি মাসের ১১ তারিখ মোট ২৫টি এজেন্সির সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। ঘটনা হল, লোকসভা হোক বা বিধানসভা, ভোটের আগে এই এজেন্সিগুলিকে কাজে লাগায় কমিশন। নজরে রাখে কোথাও কোনও বেআইনি কারবার, পাচার বা লেনদেন হচ্ছে কিনা। তবে এত আগে থেকে এই প্রস্তুতি বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম, কেরল এবং পুদুচেরিতে ভোট। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাড়ি বাড়ি ‘এনুমারেশন ফর্ম’ বিলি করার প্রাথমিক পর্যায় অনেকটাই সম্পন্ন। যদিও এখনও অনেক জায়গায় ফর্ম জমা পড়লেও ডিজিটাইজের কাজ হয়নি। এমন অবস্থায় ২৫টি এজেন্সির সঙ্গে ভোট প্রস্তুতির বৈঠকে বসছে কমিশন। এদিকে বাংলা-সহ দেশের ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের

(এসআইআর) প্রক্রিয়া পিছিয়ে দিয়েছে কমিশন। খসড়া ভোটার তালিকা এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন পিছিয়ে নতুন তারিখ জানিয়ে রবিবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। গত ৪ নভেম্বর থেকে এই রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আগে বলা হয়েছিল, ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং ২০২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। নতুন ঘোষণায় গোটা প্রক্রিয়াই সাত দিন করে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এনুমারেশন ফর্ম জমা নেওয়া এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে। তার মধ্যে বুথ ব্যবস্থাপনাও সেরে ফেলতে হবে। ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার কাজ। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। তার পর সেই তালিকা সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ, আপত্তি কমিশনে জানানো যাবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। খসড়া তালিকার সমস্ত আপত্তি, অভিযোগ এবং দাবি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা, বিতর্কের নিস্পত্তি করা, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে শুনানিতে ডাকা এবং আলোচনার সাপেক্ষে সন্দেহ দূর করার কাজ ইআরও-রা করবেন ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভোটার তালিকা ভাল করে খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত করার জন্য কমিশনের অনুমতি নিতে হবে। তার পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন বিএনপি-র

ঢাকা, ২ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া বেশ কিছু দিন ধরেই অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সোমবার বার্তা দিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্ভাব্য সকল ধরণের সহায়তা প্রদানের জন্য ভারত প্রস্তুত, সেই বার্তাও দিয়েছিলেন মোদী। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সেই বার্তা নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন বিএনপি নেতৃত্ব।মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে বিএনপি-র তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। বিএনপি-র তরফে লেখা হয়েছে, বিএনপি-র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে বার্তা দিয়েছেন, তার জন্য দলের তরফে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। মোদী যে ভাবে সাহায্যের হাত বাড়ানোর বার্তা দিয়েছেন, বিএনপি নেতৃত্ব তার প্রশংসা করে।

‘ অসম দিবস’-এ অসমের ‘ বোন ও ভাইদের’ শুভেচ্ছা অমিত শাহর

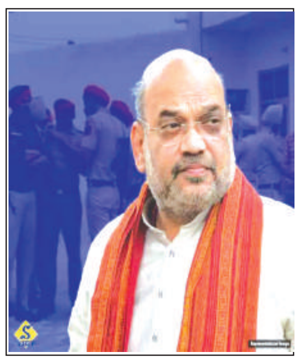

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ঃ‘ অসম দিবস’-এ অসমের আমাদের বোন ও ভাইদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে এই বার্তা দিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।মঙ্গলবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, এই উপলক্ষ অহম যুগের গৌরবকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আসামের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রক্ষার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করে। এর জন্য প্রতিটি ভারতীয় অত্যন্ত গর্বিত।গত ৯ বছরে মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার শান্তির যুগের সূচনা করেছে। অসমকে উন্নয়ন ও শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করেছে এবং এই অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দিনটি আমাদের ঐক্যের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে আমাদের সংস্কৃতির সাথে আমাদের সংযোগ আরও গভীর করুক।

বিরোধীদের উত্থাপিত বিষয়ে আলোচনা হবে, আশ্বাস রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ঃ বিরোধীদের উত্থাপিত বিষয়ে আলোচনা হবে, আশ্বাস দিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। সঞ্চার সাথী অ্যাপ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার রিজিজু বলেন, তাঁদের সমস্যা খুঁজে বের করার দরকার নেই। বিরোধীদের উত্থাপিত বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং কীভাবে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত তা নিয়ে ভাবা উচিত। তাঁদের নতুন সমস্যা খুঁজে বের করে সংসদকে অশান্ত করার দরকার নেই।রিজিজু আরও বলেন, সমস্ত বিষয় নিজস্ব জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আপনি যদি এই বিষয়গুলিকে সংসদ অচল করার জন্য অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন, তবে এটি ঠিক নয়। আমরা বিরোধী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আমি ইতিমধ্যেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আমরা তাঁদের বিষয়গুলিকে ছোট করছি না, তবে দেশে অনেক সমস্যা রয়েছে, কেবল একটি নয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সংসদে প্রশ্ন তোলাকে নাটক বলা যায় না, গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকারই তাঃপ্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা

নয়াদিল্লি,২ডিসেম্বরঃশীতকালীন অধিবেশনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া বার্তা ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরঙ্গ উঠেছে দিল্লিতে। সংসদে বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন, সেটিকেই এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ করলেন ওয়েনাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। তাঁর সোজাসাপটা বক্তব্য- সংসদে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলা কখনওই নাটক হতে পারে না, বরং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে না দেওয়াটাই আসল নাটক। প্রিয়াঙ্কার কথায়, দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা- এসবই সংসদের আলোচনার মূল বিষয় হওয়া উচিত। তিনি মনে করিয়ে দেন, সাম্প্রতিক সময়ে যে দুটি বিষয়ে দেশজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে- এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া এবং বায়ুদূষণ- সেগুলো সরাসরি সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে। তাই এই বিষয়গুলিকে এড়িয়ে যাওয়া বা আলোচনার সুযোগ না দেওয়া গণতন্ত্রের প্রতি অসম্মান বলে মনে করেন তিনি। প্রিয়াঙ্কার মতে সংসদের মূল উদ্দেশ্যই হল প্রশ্ন তোলামোদীর অভিযোগ ছিল, বিরোধীরা সংসদে বারবার বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তার জবাবে প্রিয়াঙ্কা বলেন, বিরোধীর কাজই হল প্রশ্ন তোলা- তা নীতিগত হোক বা প্রশাসনিক। সরকারকে জবাবদিহির মধ্যে আনা এবং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করাই বিরোধীদের দায়িত্ব। তাই কোনও গভীর সমস্যা, যেমন বায়ুদূষণ বা নাগরিক পরিষেবা

সংক্রান্ত বিষয় নিে প্রশ্ন তোলা কখনওই নাটক হতে পারে না।তিনি আরও বলেন, সংসদে কথা বলা এবং প্রশ্ন তোলা মানেই যদি নাটক হয়, তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়ে। বরং গণতন্ত্রে গণবিষয়ক আলোচনাকেই বাধা দেওয়া- সেটাই আসল নাটক। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্য- ইতিবাচক ভাবনা প্রয়োজনআসলে শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরোধীদের প্রতি বার্তা দেন যে তাঁরা যেন ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মন্তব্য ছিল- দেশ গঠন করতে হলে কিছু ইতিবাচক চিন্তা থাকা জরুরি। রাজনীতিতে নেতিবাচকতা সাময়িকভাবে কাজে লাগতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশকে এগিয়ে নিতে গেলে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই মূল।তিনি আরও বলেন, যে নাটক করতে চায় সে নাটক করবে, কিন্তু সংসদে নাটক নয়, পরিবেশনা থাকা উচিত। এখানে নীতির উপর জোর দিতে হবে, স্লোগানের উপর নয়। বিরোধীদের পক্ষ থেকে পাল্টা বার্তামোদীর এই বক্তব্যকেই নাগরিক সুবিধার প্রসঙ্গ তুলে পাল্টা দেন প্রিয়াঙ্কা। তাঁর মতে, সরকারি নীতিনির্ধারণ এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা গণতন্ত্রের অপরিহার্য অংশ। বিশেষ করে এমন সময়ে, যখন এসআইআর নিয়ে দেশজুড়ে চাপে সাধারণ মানুষ, এবং বায়ুদূষণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মহানগরের বাসিন্দাদের- তখন সংসদে আলোচনা না হওয়া বা আলোচনাকে ‘ বলা অন্যায়।তিনি বলেন, সংসদ কিসের জন্য? মানুষের সমস্যার কথা বলার জন্যই তো। অথচ আমরা দেখছি, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা শুরু হলেই সেটাকে অবাঞ্ছিত বলে তকমা দেওয়া হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। রাজনৈতিক তরজার নতুন অধ্যায়মোদী-প্রিয়াঙ্কার এই বাক্যযুদ্ধ আসলে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিরোধীরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে তারা এসআইআর, মুদ্রাস্ফীতি, কর্মসংস্থান, বায়ুদূষণ এবং কৃষকদের সমস্যার মতো ইস্যুগুলি সংসদে তুলবে। তাদের অভিযোগ- সরকার বহুবার চেষ্টা করেছে যেন এই বিষয়গুলি আলোচনায় না ওঠে।উভয়পক্ষের বক্তব্যে বোঝাই যাচ্ছে, এই অধিবেশনেও বেশ উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হতে চলেছে। একদিকে সরকার চাইছে ‘ ভাবনা’ এবং ‘ পরিবেশ’। অন্যদিকে বিরোধীরা দাবি করছে- ইতিবাচকতা মানে প্রশ্ন তুলতে বাধা নয়। গণতন্ত্রের শক্তি প্রশ্নেই- এই বার্তা পৌঁছে দিলেন প্রিয়াঙ্কাপ্রিয়াঙ্কার পুরো বক্তব্যের কেন্দ্রে রয়েছে একটি বার্তা- সংসদ মানেই প্রশ্ন। জনগণের সমর্থনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাঝে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো ক্ষমতাসীনদের কাজের জবাবদিহি নিশ্চিত করা। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করাকে নাটক বলা হলে, গণতন্ত্রের মৌলিক চেতনার সঙ্গেই ভুল করা হবে।শীতকালীন অধিবেশন শুরু হতেই এবার দেখা যাবে- এই মতবিরোধ কীভাবে সংসদের কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে। তবে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার মন্তব্য ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন তুলেছে এবং নতুন করে বিতর্কের সূচনা করেছে যে সংসদে ‘ কে করছে- বিরোধী, না সরকার?

শুক্রবার ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালের ড্রতে অংশ নেবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পঃহোয়াইট হাউস

আমেরিকা, ২ ডিসেম্বর ঃ গত সোমবার হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার ওয়াশিংটনে ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালের ড্রতে অংশ নেবেন।কানাডা এবং মেক্সিকোর সঙ্গে ২০২৬ সালের টুর্নামেন্টটি যৌথভাবে আয়োজক করবে আমেরিকা।হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট সাংবাদিকদের বলেন, শুক্রবার, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প কেনেডি সেন্টারে ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল ড্র অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।ট্রাম্প তার দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতিত্ব এবং আগামী বছর আমেরিকার স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উভয়েরই কেন্দ্রবিন্দুতে বিশ্বকাপকে পরিণত করেছেন।কিন্তু

বিভিন্ন ইস্যুতে ট্রাম্পের কঠোর অবস্থানের কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে এই বিশাল ক্রীড়া আসর রেহাই পায়নি।ডেমোক্র্যাট-শাসিত কিছু এলাকায় অপরাধ এবং অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্যে ট্রাম্প কিছু আমেরিকার আয়োজক শহর থেকে খেলা স্থানান্তরের সম্ভাবনা উত্থাপন করেছেন।

থানার অস্থায়ী গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে টোটো চুরির অভিযোগ, উত্তাল আন্দুল

হাওড়া, ২ ডিসেম্বর ঃটোটো চুরি ঘিরে সোমবার রাতে উত্তাল হল হাওড়ার নাজিরগঞ্জের আন্দুল হরেকৃষ্ণনগর। অভিযোগ, নাজিরগঞ্জ থানার এক অস্থায়ী গাড়ি চালক রবিবার গভীর রাতে রাস্তার পাশ থেকে একটি টোটো মোটরবাইকে বেঁধে নিয়ে পালান। গোটা ঘটনাটি রাস্তার সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। এমনকি যে মোটরবাইকে করে ওই চালক টোটোটি চুরি করেন বলে অভিযোগ, সেটিও চুরি যাওয়া বাইক।বাসিন্দাদের অভিযোগ, থানার গাড়ি চালক ওই মোটরবাইকের নম্বরপ্লেট বদলে সেই বাইক নিয়েই টোটো চুরি করেন। এলাকার বাসিন্দারা জানান, সোমবার রাতে টোটো চুরির অভিযোগ জানাতে থানায় গেলে থানার ওই চালক ও অন্য পুলিশকর্মীরা বাসিন্দাদের উপর বেধাক লাঠি চালান বলে অভিযোগ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়।হাওড়া সিটি পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, টোটোটি বেআইনি ভাবে রাখা হয়েছিল। তাই সেটিকে তুলে আনা হয়। পুলিশ ওই এলাকায় নেশার ঠেক ভেঙে দিয়েছে। তাই পুলিশের নাম বদনাম করার জন্য এই সব করা হচ্ছে বলে খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে আজকে।

নতুন শ্রম কোডে সুরক্ষিত পেট্রোলিয়াম শিল্প, মিলছে কাঙ্খিত সুবিধা

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ২ ডিসেম্বরঃ ওএসএইচডব্লিউসি কোড, ২০২০ একটি সমন্বিত জাতীয় সুরক্ষা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে যা সমস্ত পেট্রোলিয়াম ইউনিট, শোধনাগার থেকে শুরু করে জ্বালানির ডিপো পর্যন্ত বিস্তৃত।বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শংসাপত্র, আধুনিক উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রয়োগযোগ্য জরুরি প্রস্তুতি ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকদের সুরক্ষা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কোড, ২০২০ ইএসআইসি অন্তর্ভুক্তিকে প্রসারিত করে এবং ডিজিটাল, সরলীকৃত সম্মতি প্রক্রিয়া চালু করেছে, যা পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রে কল্যাণ ও শাসন ব্যবস্থার উন্নতি ত্বরান্বিত করবে। সূচনাঐতিহাসিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার চারটি শ্রম কোড কার্যকর করে শ্রম আইনকে সুসংহত করেছে যথাপেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশ কোড, ২০২০, সামাজিক সুরক্ষা কোড, ২০২০, শিল্প সম্পর্ক কোড, ২০২০ এবং মজুরি কোড, ২০১৯। এই সংস্কারগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান জুড়ে সুরক্ষা, কাজের পরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য একটি ব্যাপক ও সমন্বিত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, পেট্রোলিয়াম শিল্প একটি মূল ক্ষেত্র যেখানে সমন্বিত নিয়ন্ত্রক বিধানগুলি একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। শ্রম কোড কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোলিয়াম শিল্প শ্রম আইন কাঠামোর একটি খণ্ডিত এবং পরিদর্শক-চালিত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা থেকে একটি সমন্বিত, সম্মতি-ভিত্তিক এবং প্রযুক্তি-সহায়ক নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে, যা দাহ্য, বিস্ফোরক এবং বিষাক্ত পদার্থ পরিচালনাকারী উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পের জন্যও বিশেষভাবে তৈরি। শ্রম কোডগুলি পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রের উঁচুপর্যায় থেকে নীচুপর্যায় পর্যন্ত সমগ্র মূল্য শৃঙ্খলের জন্য একটি সমন্বিত নিয়ন্ত্রক কাঠামো সরবরাহ করে।পেট্রোলিয়াম শিল্পের কাঠামোয় রূপান্তর।পেট্রোলিয়াম শিল্প দেশের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদবহুল ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি। এই শিল্পে দাহ্য হাইড্রোকার্বন, বিষাক্ত গ্যাস (যেমন হাইড্রোজেন সালফাইড), কার্সিনোজেনিক বেঞ্জিন বাষ্প, এলপিজি এবং উচ্চ-তাপমাত্রার পদার্থ নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয়, যা শ্রমিকদের তাপ-বিকিরণ এবং অসুস্থতার ঝুঁকিতে ফেলে।পূর্বে, এই ক্ষেত্রে সুরক্ষা বিধিগুলি মূলত ১৯৪৮ সালের 'ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট'-এর উপর নির্ভরশীল ছিল, যার পরিধি সীমিত এবং এটি কেবল কারখানা-কেন্দ্রিক ছিল। এই আইনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও জরুরি ব্যবস্থার সীমিত বিধান ছিল এবং প্রয়োগের পদ্ধতিও ছিল দুর্বল। পূর্ব ব্যবস্থায়, নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি ছিল প্রধানত পরিদর্শক-চালিত, নথিগুলি ছিল কাগজে কলমে এবং জরুরি ব্যবস্থাপনা বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হত। বহু স্থানের প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একাধিক বিভাগ থেকে অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ত, যার ফলে সামগ্রিক তদারকি ছিল খণ্ডিত ও দুর্বল।পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশ কোড, ২০২০ এর বিধানসমূহ।পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কাজের পরিবেশ কোড, ২০২০ চালু হওয়ার ফলে খণ্ডিত, কারখানা-কেন্দ্রিক আইন ব্যবস্থা থেকে সরে এসে একটি সমন্বিত, জাতীয়, ঝুঁকি-মোকাবিলা সহায়ক সুরক্ষা ব্যবস্থায় যাওয়ার সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা সমস্ত পেট্রোলিয়াম স্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই কোড সমস্ত পেট্রোলিয়াম ইউনিট, শোধনাগার থেকে শুরু করে জ্বালানির ডিপো পর্যন্ত বিস্তৃত সকল অংশকে একটি একক, ব্যাপক সুরক্ষা কাঠামোর অধীনে এনেছে।বাধ্যতামূলক ঝুঁকি মূল্যায়ন ও পরিচালনগত অনুমোদন ঃনতুন কোড অনুযায়ী, বিপদজনক কার্যক্রম শুরু করার আগে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং কাঠামোগত ঝুঁকি মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, পেট্রোলিয়াম পদার্থ সংরক্ষণ, পরিবহন এবং নিষ্পত্তির জন্য জাতীয় মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সরকারি অনুমোদনের পূর্বশর্ত। এই সংস্কারগুলি এখন বিশ্বব্যাপী তেল ও গ্যাস শিল্পে ব্যবহৃত সমসাময়িক প্রক্রিয়া সুরক্ষা কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এই কাঠামোর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি-ভিত্তিক পরিদর্শন, নিরাপত্তা নিরীক্ষা, জরুরি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর অন্তর্ভুক্তি এবং ডিজিটাল সম্মতি প্ল্যাটফর্ম।উন্নত শ্রমিক সুরক্ষাব্যবস্থা ঃশ্রমিক সুরক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করা হয়েছে। পূর্বের কেবল পর্যায়ক্রমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরিবর্তে, নতুন কোড অনুযায়ী বিপজ্জনক পেট্রোলিয়াম-এর কাজে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকের জন্য নিয়োগের পূর্বে, পর্যায়ক্রমিক এবং বিপদগ্রস্ত হওয়ার পরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, সমস্ত শ্রমিকের জন্য বার্ষিক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, শংসাপত্র এবং আধুনিকীকৃত সুরক্ষা মানঃ পেট্রোলিয়াম বা বিপজ্জনক রাসায়নিক পরিচালনার আগে কর্মীদের জন্য কোডটি দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং শংসাপত্র বাধ্যতামূলক করেছে। নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলিকে আধুনিকীকরণ এবং প্রযোগেযোগ্য করা হয়েছেঃনিয়োগকর্তাদের অবশ্যই কর্মীদের জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং ৮ ঘণ্টার শিফট সীমা দ্বারা ক্লান্তি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে যা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া-চালিত প্ল্যান্ট গুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ব্যবস্থা।জরুরি প্রস্তুতি এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা অধিকারঃআগে যেখানে অন-সাইট জরুরি পরিকল্পনা শুধুমাত্র একটি সম্মতি নথি ছিল, তা এখন একটি প্রযোগেযোগ্য জরুরি প্রস্তুতি ব্যবস্থা, যার জন্য বিস্তারিত অন-সাইট জরুরি পরিকল্পনা এবং পর্যায়ক্রমিক মক ড্রিল প্রয়োজন। এটি বড় ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সমন্বিত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করে। বিপজ্জনক কাজ প্রত্যাখ্যান করার অধিকারের মাধ্যমে শ্রমিকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাসায়নিক ও তাপকেন্দ্রিক ঝুঁকি এড়াতে পেট্রোলিয়াম শিল্পে গর্ভবতী মহিলা এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য সুরক্ষা বিধি আরও জোরদার করা হয়েছে।পরিদর্শনের থেকে সুবিধাদানে অধিক গুরুত্বঃএই কোডের অধীনে পরিদর্শক - সহ সহায়ক মডেল, ঝুঁকি - ভিত্তিক পরিদর্শন, ডিজিটাল মাধ্যমে নথি জমা দেওয়া এবং একক অনুমোদনের ব্যবস্থা এগুলি নিয়োগকর্তাদের জন্য পদ্ধতিগত জটিলতা হ্রাস করে এবং বিশ্বব্যাপি পেট্রোলিয়াম নিয়ন্ত্রক প্রবণতাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্মতি-শাসনের উন্নতি করে। সামাজিক সুরক্ষা কোড, ২০২০ এর বিধানগুলি১.কল্যাণমূলক সুবিধার সম্প্রসারণ ঃ সামাজিক সুরক্ষা কোড, ২০২০ পেট্রোলিয়াম কর্মক্ষেত্রগুলিতে ইএসআইসি অন্তর্ভুক্তি প্রসারিত করে কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলিকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। এর ফলে, চিকিসা পরিষেবা, আঘাতের ক্ষতিপূরণ, অক্ষমতা সুবিধা, নির্ভরশীলদের জন্য সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা এবং পেশাগত রোগ ও দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।২.উন্নত স্বচ্ছতা ও সম্মতিডিজিটাল সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য রেকর্ডগুলি বহনযোগ্যতা, সুবিধাভোগীর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।উপসংহার-একদিকে, ওএসএইচডব্লিউসি কোড একটি আধুনিক, সমন্বিত এবং সক্রিয় সুরক্ষা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে, যা নিরাপদ পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, শক্তিশালী জরুরি স্থিতিস্থাপকতা, সুস্থ শ্রমিক এবং আরও নির্ভরযোগ্য, বিশ্বব্যাপী - সম্মত কার্যক্রম নিশ্চিত করে। অন্যদিকে, সামাজিক সুরক্ষা কোড কল্যাণমূলক সুবিধাগুলিকে বিস্তৃত করে এবং এই পুরো ক্ষেত্রে সম্মতিকে আরও জোরদার করে। এই কোডগুলি সম্মিলিতভাবে পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল এবং সম্মতি-ভারাক্রান্ত ব্যবস্থা থেকে আধুনিক, প্রতিরোধ-কেন্দ্রিক, প্রযুক্তি-সহায়ক এবং কল্যাণমুখী কাঠামোর দিকে স্থানান্তরিত করে। এই বিধানগুলি পরিচালনগত শৃঙ্খলা, কর্মশক্তির দক্ষতা, জরুরি প্রস্তুতি, স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রক স্বচ্ছতা এবং সমন্বয়কে উন্নত করে, যার ফলে নিরাপদ কার্যক্রম, একটি স্বাস্থ্যকর দক্ষ কর্মীবাহিনী, উচ্চতর উৎপাদনশীলতা, কম ব্যাঘাত এবং শক্তিশালী বিশ্বব্যাপি ক্ষেত্রে সম্মতি নিশ্চিত হয়। সামগ্রিকভাবে, এই ফলাফলগুলি ভারতের পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী সুরক্ষা সংস্কৃতি এবং শিল্প স্থিতিস্থাপকতাকে দৃঢ় করে।

বিজেপিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নাড্ডার ভূমিকা প্রশংসনীয়ঃমোদী

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ঃকেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা বার্তায় মোদী উল্লেখ করেন, বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নাড্ডার ভূমিকা প্রশংসনীয়। মঙ্গলবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, জে পি নাড্ডার জন্মদিনে শুভেচ্ছা। নম্র ও স্নেহশীল ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি সর্বত্র সম্মানিত।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও উল্লেখ করেন, নাড্ডা তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সুশাসনের প্রতি আবেগের জন্য পরিচিত। বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। ভারতের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য তাঁর প্রচেষ্টার পাশাপাশি রাসায়নিক ও সার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতিও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরের কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করছি।

এসআইআর নিয়ে আলোচনা চেয়ে গোলমাল, ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি লোকসভার অধিবেশনের

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ঃ শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনেও উত্তপ্ত লোকসভা। এসআইআর নিয়ে আলোচনা চেয়ে সরব বিরোধীরা। এই গোলমালের জেরে দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি লোকসভার অধিবেশন।এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে সংসদ চত্বরে ধর্না দেন কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা। পরে লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে, ভোট চুরি স্লোগান তুলে বিরোধীরা গোলমাল করেন। আর তাই লোকসভার অধিবেশন দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকাল থেকেই সংসদ ভবনের মকরদ্বারের সামনের চত্বরে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস সাংসদরা। যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরাও। ছিলেন রাহুল, সোনিয়া প্রমুখ।

দিল্লি দূষণের করলেই, উত্তর ও মধ্য ভারতে বাড়বে শীতের আমেজ

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লি দূষণের করলেই, মঙ্গলবারও দিল্লির বিভিন্ন স্থানে বাতাসের গুণগতমানের সূচক থাকল ৩০০-র ঊর্ধ্বেই। নানা স্থান ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। দিল্লিতে শীতের দাপট বাড়ছে, এই পরিস্থিতিতেও দূষণ থেকে মুক্তি মিলছেই না। দিল্লির আনন্দ বিহার ও অক্ষরধাম এলাকায় মঙ্গলবার সকালে বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল ৩৮৩, গাজীপুর এলাকাতেও এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৮৩। ইন্ডিয়া গেট এবং কর্তব্যপথ এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স রেকর্ড হয়েছে ৩১২। মোটামুটিভাবে দিল্লির প্রায় অধিকাংশ স্থানেই মঙ্গলবার সকালে বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল খুব খারাপ পর্যায়ে।এদিকে, উত্তর ও মধ্য ভারতের রাজ্যগুলিতে শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় ও পঞ্জাবে বাড়বে শীতের দাপট। আইএমডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের শীতকালীন মরশুমে দেশের অধিকাংশ স্থানেই তাপমাত্রা স্বাভাবিক অথবা থেকে স্বাভাবিকের থেকে কম থাকবে। ইতিমধ্যেই কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে জম্মু ও কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশ। জমজমাট ঠান্ডা পড়েছে উত্তরাখণ্ডেও।

ফের বঙ্গোপসাগরে মৃদু ভূমিকম্প, তীব্রতা ৪.২

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ঃ মাঝরাতের পর সকালেও ফের ভূমিকম্প অনুভূত বঙ্গোপসাগরে। বাংলাদেশের কক্সবাজারের কাছেই ছিল কম্পনের কেন্দ্রস্থল। মঙ্গলবার সকাল ৭.২৬-এ অনুভূত হয় ভূকম্পন। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪.২। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৫ কিলোমিটার গভীরে। এর আগে মধ্যরাতেও কম্পন অনুভূত হয় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং মায়ানমারের একাধিক এলাকায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৭.২৬ মিনিট নাগাদ বঙ্গোপসাগরে হালকা তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা

ছিল ৪.২। ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৩৫ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল।

ইতালিয়ান টেনিস গ্রেট নিকোলা পিত্রাঞ্জেলি আর নেই

ইতালি, ২ ডিসেম্বর ঃ ইতালিয়ান টেনিস গ্রেট নিকোলা প্রিত্রাঞ্জেলি আর নেই। দুইবারের ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন প্রিত্রাঞ্জেলির বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। সোমবার ইতালিয়ান টেনিস ফেডারেশন এক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুর খবর জানিয়েছে।১৯৫৯ সালে ফরাসি ওপেন জিতে প্রথম ইতালিয়ান হিসেবে গ্র্যান্ড স্লামের পুরুষ এককে শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়েছিলেন পিত্রাঞ্জেলি। পরের বছর রোলাঁ গাঁরোতে শিরোপা ধরে রাখেন তিনি।একমাত্র ইতালিয়ান হিসেবে আন্তর্জাতিক টেনিস হল অব ফেম-এ জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। কেরিয়ারে মোট ৪৮টি শিরোপা জিতে ছিলেন।ফরাসি ওপেনে দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ১৯৬১ ও ১৯৬৪ সালে রানার্সআপ হন পিত্রাঞ্জেলি। ১৯৬০ সালে উইম্বলডনের সেমি-ফাইনালে ও

১৯৫৭ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেরকোয়ার্টার-ফাইনালে উঠেছিলেন তিনি। আর ডেভিস কাপে ইতালির হয়ে রেকর্ড ১৬৪ ম্যাচ খেলেছেন, জিতেছেন ১২০টিতে। তার নেতৃত্বেই ১৯৭৬ সালে প্রথমবার ডেভিস কাপের শিরোপা জিতেছিল ইতালি। ইতালিতে সর্বকালের সেরা টেনিস খেলোয়াড়হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাকে।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনি চারপাশে অস্বাভাবিক টানাপোড়েনের মুখোমুখি হতে পারেন। সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং জটিলতা আপনার দৈনন্দিন রুটিনে প্রভাব ফেলতে পারে, তাই সংযম বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় সাফল্য।

বৃষঃ সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। বিবাহের যোগ।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য অনুকূল দিন নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে। আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি কিছুটা অস্থিরতার সম্মুখীন হতে পারে। শুভদিন হবে

কর্কট রাশি ঃপরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানআপনি সাধারণত যেরকম দেখেন তার থেকে কম শক্তি নিজের মধ্যে দেখতে পাবেন- ।

সিংহঃসিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। তবে, আত্ম-সচেতনতা এবং সম্পর্কের উপর মনোযোগ দেওয়ার সময় এটি। আপনার চারপাশের মানুষের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন। শুভদিন হবে।

কন্যা ঃআপনি শরীরচর্চার মাধ্যমে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। বিনোদন এবং রূপচর্চায় বেশী খরচ নয়। তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করে এমন ক্রিয়াকলাপে জড়িত হওয়ার পক্ষে ভালো সময়। আপনার হৃদয়ে এবং মনে প্রেম রাজ করবে।

তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভালো দিন। আপনার চারপাশের শক্তি ইতিবাচক হবে, যা আপনাকে আপনার কাজে দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করবে।

বৃশ্চিকঃ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগে করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে। আপনার পরিবারের হিতসাধনে কঠোর পরিশ্রম করুন। আপনার কাজকর্ম ভালোবাসা এবং ইতিবাচক মতাদর্শ মেনে চলা উচিত, লোভ দ্বারা নয়।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছু বিশেষ চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে চলেছে। শুভ রং লাল

মকরঃ বিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। কিন্তু অহেতুক চাপ নেবেন না যেহেতু এটি কেবলমাত্র আপনাকে মানসিক উত্তেজনা দেবে।

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত দিন। আপনি আপনার জীবনে ইতিবাচকতা এবং সন্তুষ্টি অনুভব করবেন। এই সময়টি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে, যা আপনাকে আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

মীনঃআপনার জন্য কোনটি শ্রেষ্ট তা কেবল আপনিই জানেন- কাজেই শক্ত হোন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফলাফলের সাথে বাঁচার জন্য তৈরী হোন। আপনার আর্থিক অবস্থা আজকে অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না, এজন্যই আপনার অর্থ সঞ্চয় করা কঠিন হবে। আপনার পিতামাতার স্বাস্থ্য চিন্তা এবং উদ্বেগের সৃষ্টি করবে। বিবাহের যোগ

আবহাওয়া

মাঝে কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গে শীতের আমেজ কিছুটা কমে গিয়েছিল। রাতে ঠান্ডা থাকলেও দিনে তা অমিল ছিল। তবে এ বার বঙ্গবাসী মনের সুখে শীতের আমেজ উপভোগ করতে পারবেন। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে নামবে তাপমাত্রার পারদ। উত্তরবঙ্গেও কমবে তাপমাত্রা। সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা কমবে অনেকটাই।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিনে রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে। সেই সময় তাপমাত্রা থাকতে পারে স্বাভাবিকের নীচে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্র-শনিবার নাগাদ কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১১ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে পারে রাতের পারদ। মঙ্গলবার অবশ্য কলকাতায় একধাক্কায় বেশ কিছুটা বেড়েছে ন্যূনতম তাপমাত্রা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৪ ডিগ্রি বেশি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৩মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৪৯মিনিটে হতে পারে।

আবার পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হল সুন্দরবনের মহারাজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলিঃ সুন্দরবনে ঘুরতে এসে আবার রবিবার দর্শন মিললো সুন্দরবনের মহারাজের। ডোরাকাটা দেখে উচ্ছ্বাসিত পর্যটকেরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় কলকাতা থেকে ১৬ জনের পর্যটকদের একটি দল শনিবার কুলতলির কৈখালী এলাকায় ঘুরতে আসে। রবিবার সকালে বৈধ অনুমতি পত্র নিয়ে বনি ক্যাম্পে যান পর্যটকের দলেরা। বনি ক্যাম্পে ওয়াচ টাওয়ার এর উপর থেকে জঙ্গল দর্শন করার সময় পর্যটকদের ক্যামেরা বন্দী হয় দক্ষিণ রায়। সু ন্দরবনে ঘুরতে এসে বাঘের দর্শন পেয়ে খুশি পর্যটকেরা। ভ্রমণ পিপাসু বাঙালিদের শীতের মৌসুমে ভ্রমণের অন্যতম ডেস্টিনেশন সুন্দরবন। প্রতিবছর শীতের মৌসুমে সু ন্দরবনে ঘুরতে আসে পর্যটকেরা। পর্যটকদের সু ন্দরবনের ঘুরতে আসার অন্যতম আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সকল পর্যটকের ভাগ্যে সেই দুর্লভ সৌভাগ্য না জুটলেও কিছু কিছু পর্যটকদের ভাগ্যে এই দুর্লভ সৌভাগ্য জোটে। রবিবার পর্যটকদের দলের নজরে পড়ে একটি বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বনি ক্যাম্পে বনদপ্তরের তৈরি করা মিষ্টি জলের পুকুরে জল খেতে। কয়েক মুহূর্তের সেই দুর্লভ দৃশ্য পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হয়।। এ বিষয়ে.দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বন আধিকারিক নিশা গোস্বামী বলেন, সু ন্দরবনের বাঘেদের জন্য বনদপ্তরের পক্ষ থেকে সু ন্দরবনের জঙ্গলে মতনই বনি ক্যাম্পেও একটি জলাশয় রাখা হয়েছে এই জলাশয়ে অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের পাশাপাশি বাঘও প্রায় সময় জল খেতে আসে। সুন্দরবনে ঘুরতে আসা পর্যটকদের বনি ক্যাম্পে ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ জঙ্গল যেমন দেখা যায় তেমনি এই জলাশয় দেখা যায় এই জলাশয় অন্যান্য প্রাণীরা ও জল খেতে আসে যেমন হরিণ থেকে শুরু করে অন্যান্য বন্যপ্রাণীরা। পর্যটকদের সৌভাগ্য থাকলে পর্যটকদের বাঘেরও দর্শন মেলে। আর তা দেখতে পেয়ে খুশি পর্যটকরা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন সেনাদের টহল, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এ বার নজরকাড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার নতুন অধ্যায় শুরু হলো। প্রাক্তন সেনা কর্মীরা ক্যাম্পাসে টহল দিতে শুরু করেছেন। দু'জন সুপারভাইজার ও ৩০ জন প্রাক্তন সেনা কর্মী এই দায়িত্ব পালন করছেন। এটি রাজ্যের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাঙ্গণে প্রাক্তন সেনাদের টহলের প্রথম উদাহরণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাক্তন সেনাদের টহল দেওয়া এমন দৃশ্য নতুন হলেও, এটি নিরাপত্তাহীনতার কারণে নেওয়া জরুরি পদক্ষেপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে একাধিক মৃত্যুর ঘটনায় বারবার প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি হস্টেলে এক ছাত্রের মৃত্যু এবং কয়েকদিন আগে এক ছাত্রী জলে ডুবে মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে চাপ তৈরি হয়েছিল। মামলা পর্যন্ত হয়েছে, যা এখনও বিচারাধীন। এই আবহেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রাক্তন সেনাদের নিয়োগ দিয়েছে। রাজ্য সৈনিক বোর্ডের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০ জন প্রাক্তন সেনা কর্মী ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর তারা জানিয়েছেন, সেনাতে চাকরির

অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে ক্যাম্পাস নিরাপত্তার কাজ দেওয়া হয়েছে। তারা বলেন, আমরা নিরাপত্তা জোরদার করতে এসেছি। আমাদের লক্ষ্য আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা। তবে প্রাক্তন সেনারা নিরস্ত্র অবস্থাতেই টহল দেবেন। এদিন ক্যাম্পাসে গিয়ে প্রাক্তন এক সেনাকর্মী বলেন, সেনাতে চাকরি করার পর, রাজ্যের সৈনিক বোর্ডের মাধ্যমে আমরা নিয়োগপত্র পাই। আমরা আবেদন করেছিলাম। এখানকার নিরাপত্তা মজবুত করতে পাঠানো হয়েছে। দু'জন সুপারভাইজার ও ৩০ জন গার্ড এসেছি ক্যাম্পাসকে নিরাপদ রাখার জন্য। প্রায় আড়াই বছর পর সম্প্রতি স্থায়ী উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি একই সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। তবে নতুন রেজিস্ট্রারের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ওয়েবকুপার প্রাক্তন সহ-সভাপতি সেলিম বক্স মণ্ডলকে রেজিস্ট্রার করার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী প্রভাব ফেলেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই দাবিটি করেছেন উচ্চশিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের নমিনি মনোজি মণ্ডল। যদিও উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

অরুণাচল প্রদেশে ইউনান কিলব্যাক সাপের নথিভুক্ত উপস্থিতি উদঘাটন করল জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার জাদুঘর

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর, (পিআইবি) ঃ উপনিবেশিক যুগের প্রকৃতি চর্চার ইতিহাসকে আধুনিক প্রাণিবৈচিত্র্য গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করে এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারে কলকাতার জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা জেএসআই-এর বিজ্ঞানীরা ভারতে প্রথমবার ইউনান কিলব্যাক সাপের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন। জেএসআই-এর সরীসৃপ বিভাগে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক সংগ্রহ পরীক্ষার সময় বিজ্ঞানী সুমিধ রায়, অনির্বাণ দাস এবং ডক্টর প্রত্যুষ মহাপাত্র জানান যে, খ্যাতনামা প্রকৃতিবিদ ডক্টর জন অ্যান্ডারসনের ১৮৬৮ সালের ইউনান অভিযানে সংগৃহীত মূল নমুনাগুলির একটির সঠিক পরিচয় তাঁরা স্থাপন করতে পেরেছেন। অ্যান্ডারসন ১৮৭৯ সালে তিনটি নমুনার ভিত্তিতে ইউনানেনসিস শ্রেণীর বর্ণনা করেছিলেন। এই নমুনাগুলি প্রথমে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত ছিল এবং পরে জেএসআই-এ স্থানান্তরিত হয়। নমুনাগুলির কোড ছিল জেএসআই আর৪১৯১, জেএসআই আর৪১৯২ এবং জেএসআই আর৪১৯৬। এর মধ্যে একটি নমুনাকে এখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লেকটোটাইপ হিসেবে ঘোষণা করা

হয়েছে। ঐতিহাসিক নমুনাটির পাশাপাশি, আর-ও সাতটি সংরক্ষিত নমুনা সরীসৃপ বিভাগে পাওয়া যায়। সমষ্টিগত নম্বর জেএসআইআর ২৪০৩৯। এগুলি ১৯৮২ সালের ২২ ডিসেম্বর নামদাফা টাইগার রিজার্ভের গিবনস ল্যান্ড অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন জেএসআই-এর তৎকালীন বিজ্ঞানী ডক্টর এস বিশ্বাস এবং তাঁর সহকর্মীরা। সযত্ন পরীক্ষার পর এগুলিও ইউনান কিলব্যাক প্রজাতির বলে নিশ্চিত হয়েছে। ভারতে এই সাপের উপস্থিতি এই প্রথম নথিভুক্ত হল। ইউনান কিলব্যাক বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের ইউনান প্রদেশ এবং উত্তরপূর্ব ভারতের অরুণাচল প্রদেশে পাওয়া যায়। এর বিস্তৃতি মিয়ানমারের সংলগ্ন অঞ্চল পর্যন্তও পৌঁছতে পারে। এই আবিষ্কারটি জাদুঘরের পুরোনো সংগ্রহের ভবিষ্য গবেষণায় অপরিসীম বৈজ্ঞানিক মূল্য

উত্তরপাড়ায় এসআইআর কাজ করার সময় মহিলা বিএলও গুরুতর অসুস্থ , হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া হুগলিঃ এসআইআর আবহে আবার গুরুতর অসুস্থ হযে. হাসপাতালে ভর্তি একজন মহিলা বিএলও।

ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির উত্তরপাড়ায়। জানা গিয়েছে ওই মহিলা বিএলও সুতপা চক্রবর্তী ব্যানার্জি উত্তরপাড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিএলওর দায়িত্ব পেয়েছিলেন তার বুথ নম্বর ২০৯ আরো জানা গিয়েছে অত্যাধিক কাজের চাপে তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনের এসআইআর সংক্রান্ত কাজ করছিলেন কিন্তু এত চাপ তিনি নিতে পারছিলেন না বলে জানা গিয়েছে। তার অংশে ৭০০র বেশি কিছু ভোটার ছিল, তিনি প্রায় ৭৫ শতাংশ কাজ করে ফেলেছিলেন গত কয়েকদিন ধরে তিনি বাড়িতে বলেছিলেন তার শরীর খুব অসুস্থ তিনি আর পারছেন না হঠাই রবিবার সকালে বাড়িতে কাজ করবার সময় মানে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করার সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন বলে জানা গিয়েছে । তার ছোট ছেলে ঘটনাটি দেখে চেঁচামেচি শুরু করেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে লোকাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে কলকাতার হাসপাতলে স্থানান্তরিত করা হয .বলে জানিয়েছেন তার স্বামী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌতম বাবুর অভিযোগ নির্বাচন কমিশন অমানুষিক চাপ দিচ্ছে এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। তার স্ত্রী বলছিল এত চাপ সে নিতে পারছি না কয়েক দিন ধরে তার শরীর খুব অসুস্থ হচ্ছিল তিনি এসডিও অফিসে জানিয়েছিলেন সেকথা তিনি আরো বললেন রবিবার সকালে তার স্ত্রী নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে দাঁতমুখ খিঁচুনি দিয়ে অজ্ঞান হয়ে .যান তার ছোট ছেলে দৌড়ে আসেন তারপর হাসপাতালে এত চাপ সে নিতে পারেনি নির্বাচন কমিশনের এটা বন্ধ করা উচিত অমানুষিক চাপ দেওয়া। তাদের বাড়ি উত্তরপাড়ার মন্দির ঘাট এলাকায় তিনি একটি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন তার পরিবর্তে সরকারি বিএলও দিয়েছে ওই এলাকায়। এই প্রসঙ্গে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমিত চক্রবর্তী জানালেন সুতপা চক্রবর্তী ব্যানার্জি এই ওয়ার্ডে ২০৯ নম্বর বুথে কাজ করছিলেন নির্বাচন কমিশনের অত্যাধিক চাপ তিনি নিতে পারেননি তিনি জানিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও তাকে ছাড় দেয়নি নির্বাচন কমিশন। যার ফল হল এই ঘটনা। দিকে দিকে এই ঘটনা ঘটছে শুধু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এই অবস্থা। আমরা খবর পাচ্ছি অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে বিএলওরা তবু চাপ দিয়েই যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন এর জন্য দায়ী থাকবে নির্বাচন কমিশন। জানা গেল ওই মহিলা বিএলও আইসিইউ তে আছেন।

তীব্র দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু চাঞ্চল্য

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি, ২ ডিসেম্বর ঃ কাজের ফাঁকে দুর্গন্ধ টের পেয়ে পৌরকর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দাদের জানান। হুগলির চুঁচুড়া পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে এক বাড়ি থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকাজুড়ে। সে দিন পৌরসভার নিকাশি সংস্কারের কাজ চলছিল। এরপর সবাই বাড়িটির সামনে জড়ো হলে সন্দেহ আরও বাড়ে। জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখা যায়-ভিতরে এক ব্যক্তির নিথর দেহ পড়ে আছে। খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা পুলিশে ফোন করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে। এলাকাবাসী ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম শিবু দেবনাথ (৬৮)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়িতেই একা থাকতেন। চার বছর আগে স্ত্রী ও সন্তান অন্যত্র চলে যাওয়ার পর থেকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছিলেন। প্রতিবেশীরা জানান, কিছুদিন আগেও তাঁকে দেখা গেলেও গত কয়েক দিন ধরে তাঁর হদিশ মিলছিল না। স্থানীয় কাউন্সিলর অর্পিতা সাহা বলেন, সকালেই এলাকাবাসী খবর দেন একটি বাড়ি থেকে প্রবল দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা প্রথমে পুলিশে খবর দিই। পরে জানা যায়, মৃত ব্যক্তি আমাদের হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার অস্থায়ী কর্মচারী ছিলেন। পুলিশ জানালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেহ উদ্ধার করে। এরপর পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোক ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

চাঁপদানী বিধানসভা এলাকায় খুঁজেই পেলেন না ভোটার। সেই কারণে নোটিস টাঙিয়ে দিলেন বিএলও

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁপদানী হুগলিঃ হুগলির চাঁপদানী বিধানসভা এলাকার ঘটনা। খুঁজেই পেলেন না ভোটার। সেই কারণে নোটিস টাঙিয়ে দিলেন বিএলও । জানা গিয়েছে, এই ১১১ নম্বর বুথে ২৫ জন, আর ১১২ নম্বর বুথে ৩০ জন ভোটারকে চিহ্নিত করতে পারেননি বিএলও। সেই কারণে, জনস্বার্থে নোটিস সাঁটিয়ে দিলেন তিনি। এর পাশাপাশি, বৈদ্যবাটি পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের দুটি বুথে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করতে গিয়ে বেশ কিছু ভোটারকে খুঁজেই পেলেন না বিএলওরা। তিনবার ওই এলাকায় গিয়েও তাদের না পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় নোটিস টাঙিয়ে দেন তাঁরা। এখানে উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও ভোটারকে খুঁজে না পেলে সেই এলাকায় পাবলিক নোটিস সাঁটিয়ে দেওয়ার কথা বিএলওদের। সেই মত কাজ করেছেন তাঁরা। ওই বুথের বিএলও দের সঙ্গে থাকা বিএলএ-রাও খুঁজে বের করতে পারেননি ভোটারদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের মত, যদি সঠিক ভোটার হন তাহলে এলাকায় থাকবেন। নয়ত তাঁর পরিবার আত্মীয় স্বজনরা থাকার কথা। এক্ষেত্রে কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে এই নোটিস টাঙানো বিএলও-রা কিছু বলতে চাননি ক্যামেরার সামনে। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, লিস্ট বিএলও মাস্টারমশাই টাঙিয়ে দিয়েছেন। উনি চেষ্টা করেছেন খুঁজে বের করার। কিন্তু খোঁজ মেলেনি। আমি এলাকাবাসী হিসাবে বলব, একদম শুদ্ধ ভোটার তালিকা বের করতে হবে। এটাই কমিশনের কাছে দাবি। ভুতুড়ে ভোটারদের অবিলম্বে বাদ দেওয়া হোক।

দল চালাচ্ছেন দিল্লি-উত্তরপ্রদেশের নেতারা, ক্ষোভ বাড়ছে

মাঠে নামার আগেই বিজেপির ভেতর বিভাজন

কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সংগঠনকে সর্বস্তরে নতুন করে সাজাচ্ছে বঙ্গ বিজেপি। তবে সেই পুনর্গঠনের অভিমুখ নিয়েই দলে তৈরি হয়েছে চরম অসন্তোষ। কারণ, চলতি মাস থেকেই মণ্ডল থেকে জেলা এবং রাজ্যস্তর-সব জায়গায় সংগঠন দেখবেন ভিনরাজ্যের অবাঙালি নেতারা। কার্যত পুরো নির্বাচন-পর্বের ' তুলে দেওয়া হয়েছে তাঁদের হাতে। একুশের নির্বাচনে ব। ধরনের বিপর্যয়ের পরই প্রশ্ন উঠেছিল-বাংলার নির্বাচন পরিচালনায় অবাঙালি নেতৃত্ব কতটা কার্যকর? স্থানীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ' আবেগ' না বুঝে বাইরে থেকে আসা নেতাদের নির্দেশে চললে ফল কী হবে? সেই প্রশ্ন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে ছাব্বিশের ভোটের প্রাক্কালে। রাজ্যের পুরনো শিবিরের বহু নেতা-কর্মীকেই বলতে শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্তে নির্বাচনী প্রচার এবং সংগঠনের ভিত আরও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। সূত্রের খবর, দলের কোনও আনুষ্ঠানিক পদে না থাকলেও বর্তমানে রাজ্য বিজেপির প্রায় প্রতিটি রণকৌশল ও প্রচার পরিকল্পনার হাল ধরেছেন সংগঠক কে কে উপাধ্যায়। রাজস্থানের এই নেতা দীর্ঘদিন উত্তরপ্রদেশে কাজ করেছেন এবং দিল্লির নেতাদের কাছে তিনি অত্যন্ত ' মুখ'। অমিত শাহ থেকে কেংদ্রীয় পর্যবেক্ষকদের রাজ্য সফরের সূচি-সবই নাকি তাঁর তত্ত্বাবধানে ঠিক হচ্ছে। রাজ্য বিজেপির এক নেতার অভিযোগ, রাজ্য নেতৃত্বকে অনেক ক্ষেত্রেই না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এই কেন্দ্রীয় নেতা। ফলে স্থানীয় নেতৃত্ব পর্যায়ক্রমে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন তাঁর ওপর। সংগঠনের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালিও ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের। দিকে, দলের সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা সুনীল বনশল, অমিত মালব্য ও মঙ্গল পাণ্ডেও ভিন রাজ্যের নেতা। নতুন করে নির্বাচনী কমিটির

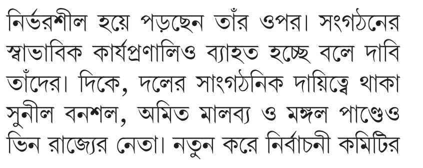

মাথায় বসানো হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে। সব মিলিয়ে পুরো নির্বাচন পরিচালনায় ' মানুষের মন বোঝা নেতৃত্ব' সৌজন্যে কার্যত অনুপস্থিত বলেই মনে করছেন রাজ্য বিজেপির অভিজ্ঞরা। দলের মধ্যেই প্রশ্ন তুলে অনেকে বলছেন, বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতা না জেনে বাইরে থেকে আসা নেতাদের নির্দেশে চলতে হচ্ছে। এটা কি উপযোগী কৌশল? আরও যোগ করছেন, চলতি মাস থেকেই বিভিন্ন রাজ্যের কেন্দ্রীয় নেতা এবং মন্ত্রী জোনভিত্তিক দায়িত্ব নিয়ে রাজ্যে আসছেন। মণ্ডল এবং বুথ স্তর পর্যন্ত তাঁরা নজরদারির দায়িত্বে থাকবেন। তথ্য অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগ।, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ থেকে শুরু করে কর্নাটকের একাধিক নেতা আসছেন বাংলায় ভোট পরিচালনার কাজে। এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ তীব্র হয়েছে বঙ্গ বিজেপির উল্লেখযোগ্য অংশে। তাঁদের দাবি, অন্য রাজ্যের ভোটেও কেন্দ্রীয় নেতাদের ভূমিকা থাকে-কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে ছবিটা আলাদা। বাংলা ও বাঙালি আবেগকে অনেকে বুঝতে পারেন না। তাঁদের হঠকারী মন্তব্যে পরিস্থিতি উল্টে আরও কঠিন হয়ে যেতে পারে। দলের এক প্রবীণ নেতা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থেকে বলেন, আমরা নিজেদের রাজ্যে পরজীবীর মতো লড়ব, আর বাইরের নেতারা এসে সব সিদ্ধান্ত নেবেন-এটা কতটা মানা যায়? বাংলায় রাজনীতি করতে হলে বাংলার মানুষের মন বুঝতে হবে। শুধু নির্দেশ দিয়ে কাজ হয় না। অনেকের বক্তব্য, স্থানীয় নেতৃত্বকে পরোক্ষভাবে সরিয়ে রেখে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে সমগ্র নির্বাচনী দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে ভিনরাজ্যের নেতাদের হাতে। এতে রাজ্য বিজেপির আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগছে। একই সঙ্গে তৈরী হচ্ছে নতুন বিভাজন।দলেরই একাংশের মতে, ২০২১-এর ভোটে একই কৌশলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ব্যাপকভাবে ভরসা রেখেছিল বহিরাগত নেতাদের ওপর। কিন্তু তার ফলাফল মোটেও ইতিবাচক ছিল না। তবুও ছাব্বিশের আগে আবার একই পথে হাঁটায় স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে প্রশ্ন-এ বারেও কি একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? দলের ভেতরের এই অসন্তোষ ভোটের আগে সংগঠনের ঐক্য ও মনোবলে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়েও দুশ্চিন্তা বাড়ছে। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত বহাল থাকার সম্ভাবনাই প্রবল। আর সেই কারণেই মূল প্রশ্নটি এখন আরও জোরালো- ভিনরাজ্যের নেতাদের হাত ধরে ছাব্বিশের নির্বাচনে কতটা ফল আদায় করতে পারবে বঙ্গ বিজেপি?

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Civil), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : EE-III/35/40/25-26 (1st Call)

Name of work : **Restoration of passages disturbed by C.E.S.C at 31/C Narkeldanga Main Road and different places in Ward No.-035.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **4,13,981.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Time of completion : **35 days.** Last date and time of submission of Bid : **27.12.2025 upto 9 a.m.** Date & Time of Opening of Tender : **29.12.2025 upto 9 a.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **02.12.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/011/026/2025-2026/APAS

Name of the work : **Development of road surface by cement concrete in place of IPS at Hela Uttaran in Ward No. 11, Under Br-II.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **1,59,939.84.** Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of completion : **20 days.** Last date and time of submission of Bid : **01.01.2026 up to 11 a.m.** Bid will be opened on : **03.01.2026 at 11 a.m.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/020/040/2025-2026/APAS

Name of the work : **Repairing of Uttaran privies and Bathroom at 391, Rabindra Sarani in Ward No. - 020 under 166 Assembly P.S.-156.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,36,124.56.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Period of completion : **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/010/APAS-14/2025-2026

Name of the work : **Repairing of Uttaran privies, Toilet and I.P.Surface at 12, Nayaratna Lane, in Ward No.-010, Br-II, Under K.M.C. (ID:APAS/01/166/ 59/ 0003).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **1,99,097.43.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/012/050/2025-2026/APAS

Name of the work : **Renovation of Asphaltum Road surface at 241/2A to 241/2C/H/5 and 242/1B, APC Road in Ward No. - 12, under A.C. 167 Part - 17 Br-II.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **1,55,235.71.** Earnest Money: ₹ **3,150.00.** Period of completion : **40 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/012/051/2025-2026/APAS

Name of the work : **Renovation of IP and paver block surface at 242/1A, 241/2C/H/1 to 241/2C/H/5 APC Road in Ward No.-12 under A.C.-167, Part - 17 Br-II.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **1,98,972.90.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **25 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/020/023/2025-2026/APAS

Name of the work : **Repairing of Uttaran Privies at 83/1, 85, 86 Nimtala Ghat Street, 373 Rabindra Sarani in Ward No. - 020, under 166 Assembly, P.S. No. - 150.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **4,26,985.79.** Earnest Money: ₹ **8,600.00.** Period of completion : **45 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/020/027/2025-2026/APAS

Name of the work : **Repairing of Cement concrete and I.P. Passage at 23, 23/1 Kashi Dutta Street in Ward No.-020, under 166 Assembly, P.S. 147.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **1,57,407.27.** Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of completion : **21 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/019/07/2025-2026/APAS

Name of the work : **Improvement of IPS surface by laying cement concrete and IPS at 170 Ahiritola Street in Ward No. 19, Br-II, KMC, Part No. - 126, A.C. 166.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,22,924.77.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of completion : **21 days.** Last date and time of submission of Bid : **30.12.2025 up to 11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 8) Bid will be opened on : **01.01.2026 at 11 a.m.** (for Sl. No. 2 to 8). The bid forms and other details shall be available on and from **02.12.2025 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 8). from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 8).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/31/28/25-26 (1st Call)

Name of work : **Removal of chokage from sewer at P-190 R.K Samadhi Road, 40 S.K Daw Lane, 99 N.M Road and different places in Ward No.-31.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,99,399.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **30.12.2025 upto 12 Noon.** Date & Time of Opening of Bid : **02.01.2026 after 12 Noon.**

(2) NIT No. : EE-III/35/APAS-14/25-26

Name of work : **Repairs to road surface to be disturbed by water supply department at 58B Rakhal Ghosh Lane in Ward No.-35.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,94,709.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **35 days.** Last date and time of submission of Bid : **10.12.2025 upto 9 a.m.** Date & Time of Opening of Tender : **12.12.2025 upto 9 a.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **02.12.2025 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C)/Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/PS183/2025-2026/APAS/ROAD

Name of work : **Development of passages at 5 Patuatola Lane and adjacent area (PS No. 183) in Ward No.-040, Br-V, KMC.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **3,07,090.72.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **27.12.2025 – 11 a.m.** Date & Time of Opening of Tender : **29.12.2025 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.12.2025 (5 p.m.)**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/APAS/15/2025-2026

Name of work : **Thorough repairing of road surface at Debendra Mullick St. from X-ing of phears Ln. to C.R.Avenue in Ward No.-44. (PS-15).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **4,42,438.19.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **31.12.2025 – 11 a.m.** Date & Time of Opening of Tender : **02.01.2026 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.12.2025 (5 p.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/058/2025-2026/APAS

Name of work : **Improvement of roads, footpath and other ancillary civil works from 1 to 28 Indra Roy Rd in Ward No.-72, under Br-VIII, KMC. (APAS/01/ 159/183/0001).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **3,48,723.05.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bid : **31.12.2025 – 3 p.m.** Date of Opening of Tender : **02.01.2026 – 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.12.2025 (9 a.m.).**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/020/2025-2026/APAS

Name of work : **Improvement of Bathroom, Sewerline & Passage at 130, 144, 146 Kalighat Road in Ward No. 83. (APAS/01/160/86/0001).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **3,37,477.71.** Earnest Money: ₹ **6,800.00.** Period of completion : **60 days.** Last date and time of submission of Bid : **27.12.2025 – 2 p.m.** Date of opening of Tender : **29.12.2025 – 2 p.m.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/025/2025-2026/APAS

Name of work : **Development of I.P.S passage from 2 no to 4 Hume Road in Ward No. 83 under Br-VIII. (APAS/01/160/97/0001).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,86,534.17.** Earnest Money: ₹ **5,750.00.** Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **27.12.2025 – 1 p.m.** Date of opening of Tender : **29.12.2025 – 1 p.m.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/19/2025-2026/APAS

Name of work : **Road between 22 & 32 Panchanantala to be made by concrete at Panchanantala Ward No. 90 BR 8 under KMC. (APAS/01/160/166/0005).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **4,72,484.35.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of completion : **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/47/2025-2026/APAS

Name of work : **Water Logging at Panchanantala Ward No. 90 Br-8 under KMC. (APAS/01/160/166/0006).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,18,322.96.** Earnest Money: ₹ **4,400.00.** Period of completion : **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/070/43/2025-2026/APAS

Name of work : **Lowering of road surface & allied civil work at Paddapukur Road in Ward No.-70. (APAS/01/159/176/0002).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,52,824.17.** Earnest Money: ₹ **5,060.00.** Period of completion : **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/030/2025-2026/APAS

Name of work : **Development of Uttaran Privy at 278, 282, 275 to 306 & 302D to 306 K.G Rd etc. in Ward No. 83 under Br-VIII KMC. (APAS/01/160/89/0001).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,91,955.04.** Earnest Money: ₹ **5,850.00.** Period of completion : **60 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/026/2025-2026/APAS

Name of work : **Development of Uttaran Privies at 114/2, 114/3C, Tollygunge Rd., 2, 4 Hume Road etc. in Ward No. - 83 under Br-VIII. (APAS/01/160/97/0002).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,31,651.62.** Earnest Money: ₹ **4,650.00.** Period of completion : **60 days.** Last date and time of submission of Bid : **30.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 4 to 8). Date of opening of Tender : **01.01.2026 – 12 Noon.** (for Sl. No. 4 to 8). The bid forms and other details are available on and from **15.12.2025 (9 a.m.).** (for Sl. No. 2 to 8). The website **https://etender. wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 8).

The **Executive Engineer (C)/Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/073/033/2025-2026

Name of work : **Supplying, Fitting and fixing of Pit covers are in different Uttaran areas in Ward No.-73.** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **1,99,822.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **75 days.** Last date and time of submission of bid : **30.12.2025 – 12 Noon.** Tender will be opened on : **01.01.2026 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **02.12.2025 (5 p.m.).**

(2) NIT No. : KMC/IX/080/082/2025-2026/APAS

Name of work : **Development of drainage system at Brooke Lyn Uttaran in Ward No. -80 (APAS/01/158/91/ 0001).** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **2,49,671.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/080/083/2025-2026/APAS

Name of work : **Development of I.P.S. passages at Brooke Lyn Uttaran in Ward No. -80. (APAS/01/158/91/ 0002).** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **4,49,877.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/IX/080/076/2025-2026/APAS

Name of work : **Improvement of I.P.S Passages at B.B Hall Uttaran and surrounding areas in Ward No. 80. (APAS/01/158/110/0003).** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **3,99,597.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/IX/079/104/2025-2026/APAS

Name of work : **Development of passage by Paverblock at 45/5, D.H.Road Uttaran and surrounding areas in Ward No-79. (APAS/01/158/150/ 0002).** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **4,98,347.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(6) NIT No. : KMC/IX/079/105/2025-2026/APAS

Name of work : **Development of passage by Paverblock at 57, Hossain Shah Uttaran and surrounding areas in Ward No.-79. (APAS/01/158/ 159/0001).** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **4,48,449.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(7) NIT No. : KMC/IX/080/077/2025-2026/APAS

Name of work : **Renovation of I.P.S Passages opposite Shri Saraswati Vidyalaya beside Sonai Uttaran area in Ward No.-80. (APAS/01/158/ 110/0004).** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **1,99,550.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **21 days.**

(8) NIT No. : KMC/IX/080/080/2025-2026/APAS

Name of work : **Improvement of drainage system at the Southern side of B.B. Hall Uttaran area in Ward No. 80. (APAS/01/158/110/0005).** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **1,49,898.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of completion : **21 days.**

(9) NIT No. : KMC/IX/080/081/2025-2026/APAS

Name of work : **Renovation of toilets at Brooke Lyn Uttaran area in Ward No. - 80 (APAS/01/158/91/0003).** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **1,49,720.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of completion : **25 days.** Last date and time of submission of bid : **27.12.2025 – 12 Noon.**(for Sl. No. 2 to 9). Tender will be opened on : **29.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 2 to 9). The bid forms and other details are available on and from **05.12.2025 (5 p.m.)** (for Sl. No. 2 to 9). The website **https://etender. wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 9). **(1577/25-26)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩, সংখ্যা, বুধবার ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

'ফ্লাইং এস' ইন্দ্রনাথ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিশেষ সাফল্যের জন্য তখন যুদ্ধবিমানের চালকদের দেওয়া হত 'ফ্লাইং এস' সম্মান। সেই বিরল সম্মানের অধিকারীও যে ছিলেন একজন বাঙালি, আমরা সেকথা বিশেষ মনে রাখিনি। যাঁর কথা হচ্ছে, তাঁর নাম ইন্দ্রলাল রায়। বিশ্বের অন্যতম দুঃসাহসী মানুষদের তালিকা তৈরি করতে গেলেও তাঁর নাম এসে যায়। ১৮৯৮ সালের ২ ডিসেম্বর কলকাতাতেই জন্মেছিলেন ইন্দ্রলাল রায়। তাঁর বাবা সেযুগের বিখ্যাত ব্যারিস্টার প্যারীলাল রায়। আর মাতামহ সূর্য চক্রবর্তী ভারতের প্রথম অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার। সমস্ত ধর্মীয় বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে 'কালাপানি' পেরিয়ে গিয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। বোঝাই যাচ্ছে, আর পাঁচটা বাঙালির মতো কাটেনি তাঁর শৈশব। ১৯০১ সালে পেশাগত কারণে লন্ডন চলে গেলেন প্যারীলাল। বছর দুয়েক পর পরিবারকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। মেজ ছেলে ইন্দ্রলাল ওরফে ল্যাডির বয়স তখন বছর পাঁচেক। দুই ভাইয়ের সাথে ইন্দ্রলাল ভর্তি হলেন সেন্ট পলস বয়েজ স্কুলে। পড়াশুনোতে মেধাবী ল্যাডি। তার সাথে চলছিল সাঁতার, বক্সিং, ঘোড়ায় চড়া। এর মধ্যেই এসে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তখন ১৯১৪ সাল। দাদা পরেশ যোগ দিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে। ইন্দ্রলালের বয়স তখন পনেরো। দাদাকে দেখেই সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে হয় তাঁর। সঙ্গে ছোটো থেকেই ছিল আকাশে ওড়ার ইচ্ছা। যোগ দিলেন স্কুলের ক্যাডেট কোর্সে। তারপর স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। কিন্তু মন তো পড়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে। কলেজে পড়াকালীন ইংল্যান্ডের রয়্যাল এয়ার কর্পসে আবেদন করলেন। কিন্তু অস্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির জন্য আবেদন মঞ্জুর হল না। তবে হাল ছাড়ার পাত্র নন ইন্দ্রলাল। শখের মোটরবাইক বিক্রি করে লন্ডনের সবচেয়ে নামী ডাক্তারের কাছে চোখের চিকিৎসা করালেন। তারপর অবশেষে স্বপ্ন পূরণ হল। ১৯১৭ সালের ৫ জুলাই রয়্যাল এয়ার কর্পসে যোগ দিলেন ৫৬ নম্বর স্কোয়াড্রনের সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসাবে। ইতিহাসে তিনিই প্রথম বাঙালি যুদ্ধবিমান চালক। বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ করে আকাশে উড়লেন। এরপর আর তাঁকে আটকায় কে? শত্রুপক্ষের একের পর এক বিমান গুলি করে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন ল্যাডি। ল্যাডি তখন ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর 'হিরো'। একটার পর একটা দুঃসাহসী অভিযানের দায়িত্ব নিচ্ছিলেন নিজের ইচ্ছেতে। এর মধ্যেই একদিন, ১৯১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর, জার্মান বাহিনীর আক্রমণে তাঁর বিমান ভেঙে পড়ল। 'নো ম্যানস ল্যান্ড' থেকে খুঁজে পাওয়া গেল তাঁর দেহ। ডাক্তার বললেন, মৃত। কিন্তু মর্গের দরজা বন্ধ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিতর থেকে ধাক্কা দেওয়ার শব্দ। অনেকেই নাকি ভূত ভেবে ভয় পেয়েছিলেন। আসলে ভূত নয়, ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন জলজ্যান্ত ইন্দ্রলাল। তিনি তখনও জীবিত। ফিরে এসে আবার আকাশে উড়তে চাইলেন। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার কারণেই কর্তৃপক্ষ আবেদন মঞ্জুর করলেন না। ইন্দ্রলাল কিন্তু বারবার আবেদন করে গেলেন। ১৯১৮ সালের ৬ জুলাই আবার আকাশে উড়লেন তিনি। ৯ জুলাই থেকে ১৯ জুলাই, দশদিনে জার্মানির ৯টি যুদ্ধবিমান তিনি একাই আক্রমণ করে ধরাশায়ী করলেন। ২২ জুলাই, একইভাবে আকাশে উড়ছেন। লক্ষ্য জার্মানির বাহিনীর দিকে। এমন সময় জার্মানির চারটি বিমান এক সঙ্গে তাঁকে ঘিরে ধরল। চারটি বিমানের সঙ্গে লড়াই করে গেলেন একাই। দুটিকে ধরাশায়ী করতেও পারলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। জার্মান বাহিনীর একটি গুলিতে তাঁর বিমানের ট্যাংকে আগুন ধরে গেল। জ্বলতে জ্বলতে সেটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ইন্দ্রলালের শেষ অভিযান শেষ হয়ে গেল। মৃত্যুর পর পেয়েছিলেন 'ফ্লাইং ক্রস' সম্মান।

ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র

উপন্যাস সম্রাট হয়েও বিমল মিত্রের ভাগ্যে আকাডেমি পুরষ্কার জোটেনি। বিমল মিত্র সেই বাঙালি লেখক যিনি প্রায় অর্ধেক শতক গোটা ভারত জয় করেছেন কলমের জোরে। কেরালার এক কাগজে বিমল মিত্রের ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হওয়া শুরু হলে,কাগজটার উত্থান হয় ধূমকেতুর গতিতে। এক লাফে সেই কাগজের প্রচার সংখ্যা আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পায়। কেরলের গাঁয়ে কথকরা বিমল মিত্রের গল্প বলে বেড়াত। প্রটোকলের তোয়াক্কা না করে পাকিস্তানের উর্দু ম্যাগাজিনে বিমল মিত্রের উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আর হিন্দি সেখানে তিনি পাঠকদের হৃদয়েশ্বর ছিলেন। বহু পাঠক জানতেন না তিনি লিখেছেন বাংলায় এবং সেটা হিন্দিতে অনুবাদ হয়েছে। বিমল মিত্রের সেরা উপন্যাস 'সাহেব বিবি গোলাম'। তবে তাঁর সেরা সৃষ্টি 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। তাঁর ক্লাসিক উপন্যাস 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। রেলের অ্যান্টি- কোরাপশন বিভাগে চাকরি করেছেন এবং বেশ কিছু লোককে জেলে পাঠিয়েছেন। সন্দেহ,সততার অভাব তাঁকে ভীষণ বিচলিত করত। একটি ব্যঙ্গচিত্র,বউভাতে লজ্জাবনতা নববধূ বসে রয়েছে, সামনে নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ' আর সাহেব বিবি গোলাম লওয়া হইবে না'। তখন বিয়েতে বই উপহার দেওয়ার যথেষ্ট চলন ছিল। সত্যি সত্যি তখন বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম ' প্রকাশিত হয়েছে। এমন আলোড়ন শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে আর কোনও উপন্যাস নিয়ে হয় নি। বিমল মিত্র জন্ম নিয়েছিলেন মৌনী অমাবস্যায় সমস্ত জীবনে মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন, কখনও প্রচার চাননি। তাঁর কড়ি দিয়ে কিনলাম নিয়ে কত কাণ্ড। একজন লেখক বলেছিলেন প্রকাশককে বইটা ছাপছো কিন্তু পাঁচশো কপিও বিক্রি হবে না। তবে এসব নেতিবাচক বিষয় তিনি কখনও গায়ে মাখতেন না। তাঁর অমর সৃষ্টি 'বেগম মেরী বিশ্বাস', 'সাহেব বিবি গোলাম', ' কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'একক দশক শতক' ও ' চলো কলকাতা' ।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

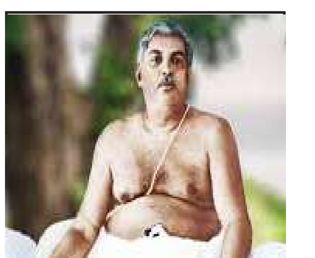

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বললেন,মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন কর।মা তাঁর সন্তানদের শক্তি দান করেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন,মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। সৎ শিক্ষায় শক্তি নিহিত।

দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসকে গ্রেফতার করার সমন জারি

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯১২ সাল। ২৩ ডিসেম্বর। দিল্লিতে কনকনে ঠাণ্ডা। দিল্লির চাঁদনি চক থেকে শুরু করে দেওয়ান-ই -আম পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে লোকে লোকারণ্য। কোথাও পা খেলার জায়গা নেই। সাদা পোশাকের পুলিশ সতর্ক নরজদারি করতে শুরু করে দিয়েছে। কাউকে এক পাও এগোতে দিচ্ছে না। কড়া নিরাপত্তা। ভারতীয়দের বিশ্বাস যাওয়া হল রাজপ্রসাদে। সেখানে ডাক্তাররা চিকিৎসা করলেন। তার ফলে সুস্থ হলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। রাসবিহারী বোস, অবোধবিহারী এবং তরুণ যুবকটি সবার চোখের আড়াল দিয়ে পলিয়ে গেলেন। কেউই তাঁদেরকে কেউ সন্দেহ করতে পারেনি। রাসবিহারী বোসের নির্দেশ ছিল কাজ শেষ হলে তরুণ যুবকটি লাহোরে ফিরে যাবে। কিন্তু তরুণ যুবকটি লাহোরে ফিরে না গিয়ে একেবারে রাসবিহারী বোসের

করতে পারছে না ইংরেজ সরকার। সেই কারণে কড়া নজরদারি চালু রেখেছে। রাস্তার ভিড় করা জনতার মধ্যেও সাদা পোশাকের পুলিশ ভিড়ে গিয়েছে। তারাও জনাতর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিল্লির সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের স্পেশাল ট্রেন এসে পৌঁছাল। হাতির পিঠে বসে আছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। উড়ছে ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা। সেই সময়ে 'লীলাবতী' নাম গ্রহণ করে মহিলার ছদ্মবেশ ধারন করে মহিলা দলের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক যুবক। অল্প বয়স। প্রেমদাসজীর বারন্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই যুবকটি। রাসবিহারী বোস তাঁকে নির্দেশ দিলেন বারন্দা থেকে রাস্তায় নেমে আসতে। সঙ্গে সময় নষ্ট না করে এক ছুটে রাস্তায় এসে উপস্থিত হল সেই বাঙালি তরুণটি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল তরুণ যুবকটি। শরীর কঠিন ।শক্তপোক্ত। গুরু রাসবিহারীর নির্দেশ পাওয়া মাত্র ভিড়ের মধ্যে থেকে হাতের বোমাটি লর্ড হার্ডিঞ্জের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বিশাল আওয়াজ হল। চারদিক কাঁপতে শুরু করে দিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ দারুণভাবে আহত হলেন। অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। লেডি হার্ডিঞ্জ কিন্তু তখন মনোবল একেবারে হারাননি। তিনি মনকে একেবারে শক্ত করে রেখে দিয়েছিলেন। তখন তিনি কর্নেল ম্যাকওয়েলকে ডাকলেন। সকলের সাহায্য নিযে লর্ড হার্ডিঞ্জক নিয়ে

আস্তানা দেরাদুনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তরুণ যুবকটি সেই সময়ে মনে করেছিলেন তার কাজ সাফল্য লাভে গুরু খবই প্রশংসা করবেন। সেও একেবারে আনন্দে মেতে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। ভারতের বড় লাটকে হত্যা করতে পেরেছে। তার কাজ সফল হয়েছে। এতদিন ধরে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সেই আনন্দে সেই যুবকটি লাহোর না গিয়ে একেবারে গুরুর আস্তানা দেরাদুনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

দেরাদুনে গিয়ে তরুণ যুবকটিকে দেখে গুরু রাসবিহারী বোস সেখানে নেই। তিনি শুনলেন যে তাঁর গুরু রাসবিহারী বোস বড় লাটকে বোমা মারার প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে গিয়েছেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করছেন রাসবিহারী বোস স্বয়ং। গতকাল যিনি লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনিই দেরদুনে এসে সেই বড় লাটকে মারার নিন্দা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি সভায় বলছেন, ' ত্রিশকোটি ভারতবাসী এরপর থেকে ঘিরে রাখবে আমাদের নয়নের মণি সম্রাট প্রতিভূকে।.. সর্বোচ্চ প্রতিনিধি আমাদের বড়লাট বাহাদুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত এই বোমা আমাদের গায়ে এসে লেগেছে। ঈশ্বর করুণাময়ী। বড়োলাট বাহাদুরের প্রাণহানি হয়নি।'' গুরু রাসবিহারী বোসের এই বক্তব্য শুনে তরুণ যুবকটি একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সে ভাবতে পারছিল না যে বিপ্লবী রাসবিহোরী বোস এই রকম একজন ইংরেজদের ধামাধরা মানুষ। বড়োলাটকে হত্যা করার জন্য যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে দিয়ে বোমা নিক্ষেপ করিয়েছিলেন দিল্লির শোভাযাত্রাকে লক্ষ্য করে তিনি আবার দেরাদুনে এসে বড় লাটকে বোমা মারার জন্য সমগ্র ভারতবাসীকে দুষতে শুরু করে দিয়েছেন। দুই মুখো নীতি গ্রহণ করছেন তাঁর গুরু। তাহলে কী তাঁর গুরু বিপ্লবী নন। হৈ রকম মনে সনেহদ দেখা দিতে শুরু করলো। মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। তাঁর গুরুর এই আচরণ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল যুবকটির। বড় লাটের পক্ষ নিয়ে বিপ্লবীগুরুর জ্বালামীয় বক্তৃব্য শুনে তাঁর মনটা একেবারে বিষিয়ে গিয়েছিল। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন এই কারণেই সে বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছিল? এই দৃশ্য দেখবে বলেই সে বিপ্লবীদের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল? এই রকম ইংরেজ সরকারের ধামাধরা ব্যক্তিকেই সে গুরু বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাঁর মনচা বিদ্রোহ হতে থাকলো। মাথা একেবারে ঠিক রাখতে পারছিল না। গুরুর আসল চেহারাটা প্রকাশ পেয়ে গেল কি? ও এই কারণে গুরু তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন লাহোরে ফিরে যেতে। গুরুর আসল চরিত্রটি প্রকাশ পেল তাহলে এতদিনে। কী করবে ভেবে কুল কিনারা করতে পরছিল না। দেরাদুনে তাঁকে কেউ চেনে না। তারওপরে পুলিশের ভয় ছিল। পুলিশ যদি একবার জানতে পারে যে বাইরের অচেনা লোক দেরাদুনে এসে উপস্থিত হয়েছে রাস্তাঘাট চেনে না তাহলে বিপদ রয়েছে। সাতপাঁচ ভেবে আবার রাসবিহারী বোসের আস্তানায় ফিলে গেলেন। প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। পকেটে পয়সা নেই যে খাবার কিনে খাবে। অগত্যা তাঁরে আবার গুরুর বাসস্থানে ফিরতে হল। সেখানে তখনও রাসবিহারী বোস এসে উপস্থিত হননি। প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে। খাবার পেটে নেই। গুরুর ঘরের দরজার কাছে বারন্দার সমানে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার সময়ে ফিললেন রাসবিহারী বোস। এসে দেখলেন ক্ষুধার্থ যুবকটি ঘরের বারন্দায় ঘুমিয়ে রয়েছে। রাসবিহারী তাঁকে দেখতে পেয়ে কোলে করে একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে ধরে নাচানাচি করতে শুরু করে দিলেন রাসবিহারী বোস। তারপরে বজ্র কঠিন ভাষায় যুবকটিকে নিন্দা করলেন। গালে একটি থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছিলেন আজ্ঞা পালন না করার জন্য।

'লীলাবতী' নাম গ্রহণ করে যুবকটি দিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহিলা পোশাক পরার আদব কায়দা শেখার চেষ্টা করে। কীভাবে মহিলারা কাপড় পরে তার প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। বোমা মেরে মহিলা পোশাক পরা অবস্থাই দিল্লি ত্যাগ করেছিল তরুণ যুবকটি। তখনও তাঁর আসল নামটা কেইউ জানতো না। দেরাদুনে এসে গুরু রাসবিহারী বোস তাঁকে বকা ঝকা দেওয়া সময়ে তাঁর আসল নামটা উচ্চারণ করলেন। এই যুবকটির নাম ছিল বসন্ত বিশ্বাস। ঘোষণা করল ইংরেজ সরকার যে কলকাতা থেকে রাজধানি দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবে। সেই ঘোষণা দিতে আসছেন ভাইসরয় (বড় লাট) লর্ড হার্ডিঞ্জ। এই সম্পর্কে বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'সারা দেশ জুড়ে তখন বঙ্গভঙ্গ রোধের ব্যাপক আন্দোলন চলছে। এই দিন লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লির আমদরবারে উপস্থিত হয়ে বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাতিলের কথা ঘোষণা করবেন। তাই শোভাযাত্রা সহকারে তিনি আমদরবার অভিমুখে চলেছেন।' বিপ্লবী রাসবিহারী বোস আগেই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন যে দিল্লির লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রার ওপরে বোমা বর্ষন করবেন। সেই বোমা বর্ষনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল বসন্ত কুমার বিশ্বাসের ওপরে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অবোধবিহারী। লাহোর থেকে বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে নিয়ে আসা হয়েছিল দিল্লিতে। দিল্লির রাস্তাঘাট তাঁর কাছে একেবারে অজানা ছিল। রাসবিহারী বোস বসন্ত কুমারকে নিয়ে আমীরচাঁদজীর বাসায় উঠলেন। দিল্লিতে বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে নিয়ে এসে কোথায় রেখেছিলেন রাসবিহারী বোস সেটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে রাসবিহারী বোস বসন্ত কুমার বিশ্বাসকে এমন কোনও জায়গায় তোলেননি যা নিয়ে কারোর কোনও সন্দেহ দেখা দিতে পারে। রাতের বেলায় দুইজন রাস্তায় পরিদর্শন করতে বের হয়েছিলেন। 'কল্ক টাওয়ার' এবং 'পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' কোথায় চিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল বসন্ত বিশ্বাসকে। ছদ্মবেশ ধারন করতে ওস্তাদ ছিলেন রাসবিহারী বোস। তিনি বসন্ত বিশ্বাসকে বলে দিয়েছিলেন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ ধারন করে মহিলাদের মধ্যে মিশে থাকবে। পুলিশ মহিলাদের ওপরে বিশেষ করে নজর দেবে না। পুলিশের নজর এড়িয়ে নিজের কাজকে হাসিল করতে হবে। বসন্ত কুমারকে ল্যাম্পপোস্ট এবং একটি পানের দোকান দেখিয়ে চিহ্নিত করে দেওয়া হল। বড় লাটকে বোমা ছোড়ার আগে একটি নির্জন স্থানে গিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে বোমা ছোঁড়ার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন বসন্ত কুমার।

শান্তিনিকেতন থেকে নিজেকে তৈরি করেন শান্তিদেব ঘোষ

বিশেষ প্রতিবেদক

শান্তিনিকেতনের শান্তিদেব। ১৯৩৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। অসুখে রবীন্দ্রনাথের চেতনাহীন অবস্থা। উদয়ন বাড়ির একটি বড় ঘরে রাতে গুরুদেবকে দেখাশোনার জন্য আরও কয়েক জনের সঙ্গে দায়িত্ব পেলেন তিনি। রাত তখন ১২টা কি ১টা হবে। ঘরে একটি নীল রঙের বাল্ব জ্বলছে। সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গুরুদেব খাটের এক পাশে নেমে সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে। মনে হল সামনে দাঁড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। মাথা থেকে শুরু করে দেহ ও পা পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হচ্ছে উজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতি। রবীন্দ্র নাথকে 'মহাযোগী ঋষি'র এমন অপার্থিব রূপে দেখেছিলেন যিনি এ বারের অতীতের তারায় সেই শান্তিদেব ঘোষ।

১৯৩৯ সাল। 'তাসের দেশ' পুনরাভিনয়ের প্রস্তুতি চলছে। রবীন্দ্রনাথ তখন 'কোনার্ক' বাড়িতে থাকেন। সারা দুপুর কয়েকটি গানে সুর দিয়ে, ভৃত্যকে পাঠালেন তাঁর এক ছাত্রের কাছে। ছাত্রটি তখন ছাত্রছাত্রীদের গান শেখাচ্ছিল ক্লাসে। ভৃত্যটিকে দিয়ে সে গুরুদেবকে বলে পাঠাল, আমি ক্লাস শেষ করেই যাচ্ছি। একটু দেরি হবে। গুরুদেবের কাছে ছাত্রটির যেতে প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি হয়। গিয়ে সে দেখে, যে ঘরে বসে লিখতেন, সেখানেই লেখার টেবিলের উপরে গানের খাতা খুলে রেখে চুপ করে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। মুখ গম্ভীর। কিছুই বলছেন না, তাকাচ্ছেনও না ছাত্রটির দিকে। কিছুক্ষণ পর গানের খাতাটি দিয়ে কবি তাঁকে পাশের মোড়াটিতে বসতে বললেন। বিরক্ত যে তিনি হয়েছেন সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কারণ জিজ্ঞেস করতেও ছেলেটির সাহস হচ্ছে না। মোড়ায় বসে সে গুরুদেবের কাছ থেকে একটি কলম ও কয়েকটি কাগজ চেয়ে নিয়ে যখন নতুন গান ক'টি কপি করে নিচ্ছে, তখন কবি গম্ভীর কণ্ঠে অনুযোগ জানালেন, সারা দুপুর নতুন সুর দেওয়া গানগুলি মনে রাখার জন্য গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত তিনি। ছেলেটিকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও সে এল দেরি করে! ক্লাস থাকলেও কেন সে তা বন্ধ করে আসেনি; তাই গুরুদেবের রাগ হয়েছে ছাত্রটির প্রতি। সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে! বলে ছাত্রটি গুরুদেবের কাছে সব ক'টি গান শিখে নিয়ে গাইতে শুরু করল। তখন রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি। ভৃত্যকে ডেকে ছাত্রটিকে ভাল করে খাইয়ে দিতে বললেন। খেতে খেতে নানা কথা হল দু'জনের মধ্যে।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমা করের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ হাতে লেখা যাবতীয় নতুন গানের কপি যাঁর হাতে প্রথমে ধরিয়ে দিতেন, এ ছাত্রটিই সেই শান্তিদেব ঘোষ, যাঁর পূর্বের নাম ছিল শান্তিময়। ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডি পার না হলেও প্রবল ইচ্ছেশক্তির জোরে শান্তিদেব ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র, নৃত্যশাস্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়ার পাশা পাশি নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত, মালয়লম ও ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। নির্ভরযোগ্য স্বরলিপি কার, সঙ্গীত-শিক্ষক ও অসামান্য গায়ক শান্তিদেব সুরকার হিসেবেও দক্ষ ছিলেন। নৃত্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কখনও কথাকলির সঙ্গে মণিপুরি, কখনও বা ডান্ডিয়া বা জারি নাচ একত্রিত করেছিলেন তিনি। জন্ম ও ছেলেবেলা ঃ ৭ মে ১৯১০, বাংলাদেশের বাজাপ্তিগ্রামে জন্ম শান্তিময়ের। বাজাপ্তি গ্রামটি ছিল চাঁদপুর থেকে ৬ মাইল দক্ষিণে মেঘনা নদীর পূর্ব পাড়ে। ছ'ভাই বোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন শান্তিময়। তিনি ও তার পরের ভাই সাগরময় (সাহিত্যিক ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক) ওই গ্রামের বাড়িতেই জন্মেছিলেন। তাঁর ঠাকুরদার কবিগানের দল ছিল। বাবা ছিলেন স্বদেশকর্মী। পরে বাবা কালীমোহন শ্রীনিকেতনের রূপকার হিসেবেও খ্যাতি পেয়েছিলেন। শান্তিময়ের ছ'মাস বয়সে বাবা কালীমোহন, মা মনোরমাদেবী ও ঠাকুমার সঙ্গে প্রথম তিনি শান্তি নিকেতনে আসেন। ওঁরা তখন থাকতেন নিচুবাংলার 'দ্বিজবিরাম' -এর পূর্ব দিকে যে রাস্তাটি বোলপুরের রাস্তায় মিশেছে, তার গায়ের একটি বাড়িতে। পরে উঠে আসেন 'দ্বারিক' বাড়ির পাশে।

শান্তিনিকেতনে আসার পর রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনবাবুকে বলেছিলেন, তাঁর মা-সহ স্ত্রী-পুত্রকে এক বার যেন নিয়ে আসেন। তিনি সকলকে দেখতে চান। কবি তখন 'দেহলি' বাড়ির দোতলায় থাকেন। পরের দিন, মা-স্ত্রী-পুত্রকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে গেলেন কালীমোহন। নানা অলঙ্কারে সাজানো শিশুটিকে দেখে রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনকে বলেছিলেন পুত্রটি নাকি 'বালকৃষ্ণ'; এ কেষ্ট ঠাকুরকে কোথায় পেলে! আসলে বাবার মতো ফর্সা ছিলেন না শান্তিময়। অন্য দিকে মোটা সোটাও বটে। তাই কবির এমন বাক্য।

শান্তিনিকেতনে প্রায় এক বছর থাকার পর ফের তাঁরা বাজাপ্তিতে ফিরে গিয়েছিলেন। পুনরায় শান্তি নিকেতনে এসেছিলেন ১৯১৩ সালে। শান্তিময় থেকে শান্তিদেবঃ জন্মের পর কালীমোহন ছেলের নাম রেখেছিলেন শান্তিময়। কালীমোহনের সঙ্গে তখন শান্তিনিকেতনের বেশ আত্মিক সম্পর্ক। জানা যায় শান্তিনিকেতনের পরিবেশই এমন নাম রাখার কারণ। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি নিজের হাতে লেখা নৃত্য-গীত আবৃত্তি করতেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে দেশি রান্নাপদ

ধ্রুবজ্যোতি রায়

১৯১৩ সালে কবি নোবেল পুরস্কার পেলেন। এর আগের বছর ১৯১২ সালে লন্ডনে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ওই দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল ইন্ডিয়ান সোসাইটি, লন্ডন। সেদিনের খাদ্যতালিকা হয়েছিল কবির পছন্দে। এই খাবারের তালিকায় ছিল ঃ গ্রিন ভেজিটেবল স্যুপ, ক্রিম অব টমেটো স্যুপ, স্যামন ইন হল্যান্ডেন সস অ্যান্ড

কিউকামবার, প্রি সলটেড ল্যাম্ব উইথ গ্রিন ভেজিটেবল, রোস্ট চিকেন, ফেঞ্চ ফ্রাই, গ্রিন স্যালাড ও আইসক্রিম। বাইরে এই ধরনের খাবার খেলেও বাড়িতে তিনি কম তেল-মশলাযুক্ত খাবার খেতেন। কবির স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর রান্না ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর হাতের রান্না খেতে সবাই খুব পছন্দ করতেন, বিশেষত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নাকি টকের সঙ্গে ঝাল মিশিয়ে বেশ নতুন নতুন পদ তৈরি করতেন। স্বাস্থ্য সচেতন কবি নিজের খাদ্যাভাস নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। একবার এক বিদেশি বন্ধু এসে বললেন, ডিম হচ্ছে আসল খাদ্য। ওতে সব রকমের গুণ আছে। এরপর কী হল? রানী চন্দ লিখেছেন, 'গুরুদেব কাঁচা ডিম ভেঙে পেয়ালায় ঢাললেন, একটু নুন-গোলমরিচ দেন, দিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলেন। রাতের খাবার, দিনের খাবার এই একভাবে চলে।' একবার এক আয়ুর্বেদজ্ঞ বললেন নিমপাতার রস সর্বরোগনাশক। ব্যস, শুরু হয়ে গেল নিমপাতার রস খাওয়া। রানী চন্দকে বললেন, 'বেশি ডিম খাওয়া ভালো নয়। বেশি কেন, ডিম একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। বরং নিমপাতার রস খাবি রোজ কিছুটা করে।' ঠাকুর বাড়িতে প্রায়শই খামখেয়ালি সভা বসত। সেই সভায় কবি থাকতেন মধ্যমণি। সেই খামখেয়ালিপনা থেকেই হয়তো তিনি রাত দুটোর সময় মৃণালিনী দেবীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কিছু রান্না করে খাওয়াতে বলতেন। শোনা যায় এই ঘটনা প্রায়শই ঘটত আর মাঝরাতে মৃণালিনী দেবী রান্না করে রবীন্দ্রনাথকে খাওয়াতেন। কবি দেশি খাবারের মধ্যে পছন্দ করতেন কাঁচা ইলিশের ঝোল, চিতল মাছ আর চালতা দিয়ে মুগের ডাল এবং নারকেল চিংড়ি। এ ছাড়া তিনি কাবাব খেতে খুব পছন্দ করতেন। এর মধ্যে ছিল শ্রুতি মিঠা কাবাব, হিন্দুস্তানি তুর্কি কাবাব, চিকেন কাবাব নোসি। এখানেই শেষ নয়, কবিগুরু ছিলেন পানের ভক্ত। তাঁর নাতজামাই কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁকে একটি সুদৃশ্য পানদানি বা ডাবর উপহার দিয়েছিলেন, যা আজও ঠাকুরবাড়িতে রক্ষিত আছে। ঠাকুরবাড়ির রান্নায় বেশি করে মিষ্টি দেওয়ার প্রচলন ছিল। গরম মশলা, লবঙ্গ, দারুচিনি বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হত। রান্নার তালিকায় প্রতিদিনই দীর্ঘ পদ থাকত। আর তাতে নিয়মিত অবশ্যই থাকত শুক্তো আর দই মাছ।

ঠাকুর বাড়ির আর এক রত্ন অবনীন্দ্রনাথ যে লাইব্রেরি থেকে রান্নার বই বার করে রীতিমত রান্নার ক্লাস খুলেছিলেন, সে কথাও তাঁর দৌহিত্র মোহনলাল লিখে গেছেন। অবন ঠাকুরের রাঁধুনি রাধুকে নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা চলত। প্রচলিত প্রথাকে বদলে দেওয়া হত। পেঁয়াজ প্রথমে ভাজার হলে তাকে শেষে ভাজতেন। শেষে সাঁতলাবার জিনিস প্রথমেই সাঁতলাতেন। যাকে ভাজতে হবে তাকে সিদ্ধ করতেন। এই প্রথাতেই তিনি 'মুরগির মাছের ঝোল' আর 'মাছের মাংসের কারি' আবিষ্কার করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কয়েকটি রান্না আবিষ্কার করেছিলেন। সে রান্নার কথা একটি খাতায় লেখা হয়ে তাঁর বড়ো মেয়ের কাছে ছিল। বড়ো মেয়ে মারা যাওয়ায় সে খাতাও হারিয়ে যায় চিরকালের মতো। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী নিজে রান্না না করলেও রন্ধন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ভালো কিছু খেলেই তাঁর রেসিপি লিখে রাখতেন খাতায়।জীবনস্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ ফলারের এক অন্যরকম বর্ণনা দিয়েছেনঙ্ক 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,/ সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে-/ হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,/ পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।' ছড়া লেখার সূচনালগ্নে বোধহয় নিজের খাওয়ার অভিজ্ঞতাই এইভাবে ছড়ার ছন্দে প্রকাশ করেছিলেন কবি। ঠাকুরবাড়ির লোকেরা যথার্থ ভোজনরসিক ছিলেন। নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। ঠাকুরবাড়িতে পাকা আম ভাতে, পাকা পটলের টক, কাঁচা ও কচি তেঁতুলের ঝোল, বেগুন ও কাঁচা কুলের টক, তিল বাটা দিয়ে কচি আমড়ার অম্বল রান্না হত। রবি ঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী পাকা আমের মিঠাই বানাতেন। শেষ পাতে দই ও সন্দেশ অপরিহার্য ছিল। মিষ্টির নানারকম নামও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একবার একটি মিষ্টি খেয়ে নাম দেন 'এলোঝেলো', পরে বদলে রাখেন 'পরিবন্ধ'। রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'জানো সবরকম কলার মতো রন্ধনকলাতেও আমার নৈপুণ্য ছিল। একদা মোড়া নিয়ে রান্নাঘরে বসতাম এবং স্ত্রীকে নানাবিধ রান্না শেখাতাম।' এভাবেই তৈরি হয়েছিল মানকচুর জিলিপি। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় তিনি স্ত্রীকে মানকচুর জিলিপি তৈরি করতে বললেন। মৃণালিনী প্রথমে হেসে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু খেয়ে দেখা গেল সেটা জিলিপির চেয়ে ভালো হয়েছে। কবি বললেন, 'দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন শিখিয়ে দিলুম।' কবি পত্নী হেসে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।' তাঁর সময় ঠাকুর বাড়িতে 'পাঁঠার বাংলা' নামক এক পদের উল্লেখ আছে। ১৯৪১ সালে, কবিগুরু মৃত্যুর ঠিক দুই বছর আগে কালিম্পং থেকে জোড়াসাঁকোতে আসেন ক্লান্ত, অবসন্ন শরীর নিয়ে। এই বিশেষ পাঁঠার মাংস তাঁর খাদ্য তালিকায় ছিল। এই মেনু বাঙালির খাদ্যতালিকায় অবলুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন,তাঁর খুব প্রিয় খাদ্যের মধ্যে ছিল কাবাব। তা ছাড়াও তিনি খুব পছন্দ করতেন আনারস দিয়ে তৈরি রোস্টেড পাঁঠার মাংস। নানান রান্নার ক্ষেত্রেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত মেল বন্ধন ঠাকুরবাড়ির হেঁশেল ঘটিয়েছিল। পূর্ণিমা ঠাকুর 'ঠাকুরবাড়ির রান্না' বইতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। বিদেশি শিক্ষা থাকলেও স্বদেশি রান্না স্থান পায়।

পাঠকদের দরবার

মসুর ডালের উপকারিতা

ড. দেবাশীষ জানা

মসুর ডাল নিয়ে যে সত্যটি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাকে জানুন। মসুর ডাল নিয়ে এমন এক সত্য আছে যা জানলে আজ রাতের খাবারটাই আপনার মনে অন্যরকম ধাক্কা দেবে। আপনি প্রতিদিন যেটাকে সাধারণ খাবার ভাবেন, ঠিক সেই মসুর ডালই নীরবে আপনার শরীরের ভেতরে এমন সব কাজ করে যা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, কারণ গবেষণায় দেখা গেছে এই ছোট দানাগুলো শরীরের শক্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং হজম; সবকিছুতেই আশ্চর্যজনক ভূমিকা রাখে। ভাবুন তো, এক বাটি সাধারণ ডালই আপনার শরীরের প্রোটিন ঘাটতি পূরণ করতে পারে, এমনকি অনেক সময় মুরগির মাংসের চেয়েও বেশি কার্যকর হতে পারে, কারণ এতে থাকে প্ল্যান্ট,বেইজড প্রোটিন যা শরীর দ্রুত শোষণ করে। যখন প্রথম জানতে পারা যায় মসুর ডালে আয়রনের পরিমাণ এত বেশি, তখন অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেন না, কিন্তু গবেষণায় দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়মিত মসুর ডাল খেলে হিমোগ্লোবিন বাড়ে এবং স্থায়ী ক্লান্তি কমে যায়। আপনি কি জানেন, মসুর ডাল এত ফাইবারসমৃদ্ধ যে এটি আপনার হজম শক্তি বাড়িয়ে পেটের গ্যাস, অ্যাসিডিটি এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য;এই তিন সমস্যাই একসাথে কমাতে পারে? শুধু তাই নয়, এতে থাকা পলিফেনল শরীরের ভেতরের প্রদাহ কমায়, যা জয়েন্ট পেইন থেকে শুরু করে হৃদরোগের দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিও হ্রাস করে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো;মসুর ডাল ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে অসাধারণ ভাবে সাহায্য করে, কারণ এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম, তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি সত্যিই অমূল্য এক খাদ্য। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, প্রতিদিন মসুর ডাল খেলে খারাপ কোলেস্টেরল কমে, কারণ এর সলিউবল ফাইবার শরীরের ক্ষতিকর চর্বি বেঁধে বাইরে বের হতে সাহায্য করে। যারা ওজন কমাতে চান, তাদের জন্য মসুর ডাল এক নিখুঁত খাবার, কারণ এটি পেট ভরিয়ে রাখে এবং অপ্রয়োজনীয় খিদে কমিয়ে দেয়। এতে থাকা ম্যাগনেসিয়াম হার্টকে রিল্যাক্স করে এবং রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখে, ফলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিও কমে যায়। মজার বিষয় হল, মসুর ডাল ভেজে গুঁড়ো করে খেলে ত্বক উজ্জ্বল হয় এবং ব্রণ কমে, কারণ এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষ পুনর্গঠনে সাহায্য করে।

আর একটি বড় সুবিধা হল, এটি লিভারকে ডিটক্সিফাই করে টক্সিন দূর করে, যা শক্তি বাড়ানো থেকে হরমোন ব্যালান্স;সব ক্ষেত্রেই উপকার দেয়। শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশেও মসুর ডাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কারণ এতে থাকা ফলেট নিউরোন তৈরিতে সাহায্য করে। এমনকি গবেষণা বলছে, নিয়মিত মসুর ডাল খাওয়া মানুষের হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়। ভাবুন তো, এত ছোট একটি দানা, কিন্তু কাজ করে সুপারফুডের মতো। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষেরা মসুর ডালকে প্রিমিয়াম হেলথ ফুড হিসেবে ব্যবহার করছেন। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তাদের জন্য এটি আদর্শ প্রোটিন উৎস, কারণ এটি মাংস পেশির ক্ষতি দ্রুত ঠিক করতে সাহায্য করে।

আর যারা সারাদিন মানসিক চাপে থাকেন, তাদের জন্য মসুর ডাল মানসিক ক্লান্তি কমাতে এবং ব্রেইন ফোকাস বাড়াতে কার্যকর। এতে থাকা পলিফেনল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এতটাই বাড়িয়ে দেয়।

বোমা ফেটে বিপত্তি, জখম বালক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২ ডিসেম্বর ঃ মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতে এসে থানা থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে হাওড়ার ব্যাঁটরার ভোলানাথ কবিরাজ লেনে মঙ্গলবার বিকেল তিনটে নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, ওই সময় মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলছিল কচিকাঁচারা। হঠাৎই মাঠের ধারে পড়ে থাকা একটি বোমা কোনওভাবে ফেটে যায়। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় নয় বছরের বালক রৌশন সিং। তার ডান হাত এবং ডান চোখ গুরুতরভাবে জখম হয়। তাকে আশঙ্কাজক অবস্থায় ভর্তি করা হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কে বা কারা এই বোমা রেখেছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ব্যাঁটরা থানার পুলিশ এবং হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা।

‘ওয়ার রুম’ পরিদর্শন করলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় ‘ওয়ার রুম’ পরিদর্শন করলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী। মঙ্গলবার দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্র

এলাকার ‘এসআইআর’ সংক্রান্ত ‘ওয়ার রুম’ পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, দক্ষিণ হাওড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈকত চৌধুরী, ব্লকের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পূর্ণেন্দু ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন পুরমন্ত্রী দক্ষিণ হাওড়ার দলীয় নেতৃত্বের কাছে এসআইআর সংক্রান্ত কাজের ব্যাপারে খোঁজখবর নেন। দলের কর্মীদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তাও বলেন। দলীয় সূত্রের খবর, এই কেন্দ্রের কাজ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন মন্ত্রী।

সোনালী বিবিরা দেশে ফেরার অপেক্ষায়, প্রহর গুনছে এপাড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২ ডিসেম্বর ঃ কবে দেশে ফিরবেন! আবার চেনা মানুষগুলোর সাথে দিন কাটাবেন সেই অপেক্ষার প্রহর গুনছে দুই বাংলা। মঙ্গলবার ভিডিও কলিংয়ে সোনালী বিবি ও সুইটি বিবির পরিবার নিজেদের মধ্যে কথা বলেন। সোনালী বিবি, তার মা জোৎস্না বিবি ও অসুস্থ বাবা ভোদু সেখের সাথে কথা বলেন। পাঁচ বছরের মেয়ে আরফিন খাতুকে আলোয় এসে কথা বলতে বলেন। কারণ অনেকদিন ধরে মেয়েকে ছেড়ে তিনি বিদেশ বিভুঁইয়ে আতান্তরে পড়ে আছেন। টানা ১০২ দিন জেল বন্দী থাকার পর, প্রথমে তাঁর মেয়ে আরফিনের মুখটা মনে পড়ে। আরফিনের সঙ্গে ভাই সাবির সেখও কথা বলে। অন্যদিকে, সুইটি বিবির মামাতো ভাই আমির খান বলেন, আমি ফোনটা ধরিয়ে দিই দিদির মায়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য। তিনি দিদির শরীর ও পেটের বাচ্চা নিয়ে চিন্তিত। এদিকে, দেশে নাতনিটা মা ও ভাইয়ের জন্য কান্না কাটি করে। সুইটি বিবি তাঁর মা লাজিনা বিবির সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন আশ্রয়দাতার ফোন থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছেন? জানতে চান, বাড়ির অন্যান্য খবর। তারপর দেশে শীঘ্রই ফিরবো, ইনশাআল্লাহ, বলে জানান সুইটি বিবি। তারপর লাজিনা বিবি, দুই নাতি কুরবান ও ইমাম দেওয়ানকে একবার দেখতে চান। তারাও নানিকে দেখার জন্য ছটফট করছিলো। সকলের চোখে মুখ খুশি ও আনন্দের উচ্ছাস উপচে পড়ে। পদ্মা ও গঙ্গার দুইপাড়ে সেতুর মতো কাজ করেছেন সুহৃদ অর্থাৎ তাঁদের জামিনে জিম্মাদার অর্থাৎ চাপাই নবাবগঞ্জ সদরের স্থানীয় বাসিন্দা ফারুক আলি। তিনি এই দুই পরিবারের আশ্রয় দাতা। তাঁর ঘরে বহাল তবিয়তে আছেন অসহায় ছিন্নমূল এই দুটি পরিবার। মূলত কৌশুলী আদত আদালতের কাছে ন'মাসের অন্তঃসত্তা সোনালী বিবির শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখানোর পর এই জামিন মঞ্জুর হয়। এই মামলায় শর্তসাপেক্ষে তাদের জামিন দেয় আদালত বলে জানিয়েছেন বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় সমাজসেবী তথা মুরারইয়ের বাসিন্দা মুফাজিল সেখ। তিনি জানান, পরবর্তী শুনানি হবে চলতি বছরের ৩ ডিসেম্বর।

ঝটিকা সফরে মুর্শিদাবাদে এলেন মুখ্যমন্ত্রী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২ ডিসেম্বর ঃ তিন দিনের ঝটিকা সফরে মঙ্গলবার বিকালে মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে পৌঁছালেন রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি। মঙ্গলবার বিকালে তিনি কলকাতা থেকে হেলিকপ্টার করে বহরমপুরে এসে পৌঁছান। মঙ্গলবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী বহরমপুর সার্কিট হাউসে রাত্রি বাস করবেন। এরপর আজ বুধবার সকালে তিনি হেলিকপ্টারে করে উড়ে যাবেন মালদা জেলায়। সেখানে তিনি একটি জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। মালদার সভা শেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর ফের হেলিকপ্টারে করে বহরমপুরে ফিরে আসার কথা রয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টা নাগাদ তৃণমূল সুপ্রিমো বহরমপুর স্টেডিয়ামে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদ জেলায় আগমনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বহরমপুর শহরকে মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টার, ফ্লেক্স এবং ব্যানার দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সভায় বহরমপুর স্টেডিয়ামে দেড় লক্ষ মানুষের জমায়েত করা হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের সূত্রে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বহরমপুর সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসনের কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিক এবং তৃণমূলের কয়েকজন শীর্ষ নেতার সঙ্গে একান্তে বৈঠক করতে পারেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক কোনও বৈঠক না থাকলেও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা উন্নয়নের সমস্ত খতিয়ান মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুতি সেরে রেখেছেন বলেও জানা গেছে। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা জানান, মুখ্যমন্ত্রীর মুর্শিদাবাদ সফর সূচি যখন ঠিক হয় সেই সময় আমরা জানতাম এসআইআর-এর শেষ দিন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জেলায় আসছেন। সেই কারণে তিনি এই জেলা থেকে রাজ্যবাসীকে কী বার্তা দেন সেদিকে সকলের নজর ছিল। যদিও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে পরবর্তীকালে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার দিনক্ষণের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে আগামী বছরের ভোটের জন্য বড় কোনও দিশা থাকতে পারে। তৃণমূল নেতারা আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রীর মুর্শিদাবাদ সফর প্রশাসনিক না হলেও জনসভা থেকে তিনি মুর্শিদাবাদবাসীর জন্য বড় কিছু ঘোষণাও করতে পারেন। জেলার একাধিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিধায়ক জানিয়েছেন, বিরোধী একাধিক রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে ওয়াকফ সংশোধনী আইনে রাজ্য সরকারের ভূমিকাকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, ওয়াকফ সংশোধনী আইনের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী যে ভূমিকা নিচ্ছেন তাতে ওই সম্পত্তিতে মুসলিমদের অধিকার আরও সুনিশ্চিত হবে। বেসরকারি লোকেদের হাত থেকে ওয়াকফ সম্পত্তি দখলমুক্ত হবে। তিনি জানান, আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মীদেরকে কী নির্দেশ দেন তা শোনার জন্য আমরা সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। বৃহস্পতিবারের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের যে আদেশ দেবেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। ২০২১-এর নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় ২০ টি আসন জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা জেলার ২২ টি আসনে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বো। তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা বলেন, বহরমপুরের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী এসআইআর এবং ওয়াকফ আইন নিয়ে এই জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে কী বার্তা দেন তা শোনার জন্য জেলাবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। এর পাশাপাশি আগামী বছরের নির্বাচনের আগে ২০২৫ সালে এটাই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীর শেষ মুর্শিদাবাদ সফর হতে চলেছে। তাই এই জেলার উন্নয়নের জন্য তাঁর কাছ থেকে কী পাওয়া যায় সেদিকেও সকলের নজর রয়েছে। বহরমপুর থেকে জলঙ্গি হয়ে নদীয়ার করিমপুর পর্যন্ত রাস্তা এবং বহরমপুর থেকে লালগোলা হয়ে ওমরপুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং সম্প্রসারণ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় থাকে কিনা তা জানার জন্য অনেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

কাকা শ্বশুরকে বাবা সাজিয়ে এনামুরেসন ফর্ম পূরণ, বিতর্ক

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ২ ডিসেম্বর ঃ কাকা শ্বশুরকে বাবা এবং কাকি শাশুড়িকে মা পরিচয় দিয়ে বানিয়েছেন ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড। পাচ্ছেন রেশন সামগ্রী। জমি-বাড়িও নিজের নামে। এমনই তথ্য উঠে এসেছে বীরভূমের মুরারই ২ নম্বর ব্লকের রুদ্রনগর অঞ্চলের তালুহাডাঙা গ্রামে। এই নিয়ে বাংলাদেশি বউমার বিরুদ্ধে বিডিও-র দ্বারস্থ হয়েছেন কাকা শ্বশুর। খবর চাউর হতেই গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এনিয়ে কাকা শ্বশুরের বিরুদ্ধে মারধর এবং বাবা সাজতে মোটা টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বউমা সীমা খাতুন। আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা সীমা খাতুন। বাড়ি যশোর জেলায়। দীর্ঘদিন আগে ওই মহিলা পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাটে পিসির বাড়িতে আসেন। সেখানেই বন্ধুর বাড়ি মুরারই ২ নম্বর ব্লকের রুদ্রনগর অঞ্চলের তালুহাডাঙা গ্রামের নুর আলম শেখের। নুর আলম সে সময় মুম্বাইয়ের দাদরা এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। বছর সাত - আটেক আগে বন্ধুর বাড়ি বসিরহাটে বেড়াতে গিয়ে সীমার সঙ্গে পরিচয় হয়। মুম্বাই থেকে প্রায় ফোনে কথা হত। এরপরেই সাত বছর আগে বাংলাদেশি সীমা খাতুনকে বিয়ে করেন নুর আলম। কিছুদিন কর্মক্ষেত্রে রাখার পর জমিজমা চাষাবাদের জন্য স্ত্রীকে গ্রামে রেখে যান তিনি। এরপরেই ভোটার কার্ড করানোর সময় কাকা শ্বশুর আরজাহান শেখ ও শ্বাশুরি মুনেফা বিবিকে বাবা-মা পরিচয় হিসেবে তুলে ধরে সরকারি নথিতে ভুয়ো তথ্য প্রদান করা হয়। ঘটনাটি সামনে আসে সম্প্রতি এনুমেরেশন ফর্ম ফিল-আপের সময়। ২ নম্বর তালুয়াডাঙ্গা গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে তাঁর নাম রয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা ১৪৬। আরজাহান বিষয়টি জানতে পেরে বিডিও অফিসের দ্বারস্থ হন। অভিযোগে তিনি জানান, তাঁর অনুমতি ছাড়াই তাঁর নাম ‘বাবা’ হিসেবে এবং তাঁর স্ত্রীর নাম ‘মা’ হিসেবে ব্যবহার করে সীমা খাতুনের ভোটার কার্ড তৈরি করা হয়েছে। ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সীমা বিবি। তিনি বলেন, ভোটার কার্ড তৈরির জন্য কাকা শ্বশুর তাঁর কাছে থেকে ২ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন। এখন ওরা ভাবছে আমি পারিবারিক সম্পত্তির ভাগ নেব। সেই কারণে আমার মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সীমার স্বামী নুর আলম শেখ বলেন, মুম্বাইয়ে শ্রমিকের কাজ করার সময় বন্ধুর মাধ্যমে সীমার সঙ্গে বসিরহাটে পরিচয় হয়। প্রায় ১৪ বছর আগে বিয়ে হয়। বর্তমানে আমাদের এক ছেলে দুই মেয়ে রয়েছে। আমি ৪ নভেম্বর মুম্বাই থেকে গ্রামে ফিরেছি। ওইদিন আমার কাকা, কাকি এবং ভাই মিলে স্ত্রীর মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আমি ঘটনার বিচার চাই। আমার স্ত্রী বাংলাদেশি। মনে করলে সরকার তার বিচার করুক। বিষয়টি চাউর হতেই গ্রামে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৬৯, তারিখ ০১.১২.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ● **(ক)** যথাক্রমে **ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি ঃ টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০১.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১) ১০২৫১১০৫;** ইলেক্ট্রিক লোকোর জন্য এয়ার ড্রায়ার; ৫,০১,২৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.১২.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২) ১০২৫১১০৮;** এলবো ইউনিয়ন ফিমেলের সেট; ২,৫২,২০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.১২.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩) ১৫২৫৫১৩৬;** হাক বোল্টিং মেশিন ইত্যাদির সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ; ১,৮৮,৫৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৬.০১.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৪) ১৫২৫৫১৩৮;** রেডিয়াল ড্রিলিং মেশিন ইত্যাদির সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ; ১,৩২,৩৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.১২.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৫) ২২২৫১৩০৬এ;** ইঞ্জে. ইনসুলিন গ্ল্যারজাইন আইপি ৩০০ ইউ/এমএল, (মনোকম্পোনেন্ট ইনসুলিন গ্ল্যারজাইন আর-ডিএনএ ওরিজিন) ১.৫ এমএল/৪৫০ ইউ-এর ১টি কার্ট্রিজ (২০টি কার্ট্রিজ প্রতি একটি পেন ও ২০টি নিডল ফ্রি) আইটেম কোড এম১৫০৪১৬.এআই ২৫-২৬ মাপকাঠি অনুযায়ী (আইটেম কোড এম১৫০৪১৬); ১,৭০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৬.১২.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৬) ২০২৫১০১৫সি;** হেলিক্যাল স্প্রিং (আউটার); ১,৬৩,৬০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.১২.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৭) ০৮২৫১০১৫;** কেবল সিঙ্গল কোর-১৫০ বর্গ মিমি, ১৫০০ ভোল্ট; ৫,৯০,৯৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৮.১২.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৮) ২০২৫১০২৫এ;** সেকেন্ডারির জন্য ল্যাটারাল ড্যাম্পার; ৩,৬৭,২০০ টাকা। **(৯) ০৮২৫১৭৩৯;** ০৩টি সামগ্রী ইত্যাদি সমন্বিত কম্প্রেসর কিট সংগ্রহ; ২,৯১,৭৫০ টাকা। **(১০) ২০২৫৫০৩০;** ডিইটিসি/ইউএস-এর জন্য বগি ফ্রেম অ্যারেঞ্জমেন্ট; ২,৭৮,৮৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.১২.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১১) ০৪২৫৫০৪৩;** আরডিএসও মাপকাঠি নং টিআই/এসপিসি/ওএইচই/৮ডব্লুডিইটিসি/০০৯২.রেভ ‘২’ অফ আগস্ট ২০১৫ অথবা সাম্প্রতিক অনুযায়ী আন্ডারস্লাংগ ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন (ডিইটিসি/ইউএস) কিট সহ ডিজেল ইলেকট্রিক টাওয়ার কারের জন্য ট্র্যাকশন ইঞ্জিন অ্যান্ড ইলেকট্রিকস সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ; ৫০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.১২.২০২৫-এ দুপুর ০১.৩০ মিনিট। (১২) ১০২৫২৫১৩;** ভিসিবি ইত্যাদির জন্য আর্থিং সুইচ; ১,০৯,৮৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০২.১২.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৩) ২২২৫৫৬৮২;** ইঞ্জে. রানিবিজুমাব ১.৬৫ এমজি/০.১৬৫ এমএল পিএফএস; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১১.১২.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৪) ২২২৫৫৫২২;** ইঞ্জে. হিউম্যান কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর VII এ ২ এমজি (১০০কেআইইউ) (রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদিত পণ্য তালিকা উৎপাদন সংস্থাতে পণ্যগুলি উপলব্ধ থাকা উচিত); ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.১২.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৫) ২২২৫৫৫১১এ;** ইঞ্জে. রিকম্বিন্যান্ট সোমাট্রোপিন ৩৬ আইইউ (১২ এমজি/এমএল) আইটেম কোড নং এম১৪০৩০২, এআই ২৫-২৬; ০ টাকা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (প্রতিটির জন্য)। ● **(খ) টেন্ডার মূল্য ঃ ৫২২৫৭১৯৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এয়ার বিলো ডাক্ট সেটের সরবরাহ। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৩,২৭,১৪৬ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২৪.১২.২০২৫। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সব টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-53/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নর্দমায় উদ্ধার ভোটার কার্ড! নবদ্বীপে ভোটার ডেটা ফাঁসের গন্ধ? শুরু রাজনৈতিক তরজা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২ ডিসেম্বর ঃ নবদ্বীপ হাসপাতাল রোডে ভোটার কার্ডের পাহাড়- রাজনীতিতে বিস্ফোরণ, বাসিন্দাদের গায়ে কাঁটা! নবদ্বীপ শহরের হীরালালপাল রোডের পাশে ড্রেন ও পরিত্যক্ত জমি থেকে সোমবার রাতে শতাধিক ভোটার কার্ড উদ্ধার হওয়ায় রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়েছে নদীয়ার নবদ্বীপ । স্থানীয়রা দাবি করেছেন, উদ্ধার হওয়া বেশিরভাগ ভোটার কার্ডই নবদ্বীপ শহরের চার নাম্বার ও আশপাশের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নামে। সোমবার রাতেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়-‘দোষারোপ খেলা’ শুরু হয়ে যায় তৃণমূল - বিজেপির। বিজেপির অভিযোগ- এটা শুধু অবহেলা নয়, বড়সড় ষড়যন্ত্র! ভোটার ডেটা কোথা থেকে বেরোল, তদন্ত হোক। একই দাবি জানায় তৃণমূলও- ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন, দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক পুলিশ। আর মঙ্গলবার বিজেপি জেলা নেতৃত্ব আনন্দ দাস সহ অসংখ্য বিজেপি নেতা কর্মী নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন। আনন্দ দাসের দাবি -উদ্ধার হওয়া কার্ডগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ ৪ নম্বর ওয়ার্ডের। সেক্ষেত্রে সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকেও তদন্তের আওতায় আনা উচিত। তিনি আরও বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, বহু ভোটারের বাড়িতে তাদের আসল ভোটার কার্ড আছে। তাহলে রাস্তায় পাওয়া কার্ডগুলো কোথা থেকে এলো? এদিকে এই ঘটনার সরাসরি প্রভাব পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর। চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুখদেব সাহা অস্বস্তি লুকোতে পারেননি। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান- আমাকে ফোন করে বলা হয় আমার ভোটার কার্ড রাস্তায় পাওয়া গেছে। আতঙ্কে ঘর খুঁজি-আসল কার্ড তো আমার কাছেই! তাহলে ওই কার্ডটা কোথা থেকে এল? এই নথি দিয়ে কেউ অপরাধ করলে বিপদে পড়ব তো আমি! এরপর

থেকে এলাকায় অস্বস্তি, আতঙ্ক আর অবিশ্বাসের পরিবেশ। ভোটার কার্ডের মতো সংবেদনশীল নথি নর্দমায় পাওয়া-এমন ঘটনা নবদ্বীপে আগে দেখা যায়নি। অনেকে মনে করছেন, এটি কোনো ডেটা লিক, জাল নথি তৈরি বা রাজনৈতিক কারচুপির অংশ হতে পারে। ফলে একদিকে রাজনৈতিক চাপানউতোর, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ- নবদ্বীপে যেন একই সঙ্গে দুই ঝড় বইছে। এখন নজর একটাই- পুলিশি তদন্তে কি উঠে আসে? এটা কি প্রশাসনিক গাফিলতি, নাকি এর পেছনে আরও বড় কোনো চক্র লুকিয়ে আছে? সময়ের অপেক্ষা এখন সবাই করছে।

যুবকের মৃত্যু , তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ির ডাঙ্গিপাড়া এলাকার বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন (৩০)-এর মৃত্যু ঘিরে রহস্য ছড়িয়েছে। সোমবার রাত ১টার দিকে শিলিগুড়ির দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ফ্লাইওভারের কাছে তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সাদ্দামের মোবাইল ফোন এবং নথিপত্রের ভিত্তিতে পুলিশ তার পরিবারকে খবর দেয়। খবর পেয়েপরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন এবং স্থানীয়রা থানায় আসেন। পরিবারের সদস্যদের মতে, সাদ্দাম একটি বিয়েতে যোগ দিয়েছিলেন এবং মধ্যরাতে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে কী ঘটেছিল তা কেউ বুঝতে পারেনি। পরিবারের সদস্যারা বলছে, সে পুরোপুরি সুস্থ ছিল। সাদ্দামের একটি ছোট বাচ্চাও রয়েছে। তার মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মঙ্গলবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

কন্যাকে ধর্ষণ, সৎ বাবাকে ২০ বছরের কারাদণ্ড বালুরঘাট আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর ঃ কিশোরী কন্যাকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সৎ বাবা। ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে ২০ বছরের সাজা শোনাল আদালত। মঙ্গলবার বালুরঘাট জেলা আদালতে এই সাজা ঘোষণা হয়। পকসো ধারায় এই মামলা চলেছিল বলে খবর। আদালত সূত্রে খবর, বালুরঘাট শহরের বাসিন্দা পেশায় পরিচারিকা এক মহিলা স্বামী মারা যাওয়ার পরে কয়েক বছর আগে দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন। ওই মহিলার প্রথমপক্ষের একটি বছর ১৪ নাবালিকা মেয়ে রয়েছে। বিয়ের পর একই ভাড়াবাড়িতে তারা তিনজন থাকতে শুরু করেছিলেন। গত বছর ১৭ জুন ওই মহিলা কাজ থেকে ফিরে এসে দেখেছিলেন মেয়ে অসহ্য পেট ব্যাথায় কাতরাচ্ছে। তিনি দ্রুত মেয়েকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। শারীরিক পরীক্ষার পর ডাক্তাররা জানান, ওই নাবালিকা ৪ মাসের অন্তঃস্বত্বা। মাথায় কার্যত আকাশ ভেঙে পড়ে ওই মহিলার। এরপরেই ওই মহিলা জানতে পারেন, সৎ বাবার লালসার শিকার মেয়ে! ওই মহিলা যখন কাজে যেতেন, তখনই ওই কিশোরী অত্যাচারের শিকার হত বলে অভিযোগ! নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে! কাউকে কিছু বললে ফল ভালো হবে না বলেও ভয় দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। ভয়ে মুখবন্ধ রেখেছিল মেয়ে। সব কিছু জানার পর গত বছরের ১৮ জুন বালুরঘাট থানায় নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। দ্রুত ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পকসো ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়। বালুরঘাট জেলা আদালতে শুরু হয় মামলা। ওই নাবালিকা ও অভিযুক্ত সৎ বাবার শরীরের ডিএনএ সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। দুই ক্ষেত্রেই ডিএনএ মিলে যায়। শনিবার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। এদিন দোষীকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বালুরঘাট জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, স্পেশাল কোর্ট পকসোর বিচারক শরন্না সেন প্রসাদ এই রায় ঘোষণা করেছেন। কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডর নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া ওই কিশোরীর পড়াশোনা এবং সুরক্ষায় ডিএলএসকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ফান্ড থেকে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করার আদেশ দিয়েছেন বিচারক।

লটারি চক্রের মূল পান্ডা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২ ডিসেম্বর ঃ বাড়িতে বসেই চলছিল দেদার জাল লটারির ব্যবসা। বিভিন্ন ধরনের মেশিন বসিয়ে তৈরি করা হয়েছিল পুরো নেটওয়ার্ক। তবে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জামবনি থানার পুলিশ শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করেছে ওই জাল লটারি কারবারির মূল পান্ডাকে। মঙ্গলবার তাকে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম শেখ সাদেকুল হক আনসারি। সোমবার রাতে জামবনি থানার আইসি অভিজিত বসু মল্লিকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল চিঁচিড়া বাজার এলাকায় তল্লাশি চালায়। সেই অভিযানে ছিলেন এসআই অর্ণব মণ্ডলও। পুলিশ একটি বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকার জাল লটারি, লটারি ছাপানোর মেশিন, কাটিং মেশিন, একাধিক কম্পিউটার ও নগদ টাকা উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় সাদেকুলকে।

নিউ কোচবিহার-অভয়াপুরী সেকশনের দ্বৈত লাইনের জন্য ফাইনেল লোকেশন সার্ভের অনুমোদন রেল মন্ত্রালয়ের

মালিগাঁও, ২ ডিসেম্বর ঃ রেল মন্ত্রালয় ৩,৬৫,৫৪,৪০০ /- টাকা আনুমানিক ব্যয় সাপেক্ষে ১৫২.৩১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের নিউ কোচবিহার - গোলকগঞ্জ - গৌরীপুর - অভয়াপুরী সেকশনের ডাবলিং কাজের ফাইনেল লোকেশন সার্ভে করার অনুমোদন দিয়েছে। এই অনুমোদন রেলওয়ের পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং এই গুরুত্বপূর্ণ করিডোরে লাইন ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নিউ কোচবিহার - গোলকগঞ্জ - গৌরীপুর - অভয়াপুরী সেকশন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ করিডোর ও উত্তরবঙ্গ এবং লোয়ার অসমের জনগণকে উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করে। ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদা এবং অঞ্চলজুড়ে মালবাহী পরিবহনের ধারাবাহিক বৃদ্ধির সাথে সাথে, রেল লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি

অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অনুমোদিত সার্ভেটি এই চাহিদাগুলি মূল্যায়ন করতে এবং প্রস্তাবিত দ্বৈত লাইনের কাজের কার্যকর পরিকল্পনাতে সহায়তা করবে। এই প্রকল্পটির দ্বারা অঞ্চলজুড়ে রেলওয়ের পরিবহণ ক্ষমতার উন্নয়ন, সুগম ট্রেন চলাচল, স্থানীয় সাপ্লাই চেইন শক্তিশালী এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফাইনেল লোকেশন সার্ভেতে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, ব্রিজ, টানেল, জমির অবস্থা এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং দিকগুলির বিশদ পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে, একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন তৈরি করা হবে এবং আরও বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য রেল মন্ত্রালয়ে জমা দেওয়া হবে। এই সার্ভে পরিকল্পিত দ্বৈতকরণ কাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়, যার লক্ষ্য যাত্রী এবং মালবাহী উভয় ট্রেনের চলাচল সুগম এবং দ্রুততর করা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ, ভবিষ্যতমুখী উদ্যোগ গ্রহণ এবং জনসাধারণের জন্য রেল পরিষেবার সুরক্ষা, দক্ষতা এবং সামগ্রিক মান বৃদ্ধির জন্য এই ধরনের সার্ভে এবং গবেষণা চালিয়ে যাবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (WS/BDT), KMC** invites e-tender for the following work. (Submission of Bid through online).
NIeT No. : KMC/WS/GBDT/E/2025-26/74
Name of work : **Replacement of damaged of burnt out electrical items of Bid-Dia Tubewell operating system at Niranjan Pally (WD-113) and other 15 Nos. Big Dia Tubewell under Garfa Bid Dia Tubewell Unit.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.1,42,682.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Time of Completion : **21 Days.** Last date of Submission and Opening Date & Time : **30.12.2025 upto 2 p.m.** and **02.01.2026 at 2 p.m. respectively.** The bid forms and other details are available on and from **02.12.2025 - 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **E.E., Water Supply (South), KMC** invites e-tender for the following works. (Submission of Bid through **online**).
1. NIT No. : KMC/WS/EE/S/089/2025-26/15/1st Call
Name of work : **Development of F/Water Supply by laying of 100 MM Dia D.I. Pipe from 49, P.C. Mitra Lane to 58/1, P.B Shah Road through 21, 28C, 18, 35, 30D, 37/1, 32, P.B. Shah Road, 55A, Russa Road (E)/1st Lane, 57, 58, 81G, I.T Lane in Ward-89 Br-X.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,96,780.93.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **20 Days.**
2. NIT No. : KMC/WS/EE/S/092/2025-26/24/1st Call
Name of work : **Repair and maintenance of water supply service pipes, Stand Posts along with other ancillary maintenance work at Sahid Nagar, Nagen Ghosh Lane and other different places in Ward No-92, Br-X.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.1,99,862.66.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **25 Days.**
3. NIT No. : KMC/WS/EE/S/092/2025-26/25/1st Call
Name of work : **Repair and maintenance of water supply service pipes, Stand Posts along with other ancillary maintenance at Nazir Bagan, Tanupukur Road and other different places in Ward No.92, Br-X.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.1,99,881.85.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **25 Days.** Last Date and Time of Online Submission of Tender : **30.12.2025 at 2.30 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** Date and Time of Online Open of Tender : **02.01.2026 at 2.30 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** For full and further details, please visit the websites : **https://www.wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 3).** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(for Sl.No.1 to 3).**

The **Exe. Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works : -
1. NIT No. : KMC/WS/West/W72/T-15/2025-26
Name of work : **Improvement of F.W. supply near Pre.No.8/2 Mallick Lane and its surrounding area in Ward No.72 under Br-VIII, KMC.** Estimated Amount : **Rs.2,56,421.00.** Earnest Money : **Rs.5,129.00.** Period of Completion : **15 Days.**
2. NIT No. : KMC/WS/West/W72/T-17/2025-26
Name of work : **Restoration of F.W. supply by replacing the damaged Exst 150 MM Dia. F.W. S/Main at Uttaran No.11, Pranonath Pandit Street and its surroundings areas along with other allied works in Ward No-72.** Estimated Amount : **Rs.2,90,518.00.** Earnest Money : **Rs.5,815.00.** Period of Completion : **15 Days.**
3. NIT No. : KMC/WS/West/W72/T-18/2025-26
Name of work : **Restoration of F.W. supply by replacing the Exst damaged, obstructed F.W. S/Mains along with other allied works near 10 Mahendra Road, 5, 7A, 7B, 15/3 Priyonath Mullick Road and its surrounding areas in Ward No.72.** Estimated Amount : **Rs.2,95,814.00.** Earnest Money : **Rs.5,920.00.** Period of Completion : **25 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **31.12.2025 - 1 p.m./02.01.2026 - 1.30 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available from the website : **https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Director General (WS), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works :-
1. NIT No. : KMC/WS/SPOU/25-26/20
Name of work : **Operation of pumping services at Subhas Pally Capsule BPS (Ward No.98).** Estimated Cost : **Rs.4,61,408.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
2. NIT No. : KMC/WS/APCBPS/L/25-26/20
Name of work : **Operation of pumping services at Adarsha Pally Capsule BPS (Ward No.98).** Estimated Cost : **Rs.4,61,408.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
3. NIT No. : KMC/WS/ANPCBPS/L/25-26/21
Name of work : **Operation of pumping services at Ananda Pally ESR (Ward No.114).** Estimated Cost : **Rs.4,61,408.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **270 Days (for Sl.No.1 to 3).** Start date of Submission of Bid : **06.12.2025 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** Last date of Submission of Bid : **29.12.2025 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** Tender will be opened on : **06.01.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **06.12.2025 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Executive Engineer (WS), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works :-
1. NIT No. : KMC/WS/KPCBPS/2025-26/19
Name of work : **Supply and installation of 2 Nos. 20 HP submersible pump motor set along with all necessary fittings for at Kayashta Para Capsule BPS.** Estimated Cost : **Rs.3,72,062.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**
2. NIT No. : KMC/WS/NGUCBPS/2025-26/22
Name of work : **Supply and installation of 2 Nos. 20 HP submersible pump motor set along with all necessary fittings for at Nagendra Udyan Capsule BPS.** Estimated Cost : **Rs.3,74,613.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **15 Days.** Start date of Submission of Bid : **06.12.2025 - 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Last date of Submission of Bid : **29.12.2025 - 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Tender will be opened on : **06.01.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).**
3. NIT No. : WS/AGRSP/25-26/17
Name of work : **Supply, delivery and installation of New 20 HP submersible pump-motor set with allied works for Pump No.1, Manifold “C” at Agrashi Math Capsule BPS.** Estimated Cost : **Rs.1,83,640.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **12 Days.**
4. NIT No. : WS/SVSP/25-26/19
Name of work : **Restoration of 2 Nos. 20 HP submersible pumps at Swami Vivekananda Capsule BPS.** Estimated Cost : **Rs.1,48,834.00.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **10 Days.** Start date of Submission of Bid : **06.12.2025 - 2 p.m. (for Sl.No.3 & 4).** Last date of Submission of Bid : **31.12.2025 - 2 p.m. (for Sl.No.3 & 4).** Tender will be opened on : **06.01.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **06.12.2025 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 4)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

1580/25-26

থমকে প্রজনন, সংকটে দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান নেকড়ে সংরক্ষণ

অনিকেত নস্কর ঃ দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান চিড়িয়াখানায় একসময় রেড পান্ডার প্রজনন থমকে গিয়েছিল জিনগত সংকটের কারণে। সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে নেদারল্যান্ডস থেকে নতুন রেড পান্ডা এনে সফলতা মিলেছিল। কিন্তু এখন আরও বড় এক দুশ্চিন্তায় পড়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ-বিলুপ্তপ্রায় হিমালয়ান নেকড়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে। প্রজনন থেমে যাওয়ায় প্রায় আট বছরের মাথায় চি।য়াখানায় এই প্রজাতির অস্তিত্ব হয়ে পড়েছে বিপন্ন। চিড়িয়াখানার আধিকারিকেরা জানান, বর্তমানে এখানে চারটি হিমালয়ান নেকড়ে রয়েছে-দুটি পুরুষ ও দুটি স্ত্রী। বয়স ৭ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। কিন্তু গত সাত বছর ধরে এদের মধ্যে কোনও নবজাতকের জন্ম হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, একই পরিবারের নেকড়েদের মধ্যে প্রজননের চেষ্টা করলে জিনগত সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। এমনকি সন্তান জন্ম নিলেও সেই শাবকের শারীরিক গঠন ও প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর প্রভাব পড়তে পারে। এই কারণেই বহু দিন ধরে প্রজনন হলেও সুস্থ শাবকের জন্ম হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ২০১৮ সালের পর আর কোনও সন্তানের জন্ম হয়নি। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের মতে, দেশের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি চিড়িয়াখানাতেই হিমালয়ান নেকড়ে রয়েছে। এদের বেশিরভাগই একই পরিবারের শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হওয়ায় তাদের জিনগত বৈচিত্র্য খুবই কম। এতে প্রজনন সমস্যা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। দার্জিলিং চিড়িয়াখানা চেষ্টা করেও শিমলা, সিকিমসহ বিভিন্ন চিড়িয়াখানা থেকে উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পায়নি। কোথাওই উপযুক্ত বয়সী বা ভিন্ন পরিবারভুক্ত নেকড়ে নেই। ফলে এই প্রজাতির সংরক্ষণ কার্যক্রম এখন প্রায় স্থবির। চিড়িয়াখানা সূত্রে জানা যায়, ১৯৯০ সালে শিমলা চিড়িয়াখানা থেকে প্রথম একজোড়া হিমালয়ান নেকড়ে-হীরা ও মোতি-দার্জিলিংয়ে আনা হয়েছিল। তাদের থেকেই এখানে একটি স্থায়ী নেকড়ে পরিবার গড়ে ওঠে। বহু বছর ধরে সফল প্রজননও হয়েছিল। এদের থেকেই শাবক পাঠানো হয়েছিল দেশের নানা চিড়িয়াখানায়। সেই সময় সংরক্ষণ প্রকল্প সফল হয়েছিল বলেই ধরা হচ্ছিল। কিন্তু একসময় সেই পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি থেমে গেলে পরিস্থিতি বদলে যেতে শুরু করে। বছর সাতেক ধরে সন্তান না হওয়ায় বর্তমানে চারটি নেকড়ের

পরিবারটিও ক্রমেই বয়সের দিকে এগোচ্ছে। একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীর বয়স এখন ১০ বছর। সাধারণত নেকড়েরা ৩ বছর বয়সে যৌন পরিণত হয় এবং ৮ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত সঠিকভাবে প্রজনন করতে পারে। ফলে সময় ফুরিয়ে আসছে বলে আশঙ্কা করছেন প্রাণীবিজ্ঞানীরা। চিড়িয়াখানার এক আধিকারিক জানান, সমস্যার মূল কারণ ইনব্রিডিং-অর্থাৎ একই পরিবারের প্রাণী দিয়ে প্রজননের প্রচেষ্টা। তা জিনগত সংকটের জন্ম দেয়। তিনি বলেন, রেড পান্ডাদের ক্ষেত্রে আমরা জিনগত সমস্যা এড়াতে নেদারল্যান্ডস থেকে নতুন জোড়া এনে ভালো ফল পেয়েছি। কিন্তু হিমালয়ান নেকড়ের ক্ষেত্রে সমস্যাটা গভীর। এই প্রজাতি পৃথিবীজুড়েই বিরল। ফলে উপযুক্ত জোড়া খুঁজে পাওয়া কঠিন। তিনি আরও জানান, দার্জিলিংয়ের নেকড়েগুলির বংশধারা একই। তাই নতুন জোড়া পাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। বিদেশ থেকেও আনার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ অনেক দেশ এই বিপন্ন প্রজাতি খুব কঠোরভাবে সংরক্ষণ করে। তবুও আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।

হিমালয়ান নেকড়ে সাধারণত উচ্চ হিমালয় অঞ্চলে বাস করে-লাদাখ, হিমাচল, উত্তরাখণ্ড এবং তিব্বত অঞ্চলে এদের দেখা মেলে। অত্যন্ত ঠান্ডা পরিবেশ ও উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এই প্রজাতি বছরের পর বছর ধরে শিকার ও পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে বিপন্ন তালিকায় স্থান পেয়েছে। ফলে বন্দী প্রজনন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিড়িয়াখানার কর্মীদের মতে, নেকড়েদের স্বাস্থ্য এখনো ভালো হলেও সময়ের ব্যবধানে প্রজনন অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। তখন এই প্রজাতি দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় একেবারেই হারিয়ে যাবে। সংরক্ষণ প্রকল্পও শেষ হয়ে যাবে। রেড পান্ডার ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে নতুন জোড়া এনে সফলতা মিলেছিল। কিন্তু হিমালয়ান নেকড়ে পাওয়ার কাজটি আরও জটিল। বিভিন্ন দেশের বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ বিভাগ, আন্তর্জাতিক জু অ্যাসোসিয়েশন এবং বন্যপ্রাণ বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে চিড়িয়াখানা নতুন করে যোগাযোগ করছে। আধিকারিকের কথায়, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জিনগত বৈচিত্র্য। তা না হলে প্রজনন সম্ভব নয়। আমরা যেকোনও উপায়ে এই প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি পরিবেশ হিমালয়ান নেকড়ের জন্য আদর্শ। কিন্তু উপযুক্ত সঙ্গী ছাড়া আমাদের হাতে তেমন কিছু করার নেই। তিনি আরও জানান, অনেক সময় নেকড়েদের মধ্যে আচরণগত অসামঞ্জস্যও দেখা দেয়। কিন্তু এখানে আচরণগত সমস্যা নেই, সমস্যা একটাই-জিনগত বৈচিত্র্য। তাই উপযুক্ত জোড়া ছাড়া সমাধান নেই। বর্তমানে চিড়িয়াখানার পুরো টিম চেষ্টা করছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সাহায্য নিয়ে প্রজাতিটি সংরক্ষণে নতুন পথ খুলতে। ইতিমধ্যে কয়েকটি দেশের চিড়িয়াখানার সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথা হয়েছে বলেও সূত্রের খবর, যদিও এখনও কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। দার্জিলিং চিড়িয়াখানা পাহাড়ি প্রাণীদের সংরক্ষণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। রেড পান্ডা, হিমালয়ান তুষার চিতাবাঘ, সেরো, হিমালয়ান নেকড়ে-এই চার-পাঁচটি প্রজাতির ওপর বিশেষ গবেষণা ও সংরক্ষণ কাজ করে থাকে। তাই হিমালয়ান নেকড়ে প্রজননে ব্যর্থতা চিড়িয়াখানার জন্য বড় ধাক্কা। এই অবস্থায় সংরক্ষণবিদরা মনে করছেন, আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণ উৎস থেকে উপযুক্ত জোড়া আনার পথ তৈরি করতে হবে। না হলে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হিমালয়ান নেকড়ে সংরক্ষণ কেন্দ্র দার্জিলিং হয়তো শিগগিরই এই প্রজাতিকে হারাবে। চিড়িয়াখানার এক আধিকারিকের ভাষায়, আমাদের আশা শেষ হয়নি। বিদেশ থেকে নেকড়ে আনার পথ এখনও খোলা। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এই প্রজাতিকে আমরা হারাতে চাই না। হিমালয়ান নেকড়ের ভবিষ্য এখন ঝুলে আছে একটি জোড়ার অপেক্ষায়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার লড়াই-একটি প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই।

আজ দেখা মিলবে বছরের শেষ সুপারমুনের, যার নাম 'কোল্ড মুন'

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধায় ঃ বছরের শেষ মাস দোরগোড়ায়, আর তার সঙ্গেই এসেছে প্রাক-শীতের আমেজ। বিকেল গড়িয়ে রাত নামতেই হিমেল হাওয়া জানান দিচ্ছে শীতের আগমনের। এমন সময়ে ঘরের বাইরে বেরোনোর আগ্রহ কমলেও আকাশের দিকে তাকাতে ভুল করেন না অনেকে। কারণ প্রকৃতির এক অপার সৌন্দর্য-পূর্ণিমার চাঁদ-শীতের সন্ধ্যায় ধরা দেয় সবচেয়ে মোহনীয় রূপে। আর এ বছর সেই সৌন্দর্যের সেরা উপহার আসছে ডিসেম্বরের শুরুতেই। কারণ ডিসেম্বর মাসে দেখা মিলবে বছরের শেষ সুপারমুনের, যার নাম 'সুপার মুন'।

এই বিশেষ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনাটি ঘটবে ডিসেম্বরের ৪ তারিখে। সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ পরই দিগন্তে দেখা দেবে উজ্জ্বল, বিশালাকার পূর্ণচন্দ্র। শীতের রাতে এ ধরনের চাঁদের আলোকচ্ছটাকে বলা হয় ' মুন'। আবার অনেকে বলেন 'সুপার নাইট মুন', কারণ বছরের এই সময়ে রাত দীর্ঘ হয় এবং আকাশে চাঁদও দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, সুপারমুন মূলত তখনই হয়, যখন চাঁদ তার উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসে। কাছাকাছি আসার ফলে চাঁদকে দেখতে স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা ব ও বেশি উজ্জ্বল লাগে। ডিসেম্বরের ৪ তারিখে চাঁদ পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ নিকটতম অবস্থানে পৌঁছবে। ফলে তার আলো এবং আকৃতি দুটোই স্বাভাবিকের চেয়ে নজরকড়া হবে, যা এক বিরল অভিজ্ঞতা। নাসা জানিয়েছে, সূর্যাস্তের পরপরই চাঁদ উদয় হবে।

বিকেলের শেষ ঢলে যখন আলো মিলিয়ে আসবে, তখনই আকাশে দেখা দেবে এই পূর্ণচন্দ্র। নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেসসহ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে স্থানীয় সময় বিকেল ৪.৩০ থেকে ৫টার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে সুপারমুন। তবে শুধু আমেরিকাই নয়-বিশ্বের প্রায় সব প্রান্ত থেকেই দেখা যাবে এই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য। যাঁরা শহরের কোলাহল ও উজ্জ্বল আলোয় চাঁদ দেখতে অসুবিধায় পড়েন, তাঁরা শহরতলি বা আলো দূষণ কম এমন জায়গায় গেলে আরও পরিষ্কারভাবে চাঁদের দীপ্তি উপভোগ করতে পারবেন। চাঁদের গর্ত, উজ্জ্বল দাগ এবং পৃষ্ঠের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য দেখতে চাইলে ব্যবহার করা যেতে পারে টেলিস্কোপ বা শক্তিশালী দূরবীন-যা চাঁদের রূপ আরও উজ্জ্বলভাবে চোখে ধরা দেবে। এ ধরনের সুপারমুনের আকর্ষণ শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতিপ্রেমী, আলোকচিত্রী এবং সাধারণ চাঁদপ্রেমীদের কাছেও এটি এক দুর্লভ দৃশ্য। অনেকে এই সময়টিতে পাহা। বা সমুদ্রতটে গিয়ে চাঁদোদয়ের দুর্দান্ত মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন। বিশালাকার চাঁদ যখন সমুদ্রের ঢেউ বা পাহা।রে মাথার ওপর উঠতে থাকে, সেই দৃশ্য সত্যিই মোহিত করে। তবে শীতের সন্ধ্যায় বাইরে বেরোনোর আগে সাবধান করলেন বিজ্ঞানীরা। ডিসেম্বরের শুরুতে উত্তর গোলার্ধে তাপমাত্রা দ্রুত নেমে আসে। ফলে লম্বা সময় বাইরে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখা বা ফটোগ্রাফি করার পরিকল্পনা থাকলে অবশ্যই পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র পরে বেরতে হবে। বিশেষ করে খোলা মাঠ, ছাদ বা উঁচু জায়গায় বাতাসের প্রভাব বেশি থাকে, ফলে ঠান্ডা আরও তীব্র অনুভূত হয়। বছরের শেষ সুপারমুন হওয়ায় এটির প্রতীক্ষা একটু বেশি। কারণ পরবর্তী সুপারমুন দেখা মিলবে আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে। তাই ডিসেম্বরের ৪-এর রাতটি জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রেমীদের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এই উজ্জ্বল, গোলাকার চাঁদ দেখার সুযোগ কেউই মিস করতে চাইবেন না। শীতের অন্ধকার সন্ধ্যায় বিশাল চাঁদ আকাশকে যেন অন্য মাত্রা এনে দেবে। ব্যস্ততার মধ্যে একটু সময় বের করে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায়-প্রকৃতির কাছে এখনও প্রতিটি ঋতুর আলাদা উপহার রয়েছে। আর এই 'শাতার্ত চাঁদ', 'কোল্ড মুন' বা বছরের শেষ সুপারমুন-যে নামেই ডাকুন না কেন-তা নিশ্চিতভাবেই ডিসেম্বরের রাতকে করে তুলবে আরও যাদুকরী, আরও স্মরণীয়।

রেলমন্ত্রক মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন প্রতীকা রাওয়াল, স্নেহ রানা এবং রেণুকা সিং ঠাকুরকে ওএসডি (ক্রীড়া) পদে উন্নীত করেছে

২ ডিসেম্বরঃ (পিআইবি দিল্লি) ভারতীয় রেলওয়ে তিনজন বিশিষ্ট মহিলা ক্রিকেটার-প্রতীকা রাওয়াল, স্নেহ রানা এবং রেণুকা সিং ঠাকুর - কে আউট-অফ-টার্ন প্রমোশনের মাধ্যমে গ্রুপ 'বি' অফিসার-গ্রেড অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ক্রীড়া) পদে উন্নীত করেছে, ভারতের ২০২৫ সালের আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ জয়ের অভিযানে তাদের ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্সের স্বীকৃতিস্বরূপ। তিনজন খেলোয়াড়ই ৭ম সিপিসি অনুসারে বেতন ম্যাট্রিক্সের লেভেল-৮ এর অধীনে গ্রুপ 'বি' গেজেটেড অফিসারের বেতন এবং সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন। রেলওয়ে স্পোর্টস প্রোমোশন বোর্ড (আরএসপিবি) এর এই উদ্যোগ কেবল তিন মহিলা ক্রিকেটারকে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করবে না বরং তাদের প্রশাসনিক দায়িত্বও অর্পণ করবে। এর আগে নভেম্বরে, রেল ভবনে তিনজন

ক্রীড়াবিদকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। উত্তর রেলওয়ের সিনিয়র ক্লার্ক হিসেবে কর্মরত প্রতীকা রাওয়ালকে এখন গ্রুপ ' গেজেটেড ওএসডি (ক্রীড়া) পদে উন্নীত করা হয়েছে। দিল্লির একজন উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের অভিযানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।উত্তর রেলওয়ের জুনিয়র ক্লার্ক হিসেবে কর্মরত রেণুকা সিং ঠাকুরকে এখন গ্রুপ ' গেজেটেড ওএসডি (ক্রীড়া) পদে উন্নীত করা হয়েছে। ডানহাতি মিডিয়াম-ফাস্ট বোলার হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ উইনার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। উত্তর রেলওয়ের কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক (সিসিটিসি) হিসেবে কর্মরত স্নেহ রানাকে এখন গ্রুপ ' গেজেটেড ওএসডি (ক্রীড়া) পদে উন্নীত করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের একজন অলরাউন্ডার হিসেবে তিনি ব্যাট এবং বল উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ পারফর্মেন্স করেছেন। ভারতীয় রেলওয়ের ক্রীড়া প্রতিভাকে সমর্থন এবং প্রচারের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, এর খেলোয়াড়রা নিয়মিতভাবে বিশ্ব মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে।

দিতওয়ায় বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কাঃ প্রাণদায়ী সহায়তা

দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা যেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার অতি প্রবল আঘাতে। গত কয়েকদিনে দেশজুড়ে প্রবল ঝোো হাওয়া, মুষলধারে বৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল এবং ভয়াবহ বন্যা মিলিয়ে পরিস্থিতি একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে-মৃতের সংখ্যা ৩৩৪ জন, এবং এখনও ৩৭০ জনেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ। প্রাথমিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ঘূর্ণিঝ।রে প্রকোপে ১১ লক্ষেরও বেশি মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বহু পরিবার গৃহহীন, অসংখ্য এলাকায় সরবরাহব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। দেশের পশ্চিম, দক্ষিণ ও পার্বত্য অঞ্চলের বহু জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। নদনদী ফুলে-ফেঁপে ওঠায় সারা দ্বীপে বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেনাবাহিনী ও উদ্ধারকারী বাহিনী দিনরাত খেটে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়াবহতা-শ্রীলঙ্কায় দিতওয়া যে মাত্রার ধ্বংস ডেকে এনেছে, তা সাম্প্রতিক দশকে নজিরবিহীন। পাহাড়ি এলাকা কোটমালে, বদুল্লা, নুয়ারা এলিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূল বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। অনেক স্থানে ভূমিধসের ফলে গ্রাম পুরোপুরি মাটির তলায় চাপা প।ছে। যেসব এলাকায় সড়ক যোগাযোগ ছিঁড়ে গিয়েছে, সেসব জায়গায় পৌঁছোতে উদ্ধারকারী দলগুলোকে আকাশপথের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।কোলম্বো, গাম্পাহা, কালুতারা এবং মাদামপে অঞ্চলে নদীর জল বিপজ্জনক উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। হাসপাতালে আহতের স্রোত, বহু জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। পানীয় জলের সংকটও তৈরি হয়েছে নানা জেলায়। সরকারি হিসেবে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ৫০ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত।

ভারতের সাহায্যের হাত-'সাগরবন্ধু'প্রতিবেশী দেশের এই অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের মুহূর্তে প্রথম থেকেই পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করতে নয়া দিল্লি চালু করেছে বিশেষ মানবিক উদ্যোগ-'সাগরবন্ধু'। দ্বীপে আটকে থাকা অন্তত ৩০০ জন ভারতীয় নাগরিককে ইতিমধ্যেই কয়েক দফায় উদ্ধার করে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তিরুঅনন্তপুরমে। বিমানবন্দর, হাসপাতাল এবং হাই কমিশনের তত্ত্বাবধানে তাঁদের খাদ্য, চিকিৎসা ও ট্রানজিটের সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনার শক্তিশালীগ্লঙ্গ-৭৬ ও সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস বিমানে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী-খাবার, ওষুধ, তাঁবু, জেনারেটর, পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র, নৌকা এবং উদ্ধার সরঞ্জাম-শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হয়েছে।

৬৯তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে (পুরুষ) ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ

গোরখপুর, ২ ডিসেম্বরঃ ২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত গোরখপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত ৬৯তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে (পুরুষ) ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫-এর ফাইনাল ম্যাচে, নর্থ ইস্টার্ন ফ্রনিটয়ার রেলওয়েকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম রেলওয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বোরওয়ানকর বিজয়ী. এবং রানার-আপ দলের খেলোয়াড়দের পুরস্কার প্রদান এবং সম্মানিত করেছেন। অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, এনআরএসের চেয়ারম্যান, শ্রী অভয় কুমার গুপ্ত, প্রধান বিভাগীয় প্রধান, রেলওয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পূর্বাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক খেলোয়াড় এবং ভলিবলপ্রেমীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বোরওয়া.নকর বলেন যে, অংশগ্রহণকারী সমস্ত দল শৃঙ্খলা এবং ক্রীড়ানুরাগ প্রদর্শন করেছে। তিনি বিজয়ী এবং রানার-আপ দলের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে.স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এই প্রতিযোগিতাটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছে। তিনি সভাপতি এনআরএস, শ্রী অভয় কুমার গুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক এনআরএস, শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং এবং টিম এনআরএসকে অভিনন্দন জানান। তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও প্রশংসা করেন।

Name Change

I, Samima Easmin (Old Name) W/O–Raj Mohammad residing at Vill & PO-Baruipara , PS-Tehatta , Nadia , West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Samima Easmin to Shamima Easmin and henceforth I shall be known as Shamima Easmin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/12/2025. My name Shamima Easmin & Samima Easmin both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohah Lutfal Haque (Old Name) S/O–Haji Abdus Salam Sekh resident of Vill-Soluadanga , Po- Bejpara, Ps-Berham pore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Mohah Lutfal Haque to Mohah Latful Haque and henceforth I shall be known as Mohah Latful Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/12/2025. My name Mohah Latful Haque & Mohah Lutfal Haque both are same and one identical person.

Name Change

I, Mozahadul Hoque (Old Name) S/O–Md Manjurul Hoque residing at Vill-Fulbari , PO-Jangipur , PS-Raghunathganj , Jangipur , West Bengal 742213 do hereby declared that I have changed my name from Mozahadul Hoque to Md Mozahadul Hoque and henceforth I shall be known as Md Mozahadul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Md Mozahadul Hoque & Mozahadul Hoque both are same and one identical person.

Name Change

I, Jarina Bewa, my husband's (Old Name) Kadir Box resident of Damodarpur , Muktarpur , Islampur , Murshidabad, West Bengal 742302 do hereby declared that I have changed my husband's name from Kadir Box to Kadir Box Mondal and henceforth my husband's name shall be known as Kadir Box Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/12/2025. My husband's name Kadir Box Mondal & Kadir Box both are same and one identical person.

Name Change

I, HIRANUR KHATUN BIBI (old name) W/O- ARIF HOSSAIN residing at CHHOTO CHANDGHAR PO-BARA CHANDGHAR , P.S-KALIGANJ DIST-NADIA PIN-741156, do hereby declare that I have changed my name from HIRANUR KHATUN BIBI (old name) to HIRANUR KHATUN (new name) and henceforth I, shall be known as HIRANUR KHATUN (new name) in all purpose , vide an affidavit sworn before the Ld JUDICIAL MAGISTRATE (1st class) at Krishnagar court DIST-Nadia dated on 01/12/2025. HIRANUR KHATUN (new name) & HIRANUR KHATUN BIBI (old name) both name are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Yusuf Sekh (old name) S/O Sk Ramzan Ali , residing at Bankra Gazi Para, Bankra, (S.T) Domjur Howrah PIN.711403, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Md Yusuf (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 03/12/2025. Sk Md Yusuf (new name) and Mohammad Yusuf Sekh (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I SUMIRAN BIBI BISWAS MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY SON SAHAJAMAL BISWAS BIRTH CERTIFICATE AS SUMITAJ BIBI AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRE KRISH NAGAR COURT ON 4/8/25 I SUMIRAN BIBI BISWAS AND SUMITAJ BIBI IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS SUMIRAN BIBI BISWAS R/O VILL + P. O SALIGRAM P.S NAKASHI PARA NADIA.

Name Change

I, Rubel Islam , my father's (Old Name) Md Johrul Islam resident of Vill & Po-Padmanabhpur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Johrul Islam to Jahirul Islam and henceforth my father's name shall be known as Jahirul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/12/2025. My father's name Jahirul Islam & Md Johrul Islam both are same and one identical person.

Name Change

I Liyakat Jangi (Old Name) S/o. Ijjat Ali Jangi Residing at Vill-Dhubulia Battala, P.O. & P.S.-Dhubulia, Dist.-Nadia, Pin-741139 have changed my name and shall henceforth be known as Liakat Ali Jangi (New Name) as declared before the Notary Public Sadar Krishnagar, Nadia vide Affidavit no.-1 Dated 29.11.2025. Liyakat Jangi and Liakat Ali Jangi both are same and identical person.

Name Change

I, Saidul Sk (Old Name) S/O–Ersad Seikh resident of Chandraprasadpur, Purandarpur, Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742171 do hereby declared that I have changed my name from Saidul Sk to Saidul Rahaman and henceforth I shall be known as Saidul Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/12/2025. My name Saidul Rahaman & Saidul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I AJIBAR MALLICK and AJIBOR MALLICK S/O JAYNAL MALLIK residing at Vill-Bargram, P.O.-Boinchi, P.S.-Pandua, Hooghly-712134, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AJIBAR MALLIK as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit serial No 11, Dated 02/12/2025. AJIBAR MALLICK and AJIBOR MALLICK and AJIBAR MALLIK both are same and identical person.

Name Change

I, RAHAMAT SK (old name) S/O- REHESAN SEIKH residing at VILL- NISCHINTAPUR PO-DURGAPUR , P.S- BERHAM PORE , DIST-MURSHIDABAD PIN-742187 do hereby declare that I have changed my name from RAHAMAT SK(old name) to RAHAMAT SEIKH (new name) and henceforth I, shall be known as RAHAMAT SEIKH (new name) in all purpose , vide an affidavit sworn before the notary public at BERHAMPORE court dated on 02/12/2025. RAHAMAT SEIKH(new name) & RAHAMAT SK(old name) both name are same and one identical person.

Name Change

I, JAKIR HOSSAIN (old name)S/O- SATTAR SHAIKH , residing at VILL-BIJAYNAGAR, PO-GOKARNA PS-KANDI DIST-MURSHIDABAD PIN-742136 do hereby declare that, I have changed my name from JAKIR HOSSAIN (old name) to MD JAKIR HOSSAIN (new name) and I shall be henceforth be known as MD JAKIR HOSSAIN (new name) in all purpose , vide an affidavit before the notary public at Berhampore court dated on 02/12/2025. MD JAKIR HOSSAIN (new name) and JAKIR HOSSAIN (old name) both name are same and one identical person.

Name Change

I, AQSANA AHMED (old name) W/O- MD ASHRAFUL HOQUE residing at PULINDA NATUNPARA PO-PULINDA , P.S- BELDANGA , DIST-MURSHIDABAD PIN-742134, do hereby declare that I have changed my name from AQSANA AHMED (old name) to AFSANA AHMED (new name) and henceforth I, shall be known as AFSANA AHMED (new name) in all purpose , vide an affidavit sworn before the SDEM at Berhampore court dated on 23/07/2025. AFSANA AHMED (new name) & AQSANA AHMED (old name) both name are same and one identical person.

Name Change

I,SEIKH MUHUR HOSSAIN (OLD NAME) S/O- SERAFAT SEIKH residing at RAMESWAR PUR PO-KUMARSANDA PS-KANDI DIST-MURSHIDABAD PIN-742136, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from (old name) SEIKH MUHUR HOSSAIN to (new name) MUHUR SK and henceforth, I shall henceforth be known as MUHUR SK (new name)in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 03/12/2025.(new name) MUHUR SK and (old name) SEIKH MUHUR HOSSAIN both name are same and one identical person.

Name Change

I, Uttam Naskar (Old Name) S/o Purna Naskar Residing at Vill+P.o - Punpua, P.s - Jaynagar, District - South 24 Parganas, Pin - 743372, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Uttam Kumar Naskar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-12-2025. Uttam Naskar (Old Name) and Uttam Kumar Naskar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sekh Ramzan Ali (old name) S/O Sk Khalilur Rahaman , residing at Bankra Gazi Para, Bankra,(C.T) Domjur Howrah PIN.711403, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Ramzan Ali (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 03/12/2025. Sk Ramzan Ali (new name) and Sekh Ramzan Ali (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Masaraf Hossain (Old Name) S/o Sk Chaher Ali Mistri Residing at Barue Mistri Para, P.o - Mato, District - Howrah, Pin - 711408, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Mosaraf Hossain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-12-2025. Sk Masaraf Hossain (Old Name) and Sk Mosaraf Hossain (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Saptak Dey S/o Sandip Prasad Dey Residing at Vill - Shimulpur, P.o - Thakurnagar, P.s - Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin- 743287, West Bengal India that my deceased mother who previously known as Rupa Dey (Old Name) shall henceforth be known as Arupa Roy Dey (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon vide affidavit no 6755 dated 24-11-2025. I declare that my deceased mother Rupa Dey (Old Name) and Arupa Roy Dey (New Name) is same and one identical person.

Name Change

I, Shaikh Jainal Abedin (Old Name) S/o Late Abdul Audud Residing at Anantapur, P.o - Chanserpur, P.s - Tamluk, District - East Medinipur, Pin - 721653, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Jainal Abedin (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 02-12-2025. Shaikh Jainal Abedin (Old Name) and Jainal Abedin (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Ranjit Chandra Golder (পুরাতন নাম) পিতা Khagendra Nath Golder ঠিকানা Helencha 3 no Colony, Bagdah, District - North 24 Parganas, Pin - 743270, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 02-12-2025 এর Affidavit no 52/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ranjit Kumar Golder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ranjit Kumar Golder (নতুন নাম) ও Ranjit Chandra Golder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, SK MIJANUR RAHAMAN (Old Name)son of SK SIRAJUDDIN residing at Bankra Kabar Para PO-Bankra PS-Domjur Dist-Howrah Pin-711403 West Bengal) have changed my name shall be henceforth be known as SK MIZANUR RAHAMAN (new name)at Notary Public Howrah court West Bengal dated 01/12/2025. SK MIJANUR RAHAMAN(old name) and SK MIZANUR RAHAMAN(new name) are same and Identical person not two different persons.

Name Change

I NILUFA KHATUN (old name) daughter of NURISLAM ALI residhig at (Bamkra kabar Para PO-Bankra PS- Domjur Dist-Howrah Pin-711403 West Bengal) has changed my name shall be henceforth be known as NILUFA BEGUM SK (new name)at Notary Public Howrah court West Bengal dated 01/12/2025. NILUFA KHATUN(old name) and NILUFA BEGUM SK(new name) are same and identical person.

Name Change

I, HIRANUR KHATUN BIBI (old name) W/O- ARIF HOSSAIN residing at CHHOTO CHANDGHAR PO-BARA CHANDGHAR , P.S-KALIGANJ DIST-NADIA PIN-741156, do hereby declare that I have changed my sons name from MOHAMMED HASIB HOSSAIN (old name) to HASIB HOSSAIN (new name) and henceforth My sons real name known as HASIB HOSSAIN (new name) in all purpose , vide an affidavit sworn before the Ld JUDICIAL MAGISTRATE (1st class) at Krishnagar court DIST-Nadia dated on 01/12/2025. MOHAMMED HASIB HOSSAIN (new name) & HASIB HOSSAIN (old name) both name are same and one identical Child.

Name Change

I, Roopanshu Tewari (Old Name) S/o Ram Dayal Tiwari Residing at 21, Ganga Dhar Babu Lane, P.o+P.s - Bowbazar, District - Kolkata, Pin - 700012, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Roopanshu Tiwari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-12-2025. Roopanshu Tewari (Old Name) and Roopanshu Tiwari (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Devasmita Mukherjee (Old Name) W/o Puneet Mishra Residing at Greenfield Ambition, HIG-III, 4B, Action Area 2D, New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700161, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Debasmita Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-12-2025. Devasmita Mukherjee (Old Name) and Debasmita Mukherjee (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Kabir (old name) residing at Kashimnagar, Kashimnagar, Paikar, Dist-Birbhum , Pin- 731221 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABDUL KABIR to ABDUL KABIR SEKH and henceforth I shall be known as ABDUL KABIR SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 02/12/2025. ABDUL KABIR and ABDUL KABIR SEKH both are same and one identical person.

Name Change

I, Tomijuddin Sk (old name) residing at Kashimnagar, Kashimnagar, Paikar, Dist-Birbhum , Pin- 731221 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from TOMIJUDDIN SK to TOMIJUDDIN SEKH and henceforth I shall be known as TOMIJUDDIN SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 02/12/2025. TOMIJUDDIN SK and TOMIJUDDIN SEKH both are same and one identical person.

Name Change

I, Dinu Sekh (old name) residing at Senpur , Battala para, Kalirhut, Kotwali , Dist- Nadia , Pin- 741102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from DINU SEKH to DEEN MD SEKH and henceforth I shall be known as DEEN MD SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 02/12/2025. DINU SEKH and DEEN MD SEKH both are same and one identical person.

Name Change

I, Parmina Khatun (old name) residing at Nischintapur, Sukantapally, Rampurhat , Rampurhat , Dist- Birbhum , Pin- 731224 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PARMINA KHATUN to PARMINA BEGAM and henceforth I shall be known as PARMINA BEGAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/12/2025. PARMINA KHATUN and PARMINA BEGAM both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Hasem Sekh, S/O Manjur Saiekh, গ্রামঃ পোঃ রাজগ্রাম, থানাঃ মুরারই, বীরভুমের বাসিন্দা। স্টেট ব্যাঙ্কের রাজগ্রাম শাখায় আমার ৩২২৪৪৭০৪১১৬ নম্বর একাউন্টে Hasen Ali, SO Manjur Sekh নথিভুক্ত রয়েছে। Hasem Sekh, S/O Manjur Saiekh নথিভুক্ত রয়েছে প্যান কার্ডে। Hasem Sekh, S/O Manjur Sekh নথিভুক্ত রয়েছে আধার কার্ডে। ২৫.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Hasem Sekh, SO Manjur Saiekh Hasen Ali, SO Manjur Sekh Hasem sekh , SO Manjur Saiekh Hasem Sekh, S/O Manjur Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Joni Khan, S/O Nur Islam Khan, গ্রামঃ পোঃ রাজগ্রাম, থানাঃ মুরারই, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার ছেলের আসল নাম Ramij Khan. কিন্তু OBC শংসাপত্রে (WB0802OBC201901406) ছেলের নাম Romij Raja Khan নথিভুক্ত রয়েছে। ১৩.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Ramij Khan Romij Raja Khan, S/O Joni Khan এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, Sajid Ansari S/O Md. Ajul Ansari present residing at 3, C.R Avenue, P.S - Bowbazar, Kolkata - 700072 WB. do hereby solemnly affirm and declare that in my voter card being no. WKJ2234383 my Dob has been wrongly recorded as 05-08-1989. Shall henceforth be known that my actual date of birth is 01-01-1994 vide affidavit no. 3082 dt. 20-09-24 sworn before the 1st class judicial magistrate on Kolkata.

Name Change

I, Nemai Chandra Mondal, S/o Bhushan Mondal residing at Vill & P.O. Baikara, P.S. Gaighata Dist North 24 Pgs have changed my name and shall henceforth be known as Nemai Mondal as declared before the Notary Public Court at Bongaon vide affidavit No 52 dt. 24/1/2025 Nemai Chandra Mondal and Nemai Mondal both are one and same identical person.

Name Change

I, Trishna Mondal Khan, D/o Nemai Mondal,W/o Kallol Khan, residing at Vill & P.O. Dharmapur, P.S. Gaighata Dist North 24 Pgs have changed my name and shall henceforth be known as Trishna Khan as declared before the Notary Public Court at Barasat vide affidavit No 13145 dt. 1/12/2025 Trishna Mondal Khan and Trishna Khan both are one and same identical person.

দিঘা জগন্নাথ ধামে চালু হয়ে গেল বসে ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা, খুশি পর্যটকমহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২ ডিসেম্বর ঃ চলতি বছরই দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে। ভক্তি ও শান্তির আদর্শ মেলবন্ধনে দিঘা জগন্নাথ ধাম ধর্ম প্রেমী মানুষের মনে আলাদা করে স্থান করে নিয়েছে। এরপর থেকে জগন্নাথ দর্শনে

কাতারে কাতারে মানুষ এই তীর্থক্ষেত্রে ভিড় জমাচ্ছেন। সেখানেই এবার বসে ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। নতুন বছর শুরু হওয়ার আগে ধর্ম প্রেমী মানুষদের জন্য এটি একটি বাড়তি উপহার বলে অনেকেই মনে করছেন। এতদিন পর্যন্ত দিঘার জগন্নাথ ধামে শুকনো প্রসাদ কিনে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া দুপুরের মহাপ্রসাদ গ্রহণের জন্য সেই দিন বিকেলের মধ্যে বুকিং করতে হবে। তবে মন্দিরে বসে সেই মহাপ্রসাদ খাওয়ার কোনও রকম ব্যবস্থা ছিল না। তবে রবিবার থেকে সেই ব্যবস্থা অবশ্য বদলে গেল। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে ভক্তদের জন্য এবার মন্দিরে বসেই মহাপ্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হল। জানা গেছে, একেবারে আধ্যাত্মিক পরিবেশে মন্দিরের সামনে বসে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণের জন্য আগে থেকে বুকিং করতে হবে। সেই জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষের দেওয়া ৯০৫৯০২৫৫৫০- এই নম্বরে সকালের মধ্যে বুকিং করে ফেলতে হবে। সকালের প্রাতঃরাশের জন্য ইচ্ছুকদের আগের দিন রাতের মধ্যে বুকিং করতে হবে। এছাড়াও সন্ধ্যায় মহাপ্রসাদ গ্রহণের জন্য সেই দিন বিকেলের মধ্যে বুকিং করতে হবে। দিঘার জগন্নাথ ধামে দুপুরের মধ্যাহ্নভোজনের তালিকায় থাকছে মোট আট রকমের পদ। পোলাও, খিচুড়ি, সাদা ভাত সহ বিভিন্ন রকমের সবজি ও মিষ্টান্ন থাকছে। রবিবার প্রথম দিনে মোট ৫৬ জন ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেন, সোমবার ১০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। একসঙ্গে ২০০ জন ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবেন। সেই জন্য মোট মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ৫০ টি টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য বছর ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসে পর্যটকে পরিপূর্ণ থাকে দিঘা। তবে চলতি বছর জগন্নাথ ধাম উদ্বোধনের পর থেকেই দিঘা ছুটে যাওয়ার আকর্ষণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই চলতি ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে অন্যান্য বছরের থেকে বাড়তি ভিড় জমবে বলে মনে করা হচ্ছে। জগন্নাথ ধাম ট্রাস্টের সদস্য রাধারমন দাস বলেন, এবার থেকে ভক্তরা মন্দিরের ভিতরেই আধ্যাত্মিক পরিবেশে প্রভু জগন্নাথের ভোগ গ্রহণ করতে পারবেন। চাহিদা মতো আগামী দিনে আরও পরিকাঠামো বৃদ্ধি করা হবে।

ঐতিহ্যবাহী বরাই বাথৌ উৎসবে মেতে উঠেছে আলিপুরদুয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর ঃ বোরো জনজাতির অন্যতম উৎসব বরাই বাথৌ। প্রকৃতিকে এই পুজো নিবেদন করা হয়। অসমের বিভিন্ন এলাকায় এই পুজো বেশি হয়। এবার আলিপুরদুয়ারের চিলাপাতায় এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবে মেতে উঠেছেন মেচ, বোরো জনজাতির মানুষরা। বোরো জনজাতির প্রধান দেবতা বাথৌ। তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী এই পুজো। এই পুজোয় অনেক দেবদেবীর পাশাপাশি বরাই বাথৌ প্রধান দেবতা হিসেবে পূজিত হন। 'সিজৌ' গাছটিকে কেন্দ্র করে বরাই বাথৌ পুজো করা হয়। এই প্রধান পুজো ছাড়াও আইলেং, আগ্রং, খোইলা, কার্জি, রাজখন্ডা, কং রাজা, আলাই খুংরি, ভান্দ্রি, রণচণ্ডী, বুলি বুড়ি, লাওখার দেবদেবীরও পুজো করা হয়। চিলাপাতার এই উৎসব আয়োজনের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের জন্য এই পুজো নিয়ে সেমিনার রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের মতে মেচ, বোরো জনজাতির নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এই পুজোর ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা কম। তাদের সম্যক জ্ঞান দিতে পুজোর পাশাপাশি এই আলোচনা চলছে। পশ্চিমবঙ্গ স্টেট অল বাথৌ ধর্ম কমিটির পরিচালনায় মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্বাদে-গুণে অতুলনীয় ম্যান্ডারিন কমলালেবুর জিআই স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২ ডিসেম্বর ঃ দার্জিলিং পাহাড়ের ম্যান্ডারিন কমলালেবু অবশেষে পেয়েছে জিআই স্বীকৃতি। তিন বছরের ধৈর্য এবং পরিশ্রমের পর এই মর্যাদা অর্জন করায় খুশি পাহাড়বাসী, চাষি ও ব্যবসায়ীরা। মিরিক এবং দার্জিলিং পাহাড়ের উৎপাদিত এই সুস্বাদু ও রসালো কমলালেবুর জিআই ট্যাগের জন্য প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল ২০২২ সালে। পাহাড়ের কমলা উৎপাদক সংস্থা 'দার্জিলিং অরেঞ্জ প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন'-এর চেয়ারম্যান মনোজ সুব্বার নেতৃত্বে এই উদ্যোগ শুরু হয়। এরপর কালিম্পংয়ের আঞ্চলিক কমলালেবু গবেষণা কেন্দ্রের প্রাক্তন অধ্যাপক তুলসী শরণ ঘিমিরে এই প্রকল্পে দায়িত্ব নেন। বহু ধাপের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে ২৪ নভেম্বর ম্যান্ডারিন কমলালেবুকে জিআই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই পাহাড়বাসীর মুখে আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে। দার্জিলিং পাহাড়ে কমলালেবুর চাষ মূলত মংপু, মিরিক বস্তি, সুখিয়াপোখরি, বিজনবাড়ি ও সিটং এলাকায় হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে বিজনবাড়ি ব্লকে খুব সামান্য বাগান রয়ে গেছে। গত কয়েক বছরে ভাইরাস এবং পোকার আক্রমণে কমলালেবুর উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমেছে। ২০১৬ সালে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় মোট ১৫ হাজার মেট্রিক টন কমলালেবু উৎপাদন করা হতো। এর আগে পাহাড়ে ৯৬৩০ হেক্টর জমিতে লেবুর চাষ হত। গত ১৫ বছরে ভাইরাস ও পোকার আক্রমণের কারণে অনেক বাগান ধ্বংস হয়ে গেছে। সেইজন্য চাষিরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। বর্তমানে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় প্রায় চার হাজার কৃষক এখনও কমলালেবু চাষের সঙ্গে যুক্ত। জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে তারা 'অথরাইজড ইউজার' হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন এবং উৎপাদিত ফলের সঠিক মূল্য পাওয়ার অধিকার অর্জন করবেন। রাজ্যের মোট ১১টি কৃষি ও উদ্যানজাত পণ্য জিআই মর্যাদা পেয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল দার্জিলিং চা, যা ২০০৫ সালে জিআই ট্যাগ পেয়েছিল। দার্জিলিং পাহাড়ের ম্যান্ডারিন কমলালেবু স্বাদে, গুণে এবং রূপে অতুলনীয়। বিদেশেও এটি সমাদৃত। কয়েক বছর ধরেই ম্যান্ডারিন কমলালেবুর জন্য জিআই স্বীকৃতির দাবি ওঠে, যা অবশেষে বাস্তবে রূপ পেল।

বিলুপ্তপ্রায় পুতুল নাচের চাহিদা ফেরাতে অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২ ডিসেম্বর ঃ এক সময় সিনেমা হলের মতো টিকিট দিয়ে দেখতে হত পুতুল নাচ। তবে বর্তমানে সেই সব অতীত। উৎসব, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া আর দেখা মেলে না এই পুতুল নাচ। এককালে সারা বছরই বিভিন্ন মেলা উৎসবে পুতুল নাচের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যেখানে সেখানে আসর সাজিয়ে নিজেরাই পুতুল নাচের দল নিয়ে পুতুল নাচ দেখাতেন শিল্পীরা। সেই সময় চাহিদা থাকাই থাকতো টিকিট ব্যবস্থা। সেই থেকেই সারা বছর অর্থ উপার্জন করে পরিবারের হাল ধরতেন শিল্পীরা। তবে বর্তমান প্রযুক্তির যুগে বদলেছে মানুষের চাহিদা। আধুনিক প্রযুক্তি চলচ্চিত্র জায়গা করে নিয়েছে বর্তমান প্রজন্মের কাছে। অতীতের ইতিহাস হিসেবে এখন এই পুতুল নাচকে দেখানো হয় বিশেষ উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। পুতুল নাচ শিল্পীরা জানান, আজও পুতুল নাচের চাহিদা রয়েছে তবে সেটি সীমিত প্রজন্মের কাছে। ঐতিহ্যবাহী এই পুতুল নাচ দেখতে একসময় অর্থ খরচ করতে হত মানুষদের। তবে বর্তমানে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে পুতুল নাচ দেখানোর জন্য ডাকা হয় তাঁদের। যদিও এভাবেই পুতুল নাচের চাহিদা বাড়বে বলে আশাবাদী পুতুল নাচ শিল্পীরা। পুতুল নাচ শিল্পী রাধেশ্যাম সরকার জানান, প্রায় ২০ বছর ধরে পুতুল নাচ শিল্পীরা দল নিয়ে নিজেরাই পুতুল নাচ দেখাতেন। সারা বছরই কোনও না কোনও মেলা, উৎসব,

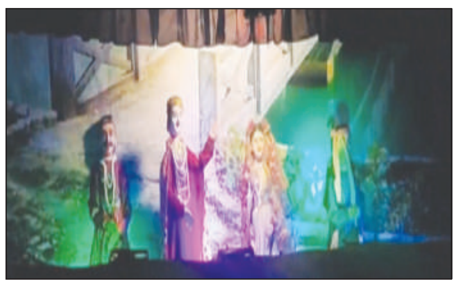

অনুষ্ঠানে টিকিট পদ্ধতিতে পুতুল নাচ দেখাতেন তাঁরা। সে থেকেই পেট চলত পুতুল নাচ শিল্পীদের। তবে বর্তমানে আর সেই দিন নেই। চাহিদা কমায় পেশা বদলেছেন শিল্পীরা। তবে বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও যে ঐতিহ্যবাহী এই পুতুল নাচ হয়ে আসছে তা সত্যিই খুব অভাবনীয়। আধুনিক যান্ত্রিক প্রযুক্তির যুগে যেখানে মোবাইলে আসক্ত বর্তমান প্রজন্ম। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পুতুল নাচের এমন আসর ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখাচ্ছে পুতুল নাচ শিল্পীদের।

শৌচালয়ের কাছে সদ্যোজাত উদ্ধার,তদন্তে নবদ্বীপ থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ২ ডিসেম্বর ঃ নবদ্বীপের স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতের রেল কলোনি এলাকায় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী, পঞ্চায়েত সদস্য নির্মলবাবুর কাকার বাড়ির শৌচালয়ের কাছে রাতভর এক সদ্যোজাত পড়ে ছিল। সকালে কান্নার শব্দ শোনার পর শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক আলোচনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সকালবেলায় প্রথমে নির্মলবাবু নিজেই বিষয়টি খেয়াল করেন। তিনি বলেন, ঘুম থেকে উঠে জানতে পারি, কাকার বাড়ির বাথরুমের সামনে একটি শিশুর কান্নার শব্দ। আশেপাশে লোকজনও ওই শব্দ শুনে আসেন। শিশুটিকে দেখতে পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করি। শিশুটিকে প্রথমে মহেশগঞ্জ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রক্তাক্ত অবস্থায় হলেও শিশুটি কোনওভাবে আহত নয়। তার রক্ত শুধুমাত্র শরীরের বাইরে লেগে থাকার কারণে রক্তাক্ত দেখাচ্ছিল। বর্তমানে শিশুটির অবস্থা স্থিতিশীল। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নির্মলবাবু বলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে বিষয়টি জানতে পারি। কাকার বাড়ির বাথরুমের সামনে বাচ্চাটিকে পাওয়া গেছে। শিশুটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে পুলিশে খবর দিই। পরে তাকে কৃষ্ণনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শিশুটি সেখানেই চিকিৎসাধীন। এখন সুস্থ আছে। আমাদের অনুমান, পার্শ্ববর্তী কেউই বাচ্চাটিকে ফেলে দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানানো হযেছে, শিশুটিকে উদ্ধার করার পর চাইল্ড লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হযেছে। সদ্যোজাতের পরিচয.ও ঠিকানা এখনও জানা যায়নি। নবদ্বীপ থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তারা আশেপাশের বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন এবং যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন।

শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রালয়, তথ্য প্রদান এবং সার্বিক সচেতনতা সম্বন্ধে আলোচনা সভা

ব্যারাকপুর, ২ ডিসেম্বর ঃ SPREE এবং AMNESTY Scheme সম্বন্ধে তথ্য প্রদান এবং সার্বিক সচেতনতার উদ্দেশ্যে ২৬ নভেম্বর, ২০২৫ এ কর্মচারী রাজ্য বিমানিগম, (শ্রম এবং রোজগার

মন্ত্রালয়, ভারত সরকার), ব্যারাকপুর, সল্টলেক প্রাঙ্গনে একটি বিশেষ সেমিনারও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সাথে নতুন সামাজিক সুরক্ষা বিধি, ২০২০ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হয়। উ.ক্ষে.কা-এর অধীনস্থ বৃহৎকর্মী নিয়োগ সংস্থা, কর্মচারী সমিতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন সমিতির মুখপাত্রগণ এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারটি পরিচালিত করেন শ্রী অমরনাথ তিওয়ারি মহাশয়, সংযুক্ত নির্দেশক, কার্য্যালয় অধিকর্তা, ইএসআইসি, উপ-ক্ষেত্রীয় কার্য্যালয়, ব্যারাকপুর। উপস্থিত কর্মী নিয়োগ সংস্থা, কর্মচারী এবং মুখপাত্রগণকে SPREE এবং ANMESTY Scheme সম্পর্কে উপ-ক্ষেত্রীয়কার্য্যালয়, ইএসআইসি-এর আধিকারিকরা বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন। উপস্থিত সংস্থাগুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে এতদ্বারা জানানো হয় যে SPREE Scheme টি ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং এইমেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হবে। অতএব, এই বিষয়ে প্রচার কর্মীনিয়োগ সংস্থাও কর্মচারী উভয়ের জন্যই সহায়ক হবে। নতুন অন্তর্ভুক্ত সংস্থা ও কর্মীরা তাদের রেজিস্ট্রেশনের তারিখ থেকে আওতাভুক্ত হিসেবে গণ্য হবেন। SPREE Scheme এর আওতাভুক্তদের ওপর পূর্বমেয়াদের কোনো দেনা ধার্য হবে না। একইভাবে AMNESTY Scheme এ আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে আইনি মামলা মিটিয়ে ফেলার সুবিধা নিতে সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই দায়ভার হ্রাস কর্মসঞ্চালন সহজতরকরে তুলবে । AMNESTY Scheme ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে। মামলা প্রত্যাহারের জন্য উক্ত সংস্থাগুলিকে প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। সেমিনারে উপস্থিত সকলকে সংক্ষিপ্তভাবেসামাজিক সুরক্ষা বিধি, ২০২০ সম্পর্কেও অবহিত করা হয়, যা ২১.১১.২০২৫ থেকে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাদের এও বলা হয়েছে যে ভারত সরকার বিধিনিয়ম ঘোষণা করা মাত্রই, নয়া শ্রম বিধি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে। এই সেমিনারের আসল উদ্দেশ্য ছিল SPREE এবং AMNESTY Scheme সম্পর্কে প্রচার, সর্বাধিক ভুক্তিকরণ অংশগ্রহণ এবং তার সাথে নয়া শ্রম বিধিসম্পর্কে সচেতনতা প্রদান করা। সকল অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় উৎসাহের সাথে যোগদান করেন এবংসব প্রশ্ন নিষ্পত্তির মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করেন। তারা সকলে প্রকল্পগুলির সাফল্যের উদ্দেশ্যে ইএসআইসিএর সাথে সহযোগিতায় সর্বসম্মত হয়েছে।

বর্ধমান-হাতিয়া-বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেস সাত দিন বাতিল

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর ঃ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২ থেকে ৮ ডিসেম্বর, সাত দিন ১৩৫০৩ / ১৩৫০৪ বর্ধমান-হাতিয়া-বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। এ ছাড়াও, ০৩.১২.২০২৫ তারিখে হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেল স্টেশন সীমায় ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে। এর জন্য কিছু ট্রেন বাতিল থাকবে। ০৩.১২.২০২৫ তারিখে এই বাতিল প্রস্তাবিত ট্রেনগুলো হল হাওড়ার সঙ্গে সংযোগকারী নৈহাটি থেকে - ৩৭৫৪১, ব্যান্ডেল থেকে - ৩৭৫৪২, ৩৭২৬০, ৩৭২৫৪, হাওড়া থেকে বিপরীতমুখী - ৩৭২৪৯, ৩৭২৫৩, ৩৭৬১১ এবং পান্ডুয়া থেকে - ৩৭৬১৪।

মেট্রোর স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজন

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর ঃ কর্মচারীদের স্বাস্থ্য আমাদের অগ্রাধিকার। এরই অংশ হিসেবে, মেট্রো রেলও, কলকাতা মঙ্গলবার অর্থাৎ ০২.১২.২০২৫ তারিখে সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে ডিপোর কর্মীদের জন্য একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের থিম ছিল আপনার স্বাস্থ্য আমার উদ্বেগ। এই শিবিরে ডাঃ গোপা মজুমদার, পিসিএমও এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন মেডিকেল অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। রক্ত, থাইরয়েড প্রোফাইল, লিভার ফাংশন পরীক্ষা, রেনাল ফাংশন, বিএমআই, রক্তচাপ, বিএমডি, চক্ষু পরীক্ষার জন্য বিস্তৃত ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চিকিৎসকদের দ্বারা কার্ডিওলজি, অর্থোপেডিক সমস্যার জন্য ঘটনাস্থলে পরামর্শেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সন্তানহারা শোকগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২ ডিসেম্বর ঃ গত শনিবার স্কুল থেকে ফেরার পথে ইস্টার্ন বাইপাস রোড সংলগ্ন বানেশ্বর মোড় এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় সাত বছর বয়সি ছোট্ট হর্ষবর্ধন প্রসাদ। এদিন মঙ্গলবার সন্তানহারা শোকগ্রস্ত পরিবারটির সাথে দেখা করি। সমবেদনা জানানোর ভাষা নেই, সর্বতোভাবে পরিবারটির পাশে রয়েছি। ওই পরিবারের উপরে যে দুঃখ কষ্ট নেমে এসেছে তার সমাধান করা আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়। তবুও আমি মানবিক দিক থেকে ওই পরিবারের পাশে আছি। ওরা যে কোন প্রয়োজনে যেভাবেই হোক আমাকে ডাকলে আমি সাড়া দেব। আর যে ভাবেই হোক আমি সাহায্য করবো। আজকে মেয়র সকালে এসে পৌঁছান বানেশ্বর মোড়ের ওই পরিবারের কাছে। মেয়ারকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই পরিবারের সদস্যরা। মেয়র তাদের সান্তনা জানান, এবং তিনি তার পক্ষ থেকে সমস্ত সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন। মেয়রের সাথে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন যুব সদস্য। মেয়র শ্রদ্ধাঞ্জলি

দিতে গিয়ে জানান খুবই খারাপ লাগছে, কি করে কি বলবো ওনাদের এটাই ভেবে পাচ্ছি না। তবুও মানবিকভাবে আমরা ওদের সাথে আছি।

সম্পর্কে বাধা, স্ত্রীর উপর অ্যাসিড হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২ ডিসেম্বর ঃ বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে বাধা দেওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর উপর অ্যাসিড হামলা, ঘটনায় স্বামীর দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দিল হাওড়া আদালতে। জানা গেছে, স্বামীর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর উপর অ্যাসিড হামলা করেছিলেন তাঁর স্বামী। সাত বছর আগে গত ২০১৮ সালে ঘটে যাওয়া সেই চাঞ্চল্যকর মামলায় মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করা হয়। এদিন হাওড়া জেলা দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং দায়েরা আদালতের তৃতীয় ফাস্ট ট্রাক কোর্টের বিচারক এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া স্বামী ইসরাইলকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাদন্ডের সাজা ঘোষণা করেন। এই মামলার সরকারি আইনজীবী ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৭ সালে ডোমজুড়ের বাসিন্দা ওই মহিলার বিয়ে হয় চন্ডীতলার শেখ ইসরাইলের সঙ্গে। সাংসারিক গন্ডগোলের পাশাপাশি বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন স্বামী। এরই প্রতিবাদে সরব হন স্ত্রী। এই কারণে বিয়ের ১ বছরের মধ্যে মারধর করে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন স্বামী। যদিও তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি। বাপের বাড়ি থাকাকালীন ২০১৮ সালের ৫ জুলাই রাত ৯টা নাগাদ আক্রান্ত মহিলার বাপের বাড়িতে এসে তাঁর গায়ে অ্যাসিড ছোঁড়ে ইসরাইল। অ্যাসিডের জেরে শরীরের ডান দিকের অংশের কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত সব পুড়ে যায় তাঁর। অ্যাসিড ছোঁড়ার পর যন্ত্রনায় মেয়ের চিৎকারে ছুটে আসেন আক্রান্ত মহিলার বাবা-মা। তাঁরা দেখেন ঘর থেকে জামাই বেরিয়ে যাচ্ছে। এরপর সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্তকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

In the Court of Civil Judge (J/D) at Howrah, Title Suit No.1053 of 2025. MD ASHFAQUE ALAM AND OTHERS VS MASIDUL ISLAM AND OTHERS – plaintiffs—Defendants

Notice

I hereby given that Md. Ashfaque Alam, Son of Late Md.Khurshid Alam, residing at 33, Madartala lane, P.S-Golabari, District Howrah and others have filed the suit in respect of Schedule property against (1) Masidul Islam, Son of Mahidul Islam Mollah, residing at Village-Manikpur, P.O-Sankrail, District-Howrah, Pin-711109,(2) Arjun Behera, Son of Bharat Behera, residing at Dakshin Sankrail, P.S-Sankrail, District- Howrah, Pin-711109, (3)Sanjay Kumar Bhagat, Son of Pannalal Bhagat , residing at 17, Roland Road, P.O.-Elgin Road, P.S-Ballyganj, Kolkata, Pin-700020, being above noted case in respect of Schedule mentioned property. If anybody interested regarding the suit property to appearing before the Ld. Court personable or by agents within 30 days from the date of publication of this notice failing which matter will be heard ex-parte.

SCHEDULE

ALL THAT piece and parcel of land and property measuring thirteen and on third satak i.e.08 Cottah 03 Chittak of land out total thirty Satak in Dag No.1264/2105 Khatian No.292 and a Dag No. 1264, and Khatian No.1267 both in Mouza -Bankra, Police Station-Domjur, District – Howrah with structure standing thereon which is butted and bounded by on the North :Dag No. 1265, on the South : D.B. Road on the East :Dag no.2105 and 1264, on the West : D.B.Road

SERISTADAR,
Swapan Kumar Naskar
4TH Civil Judge (Jr.Divn)
at Howrah.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমি শ্রী গৌতম কোলে পিতা- গনেশচন্দ্র কোলে, সাং- ইছাপুর ষষ্ঠী বাগান থানা- জগাছা জেলা- হাওড়া, আমরা জগাছা থানার অধীন ইছাপুর মৌজায় অন্তর্গত জে.এল ১০৩ এর অধীন হাল-৩৭৩৮, ১৪২৩,৩০১৪,৩৩৪৯,১৩১৪, ১৮১৫, ২৭৭৩, ৭৬৫, ১২২৪, ৭৬৬, ৪০৮৭, খতিয়ানে হাল - ৭০৮ নং দাগে মোট ১২ ছটাক পরিমান জমি ১) সত্যচরণ সোম ২) দীপক সোম ৩) মৌমিতা সোম ৪) লীলা সোম ৫) তুফান দত্ত ৬) প্রনতী লাহা ৭) মাধবী সোম ৮) কৃষ্ণা মণ্ডল ৯) জ্যোৎস্না দত্ত ১০) কৃষ্ণেন্দু সোম ১১) সূর্যকান্ত সোম -এর পক্ষে আমমোক্তার ও সয়ং ১) কৃষ্ণেন্দু সোম, ২) সূর্যকান্ত সোম এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নাম খারিজ এর আবেদন করিয়াছি। উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল নং I -0095/2000 D.S.R হাওড়া উক্ত আমমোক্তার নামা সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে বালি B.L. AND L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

১) সুশান্ত কুমার চন্দ্র ২) প্রশান্ত কুমার চন্দ্র ৩) সুপ্রভাত কুমার চন্দ্র ৪) নারায়ণ চন্দ্র সকলের পিতা মৃত - রামকিশোর চন্দ্র, সাং ৭৪ নং সুরেশ সরকার রোড পোঃ এন্টালী কোলকাতা - ৭০০০১৪, এক যোগে বিগত ইংরাজী ২৮।০২।২০০০ তারিখে উত্তর ২৪ পরগণা বারাসাত ডি.এস.আর II, নং অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক IV, দলিল নং ০০৯৮ আমমোক্তার দলিল মূলে, ১) গণেশ সিং, পিতা মৃত রবীন্দ্রনাথ সিং, সাং- বিধান পার্ক টাকী রোড, পোঃ ও থানা- বারাসাত, ২) মোঃ আলী আহম্মেদ পিতা মৃত শুকুর আলী মোহম্মদ, সাং সিতি, পোঃ- কাজীপাড়া, থানা- বারাসাত, আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। মিনা রানী সিং, স্বামী গণেশ সিং, বিগত ইংরাজি ২৪।০৩।২০০৩ তারিখে এ.ডি.এস. আর বারাসাত অফিসে I-০২৮২৯ নং কোবালা দলিল মূলে ক্রয় করেন অতপর উক্ত মিনা রানী বিগত ইংরাজী ২২।১২।২০০৯ তারিখে উত্তর ২৪ পরগণা বারাসাত ডি.এস.আর. II অফিসে রেজিস্ট্রী কৃত বুক IV - ১৩০৯ নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) মহঃ আলিহোসেন, পিতা মৃত মহঃ আকিম আলী, ২) মহঃআলিহোসেন, পিতা মৃত-মহঃ আতরআলি, উভয়ের সাং-সিতি, বড়া, পোঃ- কাজীপাড়া, থানা- বারাসাত, উভয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেণ উক্ত আমমোক্তার, মূলে বিগত ইংরাজী ১২।০৫।২০১১ তারিখে উত্তর ২৪ পরগণা এ.ডি.এস.আর বারাসাত অফিসের I-০২৬৭৭ নং কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল সামসুন্নেসা খাতুনকে বিক্রয় করেন যাহার মৌজা- সিতি, জে. এল - ১০১, আর.এস. দাগ-৮৩৬ নং হাল এল.আর দাগ-৮২৮ নং এল. আর. খতিয়ান - ৬৮২,৭৩৮,১৩৬১,১৪৬৪ সর্বো মোট জমির পরিমান- ৩.২০ শতক জমি।
এত দ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন হওয়ার পর ১ মাসের মধ্যে বারাসাত ব্লক- I বি.এল. আর. ও অফিসে আইনানুগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

SUJAUDDIN MALLICK
Advocate
Barasat Judges' Court

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমরা-১) শ্রী গৌতম লাহা পিতা- লক্ষীকান্ত লাহা ২) শ্রী অষ্ট মণ্ডল, পিতা- কৃষ্ণপদ মন্ডল সাং- বালিটিকুড়ী থানা- জগাছা, জেলা-হাওড়া আমরা জগাছা থানার অধীন বালিটিকুড়ী মৌজায় অন্তর্গত জে.এল নং-১০১ এর অধীন হাল-১৩২৯৯, ১৩৩৪০, ১৩৩০১, ১৩৩০২, ১৩৩০৩, ১৩৩০৪, ১৭৬৪২. খতিয়ানে হাল-৭৭১ দাগে- মোট-২ কাঠা ২ ছটাক ৩ বর্গফুট ১) শ্যামসুন্দর চ্যাটার্জী ২) দেবাশীষ চ্যাটার্জী ৩) শুভাশীষ চ্যাটার্জী ৪। শ্বাশতী চ্যাটার্জী ৫) পৌষালী মুখার্জী এর পক্ষে আমমোক্তার ও সয়ং সুজিত দলুই পিতা- বিশ্বনাথ দলুই হইতে খরিদ করিয়া নাম খারিজ এর আবেদন করিয়াছি। উচ্চ আমমোক্তারনামা দলিল নং I-০৫১৩০৪৫৬৫ /২০২৩ D.S.R- II হাওড়া। উক্ত আমমোক্তার নামা সমন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে বালি B.L. AND L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইনুন ফার্থ হইবে।

Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.: South 24 Parganas,Pin-743513

NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/309/NIT-22/2025-2026 Sl. No. 01 to 04
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/310/NIT-23/2025-2026 Sl. No. 01 to 08
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/311/NIT-24/2025-2026 Sl. No. 01 to 07
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/312/NIT-25/2025-2026 Sl. No. 01 to 07
NIeT NO.- WBS24PGS/MAG-I/SGP/313/NIT-26/2025-2026 Sl. No. 01 to 06

E-Tender are here by invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the above mentioned works. Bid Submission closing (On line) **27/12/2025 at 11.00 A.M**. Bid opening date for Technical Proposals (Online) **29/12/2025 at 11.00 A.M**. For further details website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অজিত সিকদার, পিতা- অনিল সিকদার, সাং- পানপাড়া, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী- 23/09/2021 তারিখের রাণাঘাট-১ ADSR অফিসের IV-233 আমমোক্তারনামা বলে বিষ্ণু বিশ্বাস, (পিতা- অমল বিশ্বাস) নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা- নদীয়া, থানা- রানাঘাট, মৌজা- রাঘবপুর, J.L- ৮, দাগ নম্বর- ১০৫৫, খতিয়ান- ২৫৮২ থেকে আমি উক্ত সম্পতি বিক্রয় করছি, সেই সম্পতি বিক্রেতা হইতে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অনন্ত বিশ্বাস, পিতা- অমূল্য বিশ্বাস, সাং- দোহারপাড়, থানা- রানাঘাট, পো-হবিবপুর, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী-24/01/2012 তারিখের রাণাঘাট-১ A D S R অফিসের I V - 28আমমোক্তারনামা বলে, ১) গীতাসরকার ২) রানী দেবনাথ ৩) শ্যামলী দেবনাথ ৪) রীতা মজুমদার ৫) মিতা নাথ (সকলের আত্মীয়- পশুপতি সরকার) তাহাদের নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা-নদীয়া, থানা- রানাঘাট মৌজা- রাঘবপুর, J.L- ৮. দাগ নম্বর- ৯৯৬, খতিয়ান- ৩৬৩ থেকে আমি ২২ শতক সম্পতি বিক্রয় করেছি। সেই সম্পতি বিক্রেতা হইতে ক্রেতাগনের নামে রেকর্ড হলে কারোকোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথিসহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি প্রদীপ দাস, পিতা- প্রাণবল্লভ দাস, সাং- রামনগর ২৩ বিঘা, থানা-রানাঘাট, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী-১০/০৮/২০১৫ সালের D S R নদীয়া অফিসের I V - 4 2 5 আমমোক্তারনামা বলে, রুমা সাহা, (স্বামী- সঞ্জয় সাহা) নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- কামগাছি, J.L- ১৭, দাগ নম্বর- ২০৬ এবং ২০৬/৭৯৫, খতিয়ান- ২৩৮৯ থেকে আমি উক্ত সম্পতি বিক্রয় করছি। সেই সম্পতি বিক্রেতা হইতে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি প্রহ্লাদ বিশ্বাস, পিতা- বলরাম বিশ্বাস, সাং- বার্ণিয়া, থানা- তেহট্ট, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী- 29/07/2011 সালের DSR নদীয়া অফিসের IV-109 আমমোক্তারনামা বলে অর্চনা রানী ভদ্র, (স্বামী- শ্যামল ভদ্র) নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- কামগাছি, J.L- ১৭, দাগ নম্বর- ১৩৫৬, খতিয়ান- ৩৪৭৪ থেকে আমি উক্ত সম্পতি বিক্রয় করছি। সেই সম্পতি বিক্রেতা হইতে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি চন্দন সিংহ, পিতা- সুরেন্দ্র নাথ সিংহ, সাং- রাঘবপুর, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী- ২১/০২/২০১১ সালের রাণাঘাট-১ A D S R অফিসের I V - 4 8 আমমোক্তারনামা বলে, পরিমল বিশ্বাস, (পিতা- গুরুদাস বিশ্বাস) নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- কামগাছি, J.L- ১৭, দাগ নম্বর- ২০৬/৭৮৭, খতিয়ান- ৫২৫ থেকে আমি উক্ত সম্পতি বিক্রয় করছি। সেই সম্পতি বিক্রেতা হইতে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা

সারিকুল ইসলাম, পিতা- আব্দুল হক, সাং- গোফুরপুর জিদ্দিপাড়া, পোঃ- জঙ্গীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, **জঙ্গীপুর A.D.S.R.** অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৪ সালে **Book-I, 5433 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) গৌতম কুমার রায়,** পিতা- মৃত অমরেন্দ্রনাথ রায় আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **২২ নং ওসমানপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ১১৭০, ১১৭০ / ১৫৩০, ১১৭০/১৪৯৪ নং দাগের এল. আর. ৩০৩ নং খতিয়ানের মোট ১৫.২৫ শতক সম্পত্তি** হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-II অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

সারিকুল ইসলাম, পিতা- আব্দুল হক, সাং- গোফুরপুর জিদ্দিপাড়া, পোঃ- জঙ্গীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, **জঙ্গীপুর A.D.S.R.** অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৪ সালে **Book-I, 5434 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) অনিমেষ রায়,** পিতা- মিহিরকান্তি রায়, **২) জয়ন্তী রায়** স্বামী- মিহিরকান্তি রায়, **৩) অর্পিতা সরকার,** স্বামী- **অতুল সরকার** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **২২ নং ওসমানপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ১১৭০, ১১৭০ / ১৫৩০, ১১৭০/১৪৯৪ নং দাগের এল. আর. ৭১৬ নং খতিয়ানের মোট ১৫.২৫ শতক সম্পত্তি** হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-II অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

GENERAL POWER OF ATTORNEY NOTICE

Patit Paban Banshi, Rabindranath Banshi, Birendranath Banshi, Lakhan Mitra, Kalyani Sapui, Sibani Banshi, jamuna Pal, Sushoma Banshi, Gouri Chandra Banshi, Ashabala Banshi, Kartick Banshi, Sima Mondal, Nitai Banshi, Himani Das, Trithabala Banshi, Shital Chandra Mondal, Dipali Mondal, Utara Naru, Palani Gayen, Chandana Patra, Jiban Krishna Das, Swapan Kumar Das, Bhuban Kumar Das, Sorojabala Manjhi, Menoka Shaw, had appointed, Ram Chandra Banshi S/O Late Satish Chandra Banshi Shyamal Banshi S/O Patit Paban Banshi, as POWER OF ATTORNEY to sell out R.S Plot No.5633, with R.S.Khatian No 341, Plot No-90, 39 Satak Khatian No 3400 Plot No 5628, 25 satak khatian no 537/1, Plot No 1, 1.46 Satak Khatian no 310, Plot No-164, 19 Satak, Mouja Belur, JL-15 also Registered Deed No-243 Volume no- Book No- I,Dated 27.06.2006 at ADSR Howrah. If there is any objection kindly contact to (The BI&LRO) Bally Jagacha, Howrah, Belur Bazar, Howrah-711202 within 30 days from the date of advertisement.

GENERAL POWER OF ATTORNRNY NOTICE

Mira Chol Wife Of Astu Chol had appointed, Shibu Ranjan Saha S/O Late Amullya Nandan Saha, as POWER OF ATTORNEY to sell out R.S Plot No.5633, with R.S.Khatian No 6765, Mouja Bally, also having in Total both Mouja 1 cottahs 10 vide Registered Deed No-803207 Volume no-0608 Book No- I, Dated 09.04.2025 at ADSR Janais. If there is any objection kindly contact to (The BL& LRO) Bally Jagacha, Howrah, Belur Bazar, Howrah-711202 within 30 days from the date of advertisement.

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP near Mahatma Gandhi Statue, Mayo Road & Duffrin Road crossing, Kolkata on 06-12-2025" **[Job No. KIT/RW/104 of 25-26]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-068/KIT/Q of 25-26)
Bid Submission Closing : **05.12.2025 up to 03.00 PM**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

আমমোক্তারনামা

সারিকুল ইসলাম, পিতা- আব্দুল হক, সাং- গোফুরপুর জিদ্দিপাড়া, পোঃ- জঙ্গীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, **জঙ্গীপুর A.D.S.R.** অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৪ সালে **Book-I, 4769 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) শেখরকান্তি রায়,** পিতা- মৃত অমরেন্দ্রনাথ রায়, **২) ডাঃ কল্লোল রায়, ৩) জ্যোতির্ময় রায়, ৪) করবী রায়,** সকলের পিতা- মৃত জহরকান্তি রায় আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **২২ নং ওসমানপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ১১৭০, ১১৭০ / ১৫৩০, ১১৭০/১৪৯৪ নং দাগের এল. আর. ৮৮৩, ৩৩০ নং খতিয়ানের মোট ৩০.৫০ শতক সম্পত্তি** হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-II অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, জনৈক নোনাকুন্ডু নিবাসী দীনবন্ধু তারাপদ পাত্র ওরফে তারাপদ পাত্র পিতা- তারাপদ পাত্র, হাওড়া জেলার ডোমজুড় সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ২১।১০।২০২২ তারিখের ০৫০৪০৬৩১৩ নম্বর আমমোক্তারনামা দ্বারা অতসী দীনবন্ধু পাত্র ওরফে অতসী পাত্র স্বামী দীনবন্ধু পাত্র এর থেকে ডোমজুড় ব্লক অন্তর্গত নোনাকুন্ডু মৌজা, জে এল নং- ০৫ এ সাবেক ও হাল দাগ ১৬৬০ এবং খতিয়ান নম্বর ১২৯৮ এ ২০.৫০ শতক জমি দেখাশোনা, বিক্রয় এবং অন্যান্য কাজকর্ম করার ক্ষমতা পান।
পরবর্তীতে আমার ক্লায়েন্ট বনশ্রী হাজরা স্বামী প্রিয়রঞ্জন হাজরা উক্ত জমিটি রাণীহাটি সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ২৪৩৫ /২০২৫ নম্বর দলিল মূলে ক্রয় করেন।
কারোর কোনো প্রকার আপত্তি থাকলে পাঁচলা বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করবেন।

ইতি ধন্যবাদান্তে
কৌশিক পাকড়ে

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী ইন্দু নিভা দে স্বামী - মৃত যতীন্দ্র নাথ দে ইং- 21/09/1989 তারিখে চন্ডিগড় রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্টিকৃত 4636 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রীমতী বেলা রানী সরকার স্বামী শ্রী কেশব লাল সরকার এবং 29/08/1989 তারিখে কোচবিহার রেজিস্ট্রেশন অফিস এ রেজিস্ট্রিকৃত ৮৩ নম্বর আমুক্তারনামা দলিল মূলে শ্রীমতী শীলা নন্দী স্বামী গোকুল চন্দ্র নন্দী নিকট হইতে হাওড়া জেলার অন্তর্গত লিলুয়া থানার অধীন চামরাইল মৌজার জে.এল. নং 105 সাবেক 1546 নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক 509 নং দাগের 0.05 শতক শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিষয় কারো কোন আপত্তি থাকিলে বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও বালি-জগাছা অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

DASGHARA-II Gram Panchayat
Vill – Dasghara, P.O. – Dasghara, P.S. – Dhaniakhali, Dist. – Hooghly

NOTICE INVITING QUOTATION No : 343/DAS2/2025

Sealed quotations are invited from the experienced and resourceful equipment/product manufacturers/sellers for execution of 6 (Six)Nos. different works. Bid proposal submission end date & time(Online): **10-12-2025 up to 11.00 am**. Bid opening date & time for Technical Proposal(online) **13-12-2025 at 10:00 AM**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Dasghara-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213.

Memo. No. 801/EO/JLD-II Dated: 02.12.2025

Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity going to auction of Marriage Hall within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date submission of the application **09.12.2025 before 12.00 noon.** Details may be obtained from Office Notice Board.

Sd/-Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

No. WB-HMC/TN/ED/S&D/28/2025-2026 **Date: 14.11.2025**

ই- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের অধীনে কভার স্ল্যাব সহ ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য নির্ধারিত স্থানে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। একই ধরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নির্বাহী প্রকৌশলী বিভাগ / **www.wbtender.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১.১২.২০২৫ দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত। হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২১৪(২) / ২৫-২৬
২।১২ ।২০২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

সেমিতে সহজ জয় চান অস্কার, আক্রমণভাগে বাড়তি নজর

সংবাদ সংস্থা, পানাজি, ২ ডিসেম্বরঃ গত কয়েকদিন আগেই গোয়ায় এসে পৌঁছেছে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। আগামী ৪ ডিসেম্বর সুপার কাপের হাইভোল্টেজ সেমিফাইনালে নামবে ময়দানের এই প্রধান। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হবে শক্তিশালী পাঞ্জাব এফসির বিপক্ষে। এখন এই ম্যাচের দিকেই নজর রয়েছে সকলের। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে হাতে রয়েছে মাত্র আর একটা দিন। তারপরেই এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। সেক্ষেত্রে দলকে শেষ মুহূর্তের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দেখে নিচ্ছেন কোচ। কলকাতার পর গোয়ার এই অনুশীলনে ও ব্যাপকভাবে নজর কাড়েন হিরোশি ইবুসুকি থেকে শুরু করে হামিদ আহদাদরা। উল্লেখ্য, এবারের এই মরসুমের শুরু থেকে যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন ফুটবল খেলে এসেছে ইস্টবেঙ্গল। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ হোক কিংবা আইএফএ শিল্ড। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট ইতিবাচক পারফরম্যান্স ছিল ময়দানের এই

প্রধানের। তবে শেষ মুহূর্তে এসে ধাক্কা খেতে হচ্ছিল বারংবার। এবারের ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বের পর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ও যথেষ্ট দাপটের সাথেই খেলতে দেখা গিয়েছিল নাওরেম মহেশ সিংদের। কিন্তু ছন্দপতন হয়েছিল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে। শেষ মুহূর্তের অসাবধানতা কাজে লাগিয়েই গোল করে গিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। অপরদিকে আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে দল উঠলেও একের পর এক সহজ সুযোগ নষ্ট করেছিল দলের আক্রমণভাগের ফুটবলাররা। পরবর্তীতে টাইব্রেকারের মধ্যে দিয়ে ম্যাচের নিষ্পত্তি ঘটলেও সেখানেই সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হয়েছিল জয় গুপ্তাকে। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশা দেখা দিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে। সেই সমস্ত কিছু মাথায় রেখেই এবার দলকে তৈরি করেছেন এই স্প্যানিশ কোচ। এক্ষেত্রে গোটা সময় জুড়ে প্রভাবশালী ফুটবল খেলাই অন্যতম লক্ষ্য সকলের। পাশাপাশি সঠিক সময় গোল তুলে নিয়ে জয় সুনিশ্চিত করার দিকে ও জোড় দিচ্ছেন অস্কার। সেজন্য, হামিদ আহদাদ থেকে শুরু করে জাপানি তারকা হিরোশি ইবুসুকির মতো খেলোয়াড়দের উপর ব্যাপক প্রত্যাশা থাকবে তাঁর। আসলে পাঞ্জাবের বিপক্ষে জয় ছিনিয়ে নেওয়া যে একেবারেই সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই আন্দাজ করছেন এই বিদেশি কোচ।

নির্বাচকের সঙ্গে রাঁচি বিমানবন্দরে ‘গোপন’ আলোচনা বিরাট কোহলির!

রাঁচি, ২ ডিসেম্বরঃ বিরাট কোহলি ২০২৭-র বিশ্বকাপ দলে থাকবেন কি না, তার উত্তর সম্ভবত পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে রাঁচিতে সেঞ্চুরির পর আর কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না। শোনা গিয়েছিল, সিরিজ শেষের পর কোহলির সঙ্গে বোর্ডকর্তারা কথা বলতে পারেন। তারও পূর্বপ্রস্তুতি সম্ভবত হয়ে গেল। মঙ্গলবার সকালে রাঁচির বিমানবন্দরে নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন কোহলি। আর তাঁদের কথোপকথনও কিন্তু বেশ গুরুগম্ভীর। প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রজ্ঞান ওঝা কয়েকমাস হল নির্বাচকের দায়িত্ব পেয়েছেন। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওয় দেখা যায় কোহলি বেশ গম্ভীরভাবেই প্রজ্ঞানকে কিছু বোঝাচ্ছেন। প্রাক্তন স্পিনারও মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। তিনি কোনও উত্তর দেননি। আরেকটি ভিডিওয় দেখা যায় জাতীয় নির্বাচক গম্ভীরের পাশে বসে আছেন। তার আগে

রোহিত শর্মার সঙ্গে হাত মেলান প্রজ্ঞান। দু’জন দীর্ঘদিন আইপিএলের দল ডেকান চার্জার্সে খেলেছেন। তবে সেখানে হাসিখুশি পরিবেশ ছিল। গম্ভীরকেও হাসতে দেখা যায়। আগেই জানা গিয়েছিল, বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচের আগেই বোর্ডকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন গম্ভীর-আগরকর। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই বৈঠক সম্ভবত রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিকে নিয়ে। কী কথা হয়েছে, তা জানা যায়নি। তবে অনেকের প্রশ্ন বৈঠকের আগে প্রজ্ঞান এসে কি দু’পক্ষের মতামত নিয়ে গেলেন? দ্বিতীয় ওয়ানডের জন্য মঙ্গলবারই রায়পুরে পৌঁছেছে ভারতীয় দল। বিরাট কোহলিকে হোটেলে একরাশ ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তরুণ ভক্তরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। তার মধ্যে এক কিশোরী বিরাটের সঙ্গে ছবি তোলার পর আনন্দে কেঁদে ফেলে। যা দেখে নেটিজেনরা বলছেন, ‘রাজার সঙ্গে ছবি তোলায় খুশি।’

স্পটলাইটে ক্যামেরন গ্রিন, ২ কোটির ক্যাটাগরিতে মাত্র দুই ভারতীয় তারকা!

মুম্বই, ২ ডিসেম্বরঃ প্রকাশ পেল আইপিএল ২০২৬ নিলামের প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন তালিকা। মোট নাম ১,৩৫৫। লম্বা এই লিস্টিতে সবচেয়ে বড় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু মাত্র এক জন-অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। চোটের কারণে ২০২৫ সালের মেগা অকশনে ছিলেন না। এবার তাই তাঁকে ঘিরেই সবচেয়ে বেশি খোঁজখবর, কৌতূহল আর জল্পনা। রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর হাতে পৌঁছে যাবে সরকারি তালিকা। ১০টি দল মিলিয়ে ফাঁকা জায়গা ৭৭টি। আর যেহেতু স্কোয়াডে সর্বোচ্চ ২৫ জন রাখা যায়, তাই এবার নিলামে সর্বোচ্চ ৩১ জন নতুন খেলোয়াড় নিতে পারবে দলগুলো। ফলে লম্বা তালিকা হলেও লড়াইটা সীমিত স্লট নিয়ে। দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে বড় নাম নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ তারকাকেই ধরে রেখেছে তাঁদের নিজেদের ফ্র্যাঞ্চাইজি। তাই ২ কোটির বেস প্রাইস ক্যাটাগরিতে মাত্র দুই ভারতীয়-অলরাউন্ডার

ভেঙ্কটেশ আইয়ার এবং লেগ-স্পিনার রবি বিষ্ণোই। প্রথমজনকে আগের অকশনে রাইট-টু-ম্যাচে ২৩.৭৫ কোটিতে আটকে রেখেছিল কেকেআর। আর বিষ্ণোইকে ছেড়েছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। দু’জনকেই ঘিরে বিডিং যুদ্ধে নামতে পারে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি। বিদেশি তারকাদের তালিকায় গ্রিন ছাড়াও নজর কাড়ছে একাধিক নাম। যেমন-শ্রীলঙ্কার তরুণ পেসার মাতীশা পতিরানা, যাঁকে গতবার ১৩ কোটিতে কিনেও ছেড়ে দিয়েছে সিএসকে ইংল্যান্ডের লিয়াম লিভিংস্টোন দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার ড্যারিল মিচেল নিউজিল্যান্ডের ডেভন কনওয়ে বা কাইল জেমিসন বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমান। আইপিএলের হিসেব বলছে, যে দলে বেশি বাজেট থাকে, তারাই বড় বিডে এগোয়। তাই কেকেআরের ঝুলিতে থাকা ৬৪.৩ কোটি আর সিএসকের হাতে থাকা ৪৩.৪ কোটি-দুই দলই গ্রিনের জন্য বিডিং ওয়ারে নামতে পারে বলে ধারণা। দীর্ঘদেহী অজি অলরাউন্ডারকে পাওয়া মানে ব্যাট-বল দু’দিকেই শক্তিবৃদ্ধি। আরও একটি বড় তথ্য-অস্ট্রেলিয়ার তারকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল তালিকায় নেই। গতবার পাঞ্জাব কিংস তাঁকে ৪.২ কোটিতে নিয়েছিল। এবার নিলামে নাম না দেওয়ার কারণ এখনও জানাননি তিনি। ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে বসবে আইপিএল ২০২৬-এর মিনি অকশন।

চূড়ান্ত হয়নি আইএসএল দিনক্ষণ, নিজেকে ফিট রাখছেন জোথানপুইয়া

জামশেদপুর, ২ ডিসেম্বরঃ গত কয়েক সিজন ধরেই ইমামি ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মার্ক জোথানপুইয়া। তবে আগেরবার খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি তিনি। যারফলে এবার যে তিনি থাকবেন না সেই ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই। সেইমতো গত অক্টোবরের প্রথমেই তাঁকে রিলিজ করে দেওয়ার কথা জানিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। একটা সময় আইএসএল জয়ী ক্লাব তথা হায়দরাবাদ এফসি থেকে তাঁকে দলে নিয়েছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় চমক ছিল সকলের কাছেই। কিন্তু নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি এই ফুটবলার। ডুরান্ড কাপের পর দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি ম্যাচ খেলতে পেরেছিলেন মাঝমাঠের এই তারকা। তারপরেই চোটের কবলে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। ফিরে আসতে লেগে গিয়েছিল প্রায় অনেকটা সময়। যারফলে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের বাকি ম্যাচ গুলিতে আর খেলা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। পরবর্তীতে স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রুজোর তত্ত্বাবধানে শেষ সিজনের সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট তথা সুপার কাপে খেলার সুযোগ

পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এই সিজনে তিনি যে খুব একটা সুযোগ পাবেন না সেই ইঙ্গিত আগেই পেয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করার পরিকল্পনা ছিল ইস্টবেঙ্গলের। সেটাই হয় শেষ পর্যন্ত। পরবর্তীতে তাঁকে দলে টেনে নেয় ইন্ডিয়ান সুপার লিগের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব জামশেদপুর এফসি। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় চমক ছিল সকলের কাছে। গত মরসুম পর্যন্ত খালিদ জামিলের তত্ত্বাবধানে দল লড়াই করলেও বর্তমানে ভারতীয় ফুটবল দলের দায়িত্ব পালন করছেন খালিদ। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পরিবর্তে দলের দায়িত্ব সামাল দিচ্ছেন স্টিফেন ডায়াস। এবারের এই ডুরান্ড কাপের পর সুপার কাপে ও খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি গতবারের ফাইনালিস্টরা। সহজেই ছিটকে যেতে হয়েছে গ্রুপ পর্বে। যারফলে পরবর্তীতে দেশের প্রথম সারির ফুটবল লিগে ভালো পারফরম্যান্স করাই অন্যতম লক্ষ্য ম্যানেজমেন্টের। এসবের মাঝেই এবার জিম সেশনে নিজেকে প্রস্তুত করছেন এই মিজো মিডফিল্ডার। নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই সম্পর্কিত স্টোরি আপলোড করেন এই ফুটবলার। যা নিঃসন্দেহে নজর কাড়ছে নেটিজেনদের।

হারের দায় নিতে অস্বীকার?

টেস্টের দুরবস্থায় গম্ভীরকে তোপ শাস্ত্রীর

মুম্বই, ২ ডিসেম্বরঃ রবি শাস্ত্রীর আমলে টেস্টে ‘রাজত্ব’ করেছে টিম ইন্ডিয়া। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দাপট দেখিয়ে এসেছিল বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন দল। তারপর রাহুল দ্রাবিড়ও সেই ধারা বজায় রেখেছিলেন। লাল বলের ক্রিকেটে ঘরের মাঠে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন রোহিত শর্মারা। কিন্তু গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে দুই গর্বই হারিয়েছে ভারতীয় দল। দায় কার? রবি শাস্ত্রী সটান বলে দিচ্ছেন গম্ভীরকে ভরাডুবির দায় নিতে হবে। তিনি কোচ থাকলে অবশ্যই দায় নিতেন। ২০১৩ থেকে ২০২৪-র মধ্যে দেশের মাটিতে মাত্র ৪টে টেস্ট হেরেছিল ভারত। গত এক বছরে সেই রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছে গৌতম গম্ভীরের টিম ইন্ডিয়া। দেশের মাটিতে স্পিন খেলতে ব্যর্থ হচ্ছেন কেএল রাহুল, ঋষভ পন্থরা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেনের পর গুয়াহাটিতেও হেরেছে ভারত। যা নিয়ে শাস্ত্রী বলছেন, ‘‘গুয়াহাটিতে ১০০ রানে ১ উইকেট ছিল, সেখান থেকে ৭ উইকেট হারিয়ে করে ১৩০। এটা কীভাবে হয়? এই দলটা তো এত খারাপ নয়। এই দলে অনেক প্রতিভাবান প্লেয়ার আছে। প্লেয়ারদের দায়িত্ব নিতে হবে। ছোটবেলা থেকে তারা স্পিন খেলে বড় হয়েছে।’’ তারপরই গম্ভীরকে নিয়ে তাঁর বিস্ফোরণ, ‘‘আমি গম্ভীরের হয়ে সাফাই দেব না। ও ১০০ শতাংশ দায়ী। এই দুরবস্থা যদি আমার সময়ে হত, আমি দায়িত্ব নিতাম। সবার আগে এসে আমি দায়

গ্রহণ করতাম। কিন্তু তারপর ড্রেসিংরুমে এসে কাউকে ছেড়ে কথা বলতাম না।’’ গম্ভীর জমানায় অবশ্য পুরো উলটো ঘটনা ঘটছে। কখনও ব্যাটারদের উপর দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তো কখনও সাদা বলের পরিসংখ্যান তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেসব নিয়ে সোচ্চার শাস্ত্রী। গম্ভীরের জমানায় গত একবছরে দেশের মাটিতে পাঁচ-পাঁচটা টেস্টে পরাজয় ঘটেছে। বিরাট-রোহিতদের জমানায় যা ছিল অসম্ভব, সেই শব্দটা এখন আর গম্ভীরের অভিধানে নেই। ২৫ বছর পর ভারতের মাটিতে ২-০ ব্যবধানে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ওঠার দৌড়ে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের ভাবাচ্ছে কোচ গৌতম গম্ভীরের লজ্জার রেকর্ড। তাঁর অধীনে ১৮ ম্যাচ খেলে মাত্র ৭টি জিততে পেরেছে ভারত। টেস্ট ইতিহাসে ঘরের মাঠে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার। ঘরের মাঠে জোড়া সিরিজে চুনকাম। ৬৬ বছরে প্রথমবার ৭ ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে হার। গম্ভীরের আমলে টেস্টে লজ্জার রেকর্ড ক্রমশ বাড়ছে।

রঙ্গমঞ্চ ইডেন! বয়স ১৫ ছোঁয়ার আগেই তিন নম্বর টি-২০ সেঞ্চুরি বৈভবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ মঞ্চ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি। ভেন্যু ইডেন গার্ডেন্স। আজ, মঙ্গলবার, সেই কলকাতার ময়দানেই আরও এক রেকর্ডের জন্ম দিলেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর বয়সে প্রথমবার দেশের পয়লা নম্বর ঘরোয়া টি-২০ টুর্নামেন্টে শতরান করলেন তিনি। ৫৭ বলে পেরোলেন তিন অঙ্ক। ইনিংস শেষ করলেন অপরাজিত ১০৮ রানে (৬১ বলে), যেখানে ছিল সাতটি ছক্কা আর সাতটি চার। আর এই বৈভব-ঝড়ের সুবাদেই বিহার তুলল ২০ ওভারে ১৭৬/৩। ইনিংসের গোড়ায় দল পড়ে যায় চাপে। ৬ ওভারেই ৩১২-বিপিন সৌরভ ও পীযুষ কুমার সিং পরপর সাজঘরে ফেরায় কোণঠাসা বিহার।

সেই অবস্থায় বৈভবকে সঙ্গ দেন আকাশ রাজ। দু’জনে মিলে ৭০ রানের জুটি গড়ে দলকে টেনে তোলেন। পিচ ধীর, শট খেলা সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও একাধারে ইনিংস ধরে রাখে রান তোলার চ্যালেঞ্জ-দুটোই সামলেছেন বৈভব। স্পিনার বিকি ওসওয়াল ও জলজ সাক্সেনাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে খেলেছেন। উইকেট পড়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি বুঝে খেলা-তারপর অর্ধশতরান পেরোলেই গতি বাড়ানো এই পরিণত ব্যাটিং বয়সের তুলনায় অবিশ্বাস্য! টিমের মোট রানের অর্ধেকের বেশি এসেছে বৈভবের ব্যাট থেকে। টি-২০ সেঞ্চুরি যদিও এই প্রথম নয়। বরং, বয়স ১৫ পেরোনোর আগে তাঁর নামের পাশে ইতিমধ্যে জমা তিন-তিনটি শতরান। এর মধ্যে একটি আইপিএল-এ, রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে-৩৮ বলে সেঞ্চুরি, যা টুর্নামেন্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় দ্রুততম। সেই ইনিংসের সুবাদেই হন আইপিএল-এর সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ান। ওই মরসুমে মোট রান ছিল ২৫২, স্ট্রাইক রেট ২০৬-এর বেশি। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলে থেকেও নজর কাড়েন বৈভব। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৭৮ বলে সেঞ্চুরি-এখনও পর্যন্ত ভারতের দ্রুততম অনূর্ধ্ব-১৯ টেস্ট শতক। শুধু তাই নয়, যুবদের এশিয়া কাপে দুবাইয়ের ময়দানে বৈভব করেন ৩২ বলে সেঞ্চুরি। গোটা টুর্নামেন্টে মোট রান ২৩৯, গড় প্রায় ৬০, আর স্ট্রাইক রেট ২৪৩। রঞ্জি ট্রফিতে মাত্র ১২ বছর বয়সে আত্মপ্রকাশ। এরপর জাতীয় স্তরে আলোচিত হয়ে ওঠা বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে তাই উচ্ছ্বাসও বাড়ছে। লাগাতার দুরন্ত পারফরম্যান্সের জেরে ভবিষ্যতে তাঁকে আরও সামনের সারিতে দেখার প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছে। কলকাতার ইডেনে যে পরিণত ব্যাটিং তিনি উপহার দিলেন, তা সেই সম্ভাবনাকেই আরও উজ্জ্বল করল।

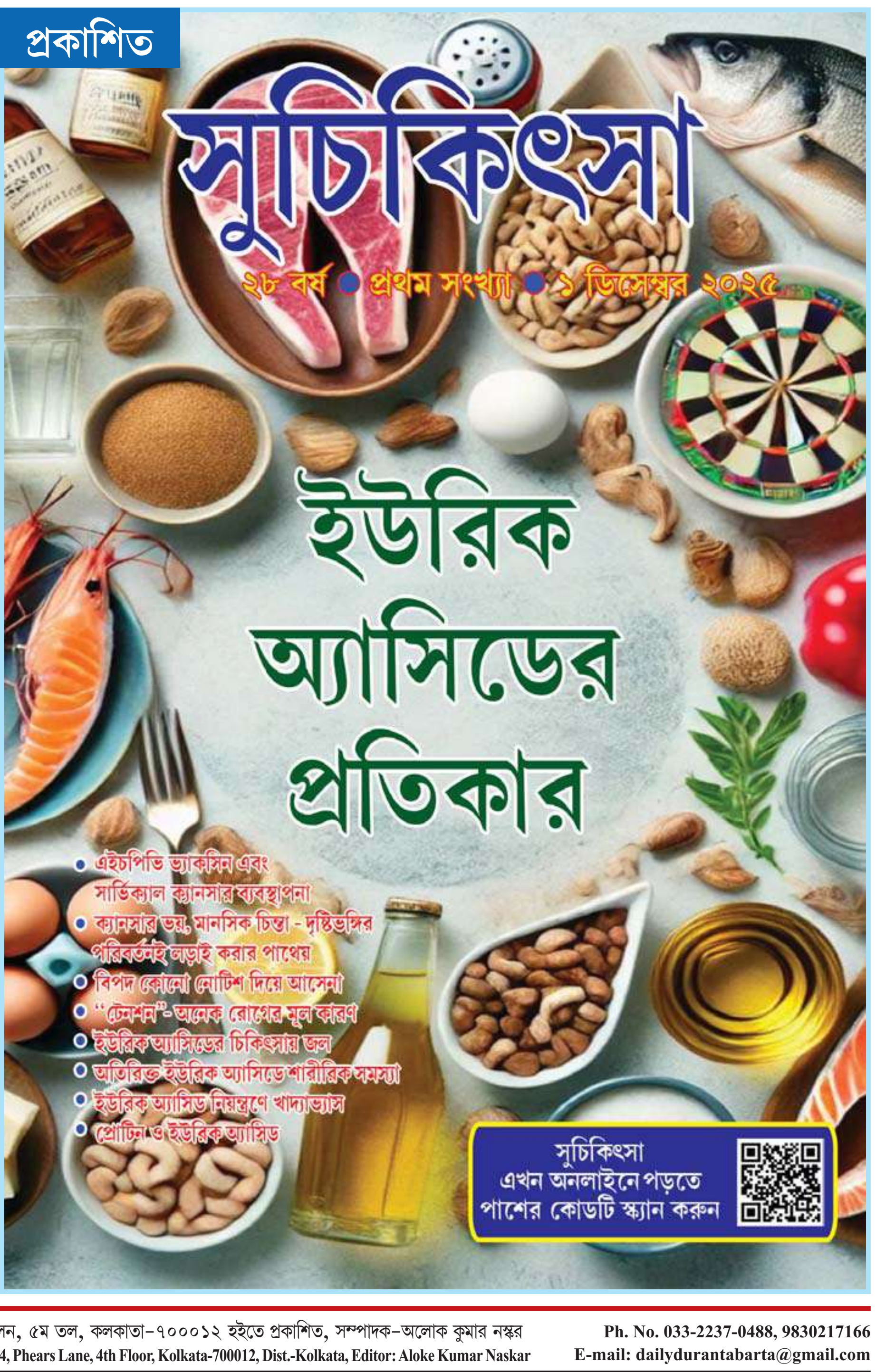

মেসি এখনও পর্যন্ত জিততে পারেননি কোন কোন শিরোপা

নিজস্ব প্রতিবেদন

লিওনেল মেসির ক্যারিয়ারে ট্রফির অভাব নেই। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে জিতেছেন ৪৬টি ট্রফি। ফুটবল ইতিহাসে তাঁর চেয়ে বেশি ট্রফি আর কেউ জিততে পারেননি। কিন্তু যদি প্রশ্ন ওঠে, এমন কোনো ট্রফি কি আছে-যে টুর্নামেন্টে অংশ নিয়ে মেসি ট্রফিটি জিততে পারেননি? প্রশ্নটি উঠছে ইন্টার মায়ামি গতকাল মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) প্লে অফে ইস্টার্ন কনফারেন্স ফাইনাল জয়ের পর। নিউইয়র্ক সিটি এফসিকে ৫-১ গোলে হারিয়ে এমএলএস কাপের ফাইনাল নিশ্চিত করে মেসির দল মায়ামি। ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের ফাইনাল জিতে অন্য দিক থেকে এমএলএস কাপের ফাইনালে উঠেছে ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপস। ভারতীয় সময় ৭ ডিসেম্বর এমএলএস কাপের ফাইনাল মায়ামি জিততে পারলে প্রথমবারের মতো লিগ জয়ও নিশ্চিত হবে তাদের। এমএলএসের নিয়ম অনুযায়ী, এমএলএস কাপজয়ীরাই লিগ চ্যাম্পিয়ন। পিএসজি থেকে ২০২৩ সালে মেসিকে যুক্তরাষ্ট্র উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার এটাই মূল কারণ ছিল মায়ামির। মেসিকে দিয়ে লিগ জিতে ফুটবলের বাজারে নিজেদের অবস্থানটা সুসংহত করতে চায় তারা। আর মেসির প্রাপ্তি অন্য জায়গায়। এর আগে দুটি দেশের ঘরোয়া ফুটবলে কাটানো ক্যারিয়ারে দুটি জায়গাতেই লিগ জিতেছেন। এখন যুক্তরাষ্ট্রেও লিগ জয়ের সুযোগ মেসির সামনে। স্বাভাবিক কারণেই তাই প্রশ্নটি ওঠেই, ৩৮ বছর বয়সে পা রাখা মেসির ক্যারিয়ারে কোনো অপ্রাপ্তি কি আছে? এমএলএস কাপের কথা বলতে পারেন। মেসি মায়ামির হয়ে সাপোর্টার্স শিল্ড ও লিগস কাপের

মতো ছোট ট্রফি জিতলেও বড় এই শিরোপাটি মেসি এখনো জিততে পারেননি। কিন্তু এটাও সত্য-মেসি তো সেই সুযোগই এর আগে পাননি। কারণ, মায়ামি এই প্রথমবারের মতো উঠেছে এমএলএস কাপের ফাইনালে। তাই ট্রফি জয় বিচারে মেসির ক্যারিয়ারে কোনো অপূর্ণতা আছে কি না, সেটা খতিয়ে দেখার শুধু একটাই পথ-মেসি যেসব মোটামুটি বড় মাপের টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েও শিরোপা জিততে পারেননি, সেটা খুঁজে বের করা। বার্সেলোনার মূল দলে ১৭ বছর খেলেছেন মেসি। শিরোপা জিতেছেন ৩৪টি। বার্সার হয়ে অংশ নেওয়া সব টুর্নামেন্টেই শিরোপা জিতেছেন মেসি। লিগ জিতেছেন ১০ বার, চ্যাম্পিয়নস লিগ ৪ বার, ৭ বার স্প্যানিশ সুপার কাপ ও ৭ বার কোপা দেল রে জিতেছেন, ৩ বার করে জিতেছেন ক্লাব বিশ্বকাপ ও ইউরোপিয়ান সুপার কাপ। বার্সা ছেড়ে ২০২১ সালে পিএসজিতে যোগ দেন মেসি। সেখানে লিগ জিতেছেন দুবার। চ্যাম্পিয়নস লিগ প্যারিসের ক্লাবটির হয়ে জিততে না পারলেও বার্সার হয়ে যেহেতু ট্রফিটি জিতেছেন, তাই জিততে না পারার বিবেচনায় এটা বাদ পড়ে। মেসি দুবার ফ্রেঞ্চ সুপার কাপও জিতেছেন পিএসজির হয়ে। জিততে পারেননি শুধু ফ্রান্সের বার্ষিক কাপ প্রতিযোগিতা ফ্রেঞ্চ কাপ। ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ মরসুমে ফ্রেঞ্চ কাপে দুটি ম্যাচ খেলে পিএসজিকে শিরোপা জেতাতে পারেননি মেসি। ২০২১-২২ মরসুমে ফ্রেঞ্চ কাপের শেষ ষোলোয় নিসের কাছে টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে হেরে বিদায় নেয় পিএসজি। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ছিল। মেসি এই ম্যাচে পুরো সময় মাঠে ছিলেন। ২০২২-২৩ মরসুমে ফ্রেঞ্চ কাপে একই মঞ্চে (শেষ ষোলো) মার্শেইয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে বিদায় নেয় পিএসজি। মেসি এই ম্যাচেও পুরো সময় মাঠে ছিলেন। মেসির আর্জেন্টিনা ক্যারিয়ারে কোনো অপ্রাপ্তি নেই। একসময় বিশ্বকাপ জিততে না পারার অপ্রাপ্তি ছিল। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপেই তা ঘুচেছে। কোপা আমেরিকা জিতেছেন একাধিকবার। জাতীয় দলে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির হয়ে এ দুটোই মূলত বড় শিরোপা। এর বাইরে ২০২২ সালে ইতালিকে হারিয়ে জিতেছেন ‘ফিনালিসিমা’। আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে জিতেছেন অলিম্পিকে সোনা এবং অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে বিশ্বকাপ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com